নীল পাখী

(সচিত্র)

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

—:*:—

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

সর্ব্ব-স্বত্ব-সংরক্ষিত]

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র,
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, লিমিটেড,
এলাহাবাদ

প্রিণ্টার :—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু,
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, লিমিটেড,
বেনারস ব্র্যাঞ্চ

মিলি!

নীল পাখীর সন্ধানে—আগেই
তুমি কোন্ অজানা পথে চলে
গেছ, তাই এই নীল পাখী আজ
তোমার স্মৃতি নিয়েই বেরুলো।

*　　　*　　　*

পাশ্চাত্য মনীষী মরিস্ মেটারলিঙ্কের অপূর্ব্ব নাটক 'ব্লু বার্ড' সুধীজন-সমাজে সুপরিচিত। 'নীল পাখী' এই ব্লু বার্ডের অনুবাদ, অথবা স্থলবিশেষে মর্ম্মানুবাদ। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এটি 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল।

পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় মেটারলিঙ্কের বাণী ও রচনাবলী সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৩২০—শ্রাবণ) এক অতি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি 'নীল পাখী'র গূঢ়মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টা করেন। তাঁর সেই সুন্দর প্রবন্ধটির কতক অংশ এই গ্রন্থের ভূমিকারূপে সন্নিবেশিত করা হোল।

এই বইখানিকে চিত্রশোভিত করে দিয়েছেন, প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রণদাচরণ উকীল মহাশয়। এজন্য এঁদের প্রতি আমি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

স্বর্গীয় অজিতকুমারের মূল্যবান প্রবন্ধটি ভূমিকায় ব্যবহার করবার সুযোগ লাভ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছি।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রকাশক মহাশয়গণকে, যাঁদের চেষ্টায় বইখানি সুন্দর করে বার করা সম্ভবপর হোল।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

মেটারলিঙ্ক

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—শ্রাবণ, ১৩২০—হইতে সঙ্কলিত]

ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্য এমনি এক নূতনতর ব্যাপার, গত পনের বিশ বৎসরের মধ্যে তাহার এতই বদল হইয়া গেছে, যে তাহার ভাবখানা যে কি ও তাহার ধারা যে কোন্ দিকে চলিয়াছে পরিষ্কার করিয়া দেখানো বড় শক্ত। বিশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যে এত বেশি জনতা ছিল না; এখন শুধু লোকের ভিড় নয়, ভাবের ভিড়ই তাহার চেয়ে শতগুণ অধিক। ...

এত অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যের এমনতর পরিবর্ত্তনকে অভাবনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অভাবনীয় বলি কেন? এ যুগের মানুষ যে সম্পূর্ণরূপে এক নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। সে ছিল ক্ষুদ্রদেশে ও ক্ষুদ্রকালে নানা কৌলিক ও দৈশিক সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ। হঠাৎ সে বিশাল জগতে ও ব্যাপ্ত কালের মধ্যে ছাড়া পাইয়াছে এবং নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব ও নূতন অনুভূতি সকল তাহার পুরাতন সংস্কারের স্থানে আপনাদের দখল জানাইয়াছে। ভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত থিতাইয়া সংস্কারের মত সুদৃঢ়, সুপরিণত ও সুনিশ্চিত না হইলে সাহিত্যে কি তাহাকে রূপ দান করা যায়? যাহা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তনের মুখে আবর্ত্তিত হইতেছে, যাহা কোন স্থায়ী আকার লাভ করে নাই, নানা সঙ্গতি-সূত্রে নানা জিনিসের সহিত বাঁধিয়া যায় নাই, তাহাকে সাহিত্যে চিত্রিত করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। কিন্তু সেই অসম্ভব কার্য্যেই আধুনিক সাহিত্য হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সেইজন্য পূর্ব্বের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ এরূপ আত্যন্তিক হইয়াছে।

"আধুনিক কালে আমাদের সংস্কার ভাব ও অনুভাব সকলের মধ্যে যে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় তদপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছুই নাই। এই বিশৃঙ্খলায় আমরা এমন কতগুলি অনুভাব দেখিতে পাই,—যাহারা বাস্তবিকই এখনকার কালের জ্ঞানানুমোদিত ভাবের একেবারেই অনুগামী নহে—যেমন ধর, সুনির্দ্দিষ্ট, ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ ঈশ্বরের

ধারণা। আবার কতগুলি অনুভূতি আছে, যেগুলি অর্দ্ধেক আইডিয়ার আকার লাভ করিয়াছে—যেমন ধর, নিয়তির সম্বন্ধীয় ধারণা। আবার আমরা এমন কতগুলি ভাব দেখিতে পাই যাহারা ক্রমেই অনুভূতির ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে—যেমন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, অভিব্যক্তি, বংশের বা জাতির ইচ্ছা ইত্যাদি। আরও অনেক ভাব আছে, কিন্তু সেগুলি এখনও মানুষের হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায় নাই, এখনও অনিশ্চিত ও বিক্ষিপ্ত রহিয়া গিয়াছে।”

উপরে যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম তাহা একজন আধুনিক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের লেখার অনুবাদ। সাহিত্যের যে নব পরিবর্ত্তনের কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাঁহার এই উদ্ধৃত রচনা তাহা সমর্থন করে। যে “বিশৃঙ্খলা”র কথা তিনি বলিতেছেন, তাহাকেই তিনি তাঁহার সাহিত্যে শৃঙ্খলায় পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগী।...এই আধুনিক লেখকটির নাম মেটারলিঙ্ক।...

মেটারলিঙ্ক প্রধানতঃ নাট্যকার বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি এমনি ছায়া-ছায়া স্বপ্নময়, এমনি বাষ্পের দ্বারা তৈরি লোকের মত যে কে বলিবে তাহার ভিতরে কোন গভীর তাৎপর্য্য বিরাজ করিতেছে।... সেইজন্য মেটারলিঙ্ককে “মিষ্টিক” অর্থাৎ দুর্ব্বোধ জাতীয় লেখক, এই নাম দেওয়া হইয়াছে।...

মেটারলিঙ্ক এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—“আমরা যাহা জানি, যদি তাহারি দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টিত করিয়া রাখিতাম ; অজ্ঞাত অপেক্ষা জ্ঞাত লোক অধিক মূল্যবান—এই বিশ্বাস যদি আমাদের মনে মনে থাকিত, তবে আমাদের জীবনের রহস্য কতই সামান্য হইত! এই যে একটি অজ্ঞাতের চেতনার মধ্যে আমরা নিয়ত বাস করি ইহাই আমাদের জীবনকে অর্থযুক্ত করিয়াছে।” এই যে আমাদের জীবনকে ঘিরিয়া একটি অজানা রহস্য বিরাজমান, ইহাই মেটারলিঙ্কের আসল বাণী। শুধু তাহাই নয়, মেটারলিঙ্ক মনে করেন যে, এই কথাটিই এ যুগের সকলের চেয়ে বড় কথা—সকল কথার অন্তর্নিহিত কথা।...

তিনি বিশ্বাস করেন যে, আমাদের মধ্যে দুই প্রকারের বুদ্ধি পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। এক বুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রকে (Individual) আশ্রয় করিয়া আছে, আর এক বুদ্ধি ব্যক্তি যাহার অন্তর্ভুক্ত সেই বিশেষ জীবশ্রেণীকে (Species) আশ্রয় করিয়া আছে। একটাকে আমরা বলি বুদ্ধি বা ধীশক্তি (Reason) ও অন্যটাকে বলি

সহজ জ্ঞান (Instinct) এই উভয় প্রকারের বুদ্ধিকে মানুষের এক্ষণে ব্যবহারে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইয়াছে। যুক্তিমূলক বুদ্ধিকে সহজ জ্ঞানের মত সহজ ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে এবং সহজ জ্ঞানকে যুক্তিমূলক বুদ্ধির ন্যায় সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। মেটারলিঙ্ক বারম্বার বলিয়াছেন যে, কোন জিনিসকে যতক্ষণ না আমাদের ভিতরে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া লওয়া যায় ততক্ষণ তাহাকে আমরা বুঝি, এ কথা বলিতে পারি না। অর্থাৎ যতক্ষণ না বুদ্ধি একেবারে সংস্কারের মত সহজ হইয়া যায়, ততক্ষণ আমরা কিছুই বুঝি না।…

মেটারলিঙ্ক কতগুলি হালের বৈজ্ঞানিক ভাবকে তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনার দ্বারা ঘোরালো করিয়া বিশ্বরহস্যকে একরকম করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যে রহস্যের চাবি খুলিয়া দিয়া তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার কল্পচ্ছবিগুলির মধ্য দিয়া, নানা বিগ্রহের মধ্য দিয়া রহস্যের আভাসমাত্র জাগাইয়া তুলিতেছেন। আসলে তিনি অন্তরে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু মনে হয় যেন তিনি অতীন্দ্রিয় লোকের দ্রষ্টা। সেই জন্য কেহ বা তাঁহাকে "মিষ্টিক" বলিয়া জানে, কেহ বা জানে বৈজ্ঞানিক বলিয়া—বাস্তবিক এ দুয়েরি সম্মিলন এক মেটারলিঙ্কেই দেখা যায়।

কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সে তিনি এমন এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যেখানে পূর্ব্বে তিনি কোনদিন যাইবেন বলিয়া কল্পনাও করেন নাই। তিনি রহস্যের একেবারে পারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সমস্ত নিখিল সত্য তাঁহার কাছে পরম আনন্দ ও পরম সৌন্দর্য্য হইয়া প্রত্যক্ষবৎ দেখা দিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, সেই তাঁহার হৃদয়স্থিত সহজ প্রজ্ঞা তাঁহাকে একেবারে বিশ্বের মর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়াছে—এখন তাঁহার বিজ্ঞানের দরকার নাই, কারণ তিনি পরশপাথর পাইয়াছেন।

মেটারলিঙ্ক লিখিতেছেন, "জীবনের পথে যতই আমরা ভ্রমণ করি, ততই অত্যন্ত সাধারণ এবং অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থসকল ও জীবনের ঘটনাগুলির সত্যতা, সৌন্দর্য্য এবং গভীরতায় আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।"

অত্যন্ত সাধারণ এবং অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থসকল এবং জীবনের ঘটনাগুলি যে সত্য ও সুন্দর ও গভীর—এই চেতনাটি মেটারলিঙ্কের মধ্যে কিরূপ প্রবল তাহা তাঁহার সেই পরম আশ্চর্য্য 'ব্লু বার্ড' নামক নাটকটি পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে। বস্তুত ঐ নাট্যের

মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থগুলির এবং জীবনের সামান্য ঘটনাগুলির 'সত্যতা, সৌন্দর্য্য ও গভীরতা'কে সকলের চেতনার মধ্যে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ...

মেটারলিঙ্ক কখনই বীর চরিত্র, বা প্রবল হৃদয়াবেগ, বা অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত কোন ঘটনা তাঁহার নাটকের মধ্যে উপস্থিত করেন না। তাঁহার "দৃষ্টি হারা" নাট্যে যেমন, তাঁহার এই "নীল পাখী" নাট্যেও তেমনি—তিনি একেবারেই কোন নাটকীয় প্রথার (convention) ধার ধারেন নাই। "দৃষ্টি হারা" নাট্যে শেষকালে যেমন তিনি দেখাইলেন যে, নব আশা ও বিশ্বাসের পদধ্বনি শিশুই প্রথম শ্রবণ করিতে সমর্থ হইল—এখানেও সেইরূপ বিশ্বের প্রকৃত আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের রহস্য তাঁহার নাট্যের প্রধান নায়ক এক কাঠুরিয়া বালকের নিকটেই উদ্ঘাটিত হইল। "ব্লু বার্ড" একটি বিগ্রহরূপী (Symbolical) নাট্য। "নীল পাখী" আর কিছুই নয়—সে সুখের বিগ্রহ। মনে হয়, যেন সে সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু তাহাকে ধরিতে গেলেই সে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বা মরিয়া যায়। সে অতীতে আছে, সে বর্ত্তমানে আছে, সে ভবিষ্যতে আছে। সে স্মৃতির মধ্যে ভরিয়া আছে, সে সকল রহস্যের মধ্যে লুকাইয়া আছে, সে সকল জীবন ও জীবনের অভিব্যক্তির ইতিহাসের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ডুবিয়া আছে, সে কত সুখ ও আনন্দের মধ্যে চমকিয়া আছে, সে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত হইয়া আছে। কিন্তু তাহাকে মানুষ সকল স্থানেই অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে, তবু কি সেই কল্পধেনু মিলিল? ফাঁকি, সকল জায়গাতেই ফাঁকি! কিন্তু না। নীল পাখী পাওয়া যাক্ বা না যাক্, কিম্বা পাইলেও তাহাকে হারাইতে হউক্ বা না হউক্—এটা ঠিক—যে সকল স্থানেই তাহাকে খুঁজিয়া চকিতের মতও একবার দেখিতে পাইলে আর ভাবনা নাই। যে সর্ব্বত্র আছে তাহাকে কি আর একটি জায়গায় বাঁধা যায়? দীর্ঘ ভ্রমণান্তে তাই এই কথাই বলিতে হয় যে, সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য, সর্ব্বত্রই আনন্দ—সেই নীল পাখী সর্ব্বত্রই আছে। যে পৃথিবীতে আমরা জন্মিয়াছি সে "সব পেয়েছির দেশ।" ...

আমি এমন আশ্চর্য্য নাট্য পড়ি নাই—মানুষ যে তাহার গভীরতম সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতার কথাগুলি এমন রূপকের আকারে ছবির মত করিয়া ধরিতে পারে তাহা আমি কোন দিন এ গ্রন্থ না পড়িলে ধারণাও করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। যে সকল ভাব ও অনুভাব ছায়ার মত আসে যায়

ও মিলায়, যাহারা স্বপ্নের মত জীবনের প্রাসাদবলভিকায় সন্ধ্যার পাখীর মত পাখা ঝটপট্‌ করিয়া উড়িয়া বেড়ায় মাত্র—তাহাদিগের ছায়াকে যে এমন নিপুণ বয়নে বুনিয়া তোলা যায়—ইহা আশ্চর্য্য। আমার মনে হয়, এ নাটকটি আধুনিক যুগের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ-তত্ত্বের এক মহা শাস্ত্রবিশেষ। …

"অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থসকল ও জীবনের ঘটনার মধ্যে পরম সত্য, পরম সৌন্দর্য্য ও পরমানন্দ রহিয়াছে।" পশ্চিম দেশে এই বাণীর চেয়ে বড় বাণী এ যুগে আর কে বলিয়াছেন? আর একজন কবির নাম মনে পড়ে যিনি মেটারলিঙ্কের ন্যায় উপলব্ধি করিয়াছেন যে—সকল মানুষ ও সকল অভিজ্ঞতাই সমান সত্য ও সমান সুন্দর, কারণ যে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে সমস্তই আছে—সে তাহার অগণ্য বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক নহে কি? উচ্চ-নীচের ব্যবধান, তুচ্ছ-বৃহতের ব্যবধান, সুন্দর ও অসুন্দরের ব্যবধান সেই কবির কাছে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি কে? মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান, তাঁহার 'Leaves of Grass' খুলিয়া যে কোন কবিতা পড়—আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু আজ যাঁহার রচনার পরিচয় আপনাদিগকে দিবার চেষ্টা করিলাম—তাঁহার মত জীবনের রহস্যের মধ্যে—সৌন্দর্য্য ও আনন্দের মধ্যে এত গভীরভাবে আর কে প্রবেশ করিয়াছেন জানি না। আমার তো আর কোন নাম মনে পড়ে না। 'নীল পাখী'কে আমি স্বচ্ছন্দে এ যুগের সৌন্দর্য্যের গীতাশাস্ত্র নাম দিতে পারি। এ যুগের সকল বিচিত্র ভাবের এক আশ্চর্য্য সম্মিলন এই এক গ্রন্থ বহন করিতেছে।

দৃশ্য

প্রথম অঙ্ক

কাঠুরিয়ার গৃহ … … … ১

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—পরীর গৃহ … … … ২৭

দ্বিতীয় দৃশ্য—স্মৃতির দেশ … … … ৩৮

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—রাত্রির আবাস … … … ৫২

দ্বিতীয় দৃশ্য—অরণ্য … … … ৬৯

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—যবনিকার সম্মুখ … … ৯২

দ্বিতীয় দৃশ্য—সুখের প্রাসাদ … … ৯৫

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—যবনিকার সম্মুখ … … ১১৯

দ্বিতীয় দৃশ্য—গোরস্থান … … … ১২২

তৃতীয় দৃশ্য—ভবিষ্যতের দেশ … … ১২৭

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বিদায় গ্রহণ … … … ১৫২

দ্বিতীয় দৃশ্য—জাগরণ … … … ১৬২

চিত্র

১। পরী ও তিলতিল-মিতিল ৯

২। রাত্রির আবাসে তিলতিল ও মিতিল ৫৪

৩। শিশুগণ পৃথিবীতে জন্ম নিতে যাচ্ছে ১২০

চরিত্র

তিলতিল		ঝাউগাছ
মিতিল		লেবুগাছ
পরী		বাদামগাছ
আলো		উইলো
তিলতিলের মা		ওক্
তিলতিলের পিতা		বীচ
তিলতিলের ঠাকুমা	মৃত	আইভি
তিলতিলের ঠাকুর্দা	মৃত	দেবদারু
তিলতিলের ছোট ছোট ভাই বোন	মৃত	এলম্
প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা		সাইপ্রেস্
প্রতিবেশিনী বালিকা		ষাঁড়
তিলতিলের কুকুর—টাইলো		শুয়োর
মিতিলের বিড়াল—টাইলেট্		ভেড়া
রুটি		ঘোড়া
চিনি		নেকড়ে
আগুন		রাত্রি
জল		মহাকাল
দুধ		নীলশিশুগণ

বিলাসিগণ, সুখ ও আনন্দগণ, ভূতগণ, আধি-ব্যাধিগণ ইত্যাদি।

নীল পাখী

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—কাঠুরিয়ার গৃহ

[রঙ্গমঞ্চ—একজন কাঠুরিয়ার আবাস-কুটীর। কুটীরের অভ্যন্তর সাদাসিধা কিন্তু দারিদ্র্যসূচক নয়। চুলার ভিতর কাঠের আগুন নিবিয়া যাইতেছে। রান্নার বাসন প্রভৃতি সাজানো। একটা আলমারী, সিন্দুক, ঘড়ি, চরকা, জলের কল—আরো এই রকম সব জিনিস। টেবিলের উপর একটা আলো জলিতেছে। আলমারীর পায়ার কাছে একটা কুকুর এবং একটা বিড়াল লেজের নীচে নাক গুঁজিয়া তাল পাকাইয়া ঘুমাইয়া আছে। কুকুর ও বিড়ালের মাঝখানে নীল ও সাদা রঙের বড় একখানা চিনির রুটি। দেওয়ালে লট্‌কানো একটা গোল খাঁচার ভিতর একটা ঘুঘু। পেছন দিকে দুটো জানালা; খড়খড়ি ভিতর হইতে বন্ধ। একটা জানালার নীচে একটা টুল। বাঁ দিকে দরজা, এইটাই ঘরে ঢুকিবার পথ। ডান দিকে আর একটা দরজা, একটা মই। ডানদিকে ছোট ছোট দুটো শয্যা। শয্যার শিয়রে দুটো চৌকি। চৌকির উপর কতকগুলো পোষাক সযত্নে ভাঁজ করিয়া রাখা। তিলতিল ও মিতিল নিজ নিজ শয্যায় গভীর নিদ্রামগ্ন।

মাতা ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাদের বুকের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলেন, তাহারা ঘুমাইতেছে। তিনি ইঙ্গিতে পিতাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন এবং পা টিপিয়া ডানদিকের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় আলোটা নিবাইয়া দিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ হইবামাত্র আলোটা আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠিল। তিলতিল ও মিতিল যেন জাগিয়া উঠিয়া বসিল।]

তিলতিল

মিতিল ?

মিতিল

তিলতিল ?

তিলতিল

ঘুমোলে নাকি

মিতিল

আর তুমি ?

তিলতিল

না ; ঘুমোব যদি তো কথা কইচি কি করে ?

মিতিল

আজ কি ক্রীশ্‌মাস্‌ পরবের দিন ?

তিলতিল

আজ না ; কাল। কিন্তু ক্রীশ্‌মাস্‌ এ-বছর আমাদের জন্যে কিছুই নিয়ে আসবে না।

মিতিল

কেন বল দেখি ?

তিলতিল

আমি শুনেছি, মা বল্‌ছিলেন তিনি আসবেন আসচে-বছরে।

মিতিল

আসচে-বছরের কি ঢের দেরী

তিলতিল

সে এখনো ঢের দেরী। তবে আজ রাত্রে তিনি ধনী ছেলে-মেয়েদের কাছে আসচেন।

মিতিল

সত্যি?

তিলতিল

হ্যাঁ। বা রে কি মজা! মা আলোটা নিবিয়ে দিতে ভুলে গেছেন। আমার মাথায় একটা ফন্দী এসেছে।

মিতিল

কি ফন্দী?

তিলতিল

এস, আমরা উঠে পড়ি।

মিতিল

না, না।

তিলতিল

কেন, এখানে কেউ তো নেই। খড়খড়িগুলো দেখতে পাচ্ছ?

মিতিল

হ্যাঁ, কি চমৎকার আলো আসচে!

তিলতিল

ওই তো উৎবের আলো!

মিতিল

কোন্ উৎসব?

তিলতিল

ওই সামনে যে-সব ধনী ছেলে আছে তাদের বাড়ীতে উৎসব। জানলা খুলে ফেলি?

মিতিল

খুলতে পারবে ?

তিলতিল

আলবৎ পারব। এখানে কে আছে যে বারণ করবে ? গান শুনতে পাচ্ছ ? এস, উঠে পড়ি।

(দুইজনে উঠিয়া জানালার কাছে গেল এবং একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া জানালা খুলিল। উজ্জ্বল আলোকে ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল। ছেলে-মেয়ে দুটি মুগ্ধ নেত্রে বাহিরটা দেখিতে লাগিল।)

তিলতিল

সমস্তই দেখা যাচ্ছে !

মিতিল

(টুলের উপর দাঁড়াইবার একটু জায়গাও সে পায় নাই।) আমি দেখতে পাচ্ছি নে।

তিলতিল

ঐ বরফ পড়্ছে! দুখানা গাড়ী আসছে, তাতে ছ-ছটা করে ঘোড়া জোতা !

মিতিল

গাড়ীর ভেতর থেকে বারোটি ছোট্ট ছেলে বেরুল !

তিলতিল

দূর বোকা ! ছেলে নয়, সবগুলিই ছোট ছোট মেয়ে।

মিতিল

ওদের সব পাজামা পরা।

তিলতিল

তুমি কিছুই জান না ; আহা-হা, অমন করে ধাক্কা দিয়ো না।

মিতিল

তোমায় ছুঁলুম কখন্ ?

তিলতিল

(সমস্ত টুলখানি সে দখল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।) তুমি সমস্ত জায়গাটাই যে দখল করেছ!

মিতিল

বা রে! আমি একটুও জায়গা পাচ্ছি না, দাঁড়াতে।

তিলতিল

এখন তবে চুপ কর। ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছি!

মিতিল

কি গাছ?

তিলতিল

কেন, ওই যে ক্রীশমাস্ গাছে কত সব খেলনা আর খাবার ঝুলোনো রয়েছে। তুমি তো কেবল দেওয়াল দেখ্‌ছ।

মিতিল

কি করব, আমি যে দাঁড়াবার মোটেই জায়গা পাচ্ছি নে।

তিলতিল

(মিতিলকে সামান্য একটু জায়গা ছাড়িয়া দিল।) ওই দেখ। এবার হয়েছে তো? এবার তুমি আমার চেয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়িয়েছ। ও কত আলো!

মিতিল

ওরা অত শব্দ করছে কিসের?

তিলতিল

ওরা হল বাজন্‌দার।

মিতিল

ওরা কি রেগেছে?

তিলতিল

না, রাগবে কেন? ও বড় মেহনতের কাজ।

মিতিল

ওই আর একটা গাড়ী এল; এর ঘোড়াগুলো সব সাদা!

তিলতিল

চুপ, কথা কয়ো না! শুধু দেখে যাও!

মিতিল

ওই সোনার মতো জিনিষগুলো কি, বল তো? ওই যে গাছের ডালে ঝুলছে?

তিলতিল

ওগুলো? ওঃ, ওগুলো খেলনা নিশ্চয়। দেখ্‌চ না, ঐ সব তলোয়ার, বন্দুক, সেপাই, কামান।

মিতিল

আর পুতুল? পুতুল আছে কি না বল?

তিলতিল

হ্যাঁ,—পুতুল আবার একটা জিনিষ না কি? পুতুলে কোন মজা নেই।

মিতিল

আর টেবিলের চারদিকে সাজানো রয়েছে, ওগুলো কি?

তিলতিল

ওগুলো সব মেঠাই, ফল, সরপুরিয়া।

মিতিল

আমি যখন খুব ছোট ছিলুম, একবার খেয়েছিলুম।

তিলতিল

আমিও খেয়েছিলুম—রুটীর চেয়ে ঢের ভাল খেতে, না?

মিতিল

হ্যাঁ, অনেক ওখানে রয়েছে; ঐ যে। সমস্ত টেবিল একেবারে ভরা। সবগুলোই কি ওরা খাবে?

তিলতিল

আমি তিন্‌-চারে বারোটা পেয়েছি—তা থেকে তোমাকেও কিছু দেব।

(দরজায় কে ঘা দিল।)

তিলতিল

(ভীত হইয়া চুপ করিল।) কে ও?

মিতিল

নিশ্চয় বাবা!

[তাহারা দরজা খুলিতে ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ করিয়া হুড়কোটা আপনা আপনি খুলিয়া দরজার কপাট অর্দ্ধেক ফাঁক হইয়া গেল এবং লাল টুপি মাথায় ও সবুজ পোষাক পরা এক বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে ক্ষীণদৃষ্টি ও খোঁড়া এবং তাহার পিঠে একটা কুঁজ। তাহার নাক আর থুত্‌নি মিলিত হইয়াছে। একটা লাঠিতে ভর দিয়া সে নত হইয়া চলিতেছিল। চেহারা যেমনই হোক, সে একজন পরী।]

পরী

তোমাদের এখানে কি এমন ঘাস আছে যা গান করে, আর এমন পাখী আছে যার রঙ নীল?

তিলতিল

ঘাস এখানে কয়েক রকমের আছে, কিন্তু তারা তো কৈ গান করে না!

মিতিল

তিলতিলের একটি পাখী আছে।

তিলতিল

সে পাখীটা কিন্তু আমি দিতে পারব না।

পরী

কেন?

তিলতিল

কারণ, সে পাখীটা আমার।

পরী

একটা কারণ বটে। তা, কোথায় সে পাখীটি ?

তিলতিল

(খাঁচাটা দেখাইয়া) ঐ খাঁচার ভেতর।

পরী

(পাখীকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চসমা চোখে দিয়া). এটা আমি চাই না ; এটা তো তেমন নীল না। দেখ, তোমাদের এক কাজ করতে হবে। আমি যে রকম পাখী চাই, ঠিক সেই রকমটি তোমাদের খুঁজে আনতে হবে।

তিলতিল

কিন্তু সে রকম পাখী কোথায় আছে, আমি তো জানিনে।

পরী

আমিও জানিনে। আর সেই জন্যেই তো খুঁজতে হবে। যে ঘাস গান করে, তা না পেলেও আমার চল্‌বে, কিন্তু নীল পাখীটা আমার চাই-ই। ওটা আমার ছোট মেয়েটির জন্যে দরকার। তার বড্ড অসুখ কি না !

তিলতিল

তার কি হয়েছে ?

পরী

কি হয়েছে ঠিক জানিনে। সে সুখী হতে চায়।

তিলতিল

সত্যি ?

পরী

আমাকে চেনো তোমরা ?

তিলতিল

আমাদের পাড়ার বারুণী ঠাকরুণের মতো অনেকটা তোমায় দেখ্‌তে।

পরী

(হঠাৎ রাগিয়া) কখ্‌খনো না ! তার সঙ্গে আমার একটুও মিল নেই। এমন কথা আমায় বল! অসহ্য! আমি কে, জানো আমি হচ্চি পরী বরুণা।

তিলতিল

সত্যি ? তা বেশ! বেশ!

পরী

শোন, তোমাদের এখনি যেতে হবে।

তিলতিল

তুমিও সঙ্গে যাবে তো ?

পরী

না, আমার যাওয়া হতে পারে না। আমার হাতে গেরস্থালীর অনেক কাজ। দেখ, তোমরা কোন্ পথে যাবে ? ছাদের পাশ দিয়ে, না, চিমনির ভিতর দিয়ে, না, জানলা দিয়ে ?

তিলতিল

(সভয়ে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) আমি ঐ দিক দিয়ে যাব।

পরী

(আবার হঠাৎ রাগিয়া) না, না, সে একেবারে অসম্ভব। ও একটা বদ অভ্যেস। (জানালা দেখাইয়া) আমরা ঐ দিক দিয়ে বেরোবো। কেমন ? কি ভাবচ ? শীগ্‌গির্ তাহলে সাজ-গোজ করে নাও।

(তিলতিল ও মিতিল তাড়াতাড়ি কাপড় পরিল।)

তিলতিল

আমাদের জুতো নেই।

পরী

তাতে কিছু এসে যায় না। একটি ছোট টুপি তোমাদের আমি দেব। আচ্ছা, তোমাদের বাবা আর মা কোথায়?

তিলতিল।

(ডান দিকের দরজা দেখাইয়া) ওখানে! তাঁরা ঘুমোচ্ছেন।

পরী।

আর তোমাদের ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুমা?

তিলতিল

তাঁরা মরে গেছেন।

পরী

ছোট ভাই, ছোট বোনেরা? তোমাদের আর ভাই-বোন আছে?

তিলতিল

হ্যাঁ, তিনটি ছোট ভাই।

মিতিল

আর চারটি ছোট বোন।

পরী

তারা কোথায়?

তিলতিল

তারাও সব মরে গেছে।

পরী

তাদের সবাইকে তোমাদের দেখতে ইচ্ছা হয়?

তিলতিল

তা আর হয় না? খুব ইচ্ছা হয়! কোথায় তারা, এখনি দেখাও।

পরী

আমি কি তাদের ঝুলির ভেতরে করে এনেছি যে এখনি দেখাব? তবে দেখতে পাবে। যখন স্মৃতির দেশের ভেতর দিয়ে তোমরা যাবে, তখন তাদের সকলেরই দেখা পাবে—ঐ হোল নীল পাখীর রাস্তা। আচ্ছা, আমি যখন দরজায় ঘা মারি, তখন তোমরা কি করছিলে?

তিলতিল

আমরা দু'জনে মেঠাই-খাওয়া খেল্‌ছিলুম।

পরী

তোমাদের কাছে মেঠাই আছে? কৈ, দেখি?

তিলতিল

ওই যে ওখানে—ধনী ছেলেদের বাড়ীতে, দেখবে? ঐ দেখ কি সুন্দর! (পরীকে দরজার কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া দেখাইল।)

পরী

(জানালার কাছে গিয়া) যারা খাচ্চে ওরা তো সব অপর লোক।

তিলতিল

হ্যাঁ, ওরা খাচ্চে, আর আমরা দেখছি।

পরী

ওদের উপর রাগ হচ্ছে না?

তিলতিল

রাগ হবে কেন?

পরী

সব গুলোই ওরা খেয়ে ফেল্লে? তোমাদের একটাও দিলে না? এ ওদের ভারী অন্যায়!

তিলতিল

অন্যায় মোটেই না; আমাদের কেন দেবে? ওরা যে খুব ধনী। বাঃ, ও বাড়ীর জিনিস কেমন সুন্দর!

পরী

তোমাদের এ বাড়ীর চেয়ে সুন্দর নয়।

তিলতিল

ইস্! এখানটা তো অন্ধকার, একরত্তি, আর এখানে একটাও মেঠাই নেই।

পরী

ও জায়গাটা যেমন, এখানটাও ঠিক তেমনি; কেবল তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

তিলতিল

কেন, আমি তো বেশ দেখতে পাচ্ছি; আমার চোখ খুব ভাল। আমি ঐ দূরের গির্জ্জার ঘড়িতে কটা বেজেছে দেখতে পাই, মা-বাবা দেখতে পান না।

পরী

(হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া) আমি বলছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ না! আমায় দেখছ তো? বল তো আমি কি রকম দেখতে? (তিলতিল চুপ করিয়া রহিল) বল, জবাব দাও। আমি জানতে চাই, তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ কি না? আমি দেখতে সুন্দর, না বিশ্রী? জবাব দিচ্ছ না যে? বলি, আমি কি দেখতে বুড়ী? তুমি হয়তো বলে বসবে, আমার পিঠে একটা মস্ত কুঁজ আছে—বল বল—

তিলতিল

(আমৃতা আমৃতা করিয়া) না, বেশী তো বড় নয়!

পরী

হাঁ গো হাঁ; তোমার মত অনেকেই এটাকে মস্ত বড় দেখবে। আচ্ছা, আমার নাকটা কি খুব উঁচু, আর আমার একটা চোখ কি ফুটো?

তিলতিল

না, না, আমি তা বলছি নে। কিন্তু কে ফুটো করে দিয়েছে?

পরী

(অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) ওরে, হতভাগা ছেলে, চোখটা আমার ফুটো, কে বললে? দেখছ না, এটা অন্যটার চেয়ে আরো সুন্দর, আরো বড়, আরো পরিষ্কার, আকাশের মতো নীল। আর আমার চুলগুলি কি রকম দেখছ তো? ঠিক কাঁচা সোনার মতো। এত বেশী চুল যে, তার দরুণ আমার মাথাটা ভারী ঠেকে; এক গোছা আমার হাতে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ?

তিলতিল

পাচ্ছি বৈ কি—খুব পাতলা। ক' গাছা সাদা সুতোর মতো।

পরী

(ক্রুদ্ধ হইয়া) ক' গাছা! বল, চুলের আঁটি, চুলের গোছা—ঠিক যেন সোনার ঢেউ! আমি বেশ জানি, কতকগুলো লোক বলবে, তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তুমি বোধ হয় সেই পাজী অন্ধ লোকগুলোর মতো একজন নও?

তিলতিল

না, না। যা লুকানো থাকে না, তা আমি বেশ দেখতে পাই।

পরী

মানুষগুলো কেমন এক অদ্ভুত রকমের! পরীদের মৃত্যুর পর থেকে, তারা কেউ কিছুই দেখতে পায় না। আরো যে জিনিস

আছে, সে খেয়াল পর্য্যন্ত করে না। ভাগ্যি আমার কাছে এমন সব জিনিস সর্ব্বদাই থাকে, যা দিয়ে আমি আবার চোখ খুলে দিতে পারি। আচ্ছা, আমি ঝুলির ভেতর থেকে কি বার করছি বল তো?

তিলতিল

বাঃ, বেশ সুন্দর একটা সবুজ টুপি! আচ্ছা, টুপির চূড়োয় জ্বলছে ওটা কি?

পরী

একটা বড় হীরে। এতে সব ঠিক ঠিক দেখতে পাওয়া যায়।

তিলতিল

সত্যি?

পরী

হ্যাঁ, টুপিটি মাথায় পরে হীরেটিকে একটুখানি ঘুরিয়ে দাও; ডান দিক থেকে বাঁ দিকে—এই এমনি করে—বুঝতে পারছ? আর তার পরেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখ খুলে যাবে।

তিলতিল

সত্যি?

পরী

আর চারিদিক অমনি অদ্ভুত রকম বদলে যাবে। তখন প্রত্যেক জিনিসের ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পাবে। রুটি, চিনি—এদেরও সব প্রাণ আছে, দেখবে।

তিলতিল

রুটির চিনির প্রাণ আছে? যা আমরা খাই? আর তা চোখে দেখা যাবে?

পরী

(রুক্ষ হইয়া) নিশ্চয়! দেখ, আমি বাজে প্রশ্ন ভালবাসি নে। আমার কাছে যা আছ, সব তোমায় দিলুম। তুমি নীল পাখীর সন্ধানে যাচ্ছ, এ সব তোমার খুব কাজে লাগবে। তবে উড়ন্ত গালচে আর আংটি—যে আংটি হাতে দিলে একেবারে অদৃশ্য হওয়া যায়—এ দুটি তোমাদের দিতে পারলে আরো ভাল হো'ত, কিন্তু যে বাক্সে সেগুলি আছে, তার চাবি হারিয়ে ফেলেছি। ওহো, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি। (হীরকটা দেখাইয়া) দেখ, এই রকম করে ধরে একবার একটু ঘোরালে সমস্ত অতীতকে দেখতে পাবে—আরো একটু এমনি ভাবে ঘোরালে ভবিষ্যৎকে দেখবে। এটি ভারি আশ্চর্য্য আর খুব কাজের, অথচ একটুও শব্দ করে না।

তিলতিল

বাবা কিন্তু এটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন।

পরী

তিনি দেখতে পাবেন না ; যতক্ষণ তোমার মাথায় ওটা আছে, কেউ তোমায় দেখতে পাবে না। একবার পরখ করে দেখবে ? (সবুজ টুপিটি তিলতিলের মাথায় পরাইয়া দিল) এইবার হীরেটি ঘুরিয়ে দাও, আর একটু !—ব্যস্ !

[তিলতিল হীরকটি ঘুরাইবামাত্র প্রত্যেক জিনিষ অদ্ভুত রকমে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বৃদ্ধা পরী তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব সুন্দরী হইয়া উঠিল। গৃহ-দেওয়ালের অপরিষ্কার পাথরগুলো মণি-মাণিকের মতো ঝলমল্ করিতে লাগিল। গৃহের সামান্য আসবাব-পত্র সজীব হইয়া উঠিল। দেওয়ালের গায়ে ঘড়ির মুখটা চোখ্ মেলিয়া হাসিতে লাগিল এবং দোলকের দরজা খুলিয়া প্রহর-ঘণ্টাগুলো একে একে বাহিরে আসিতে লাগিল ও পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া সুমধুর বাদ্যের তালে-তালে নাচিতে সুরু করিল।]

তিলতিল

(প্রহর-ঘণ্টাগুলিকে দেখিয়া বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল) এই সুন্দরীগুলি কে ?

পরী

ভয় পেয়ো না ; ওরা তোমাদের জীবনের ঘণ্টা-প্রহর। ওরা ছাড়া পেয়ে এক মুহূর্তের জন্যও যে তোমাদের দৃষ্টি-পথে আসতে পেরেছে, এইতে ভারি খুসী হয়েছে।

তিলতিল

দেওয়াল এমন চক্‌চকে হয়ে উঠ্‌ল কেন ? ওগুলো চিনির তৈরী, না পাথরের, না মণি-মাণিকের ?

পরী

সব পাথরই সমান, আর সব পাথরই মণি-মাণিক, কিন্তু মানুষ এর ভেতর কতকগুলিই দেখতে পায়।

[এদিকে ইহাদের এই রকম কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ওদিকে গৃহের মধ্যে অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ঘটিতেছিল। পাউরুটিগুলো ছোট ছোট মানুষের আকার ধারণ করিয়া আঁটা-সাঁটা পোষাক পরিয়া হামাগুড়ি দিয়া সিন্দুক হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল এবং টেবিলের উপর নর্ত্তন-কুর্দ্দন আরম্ভ করিয়া দিল। ইতিমধ্যে 'আগুন' হল্‌দে এবং সিঁদুরে রঙের পোষাক পরিয়া রুটিগুলার উপর আসিয়া পড়িল এবং আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাদের পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিল।]

তিলতিল

এই সব কুৎসিত ছোট্ট মানুষগুলো কারা ?

পরী

ওরা ? ওরা হল সব রুটির আত্মা। এতদিন সিন্দুকের ভেতর খুব শক্ত ভাবে আটক ছিল, এখন স্বাধীন হবার সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

তিলতিল

আর ওই লাল রঙের প্রকাণ্ড লোকটা ? গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ !

পরী

চুপ, চুপ ! অত চেঁচিয়ো না, ও হোল আগুন, বড় ভয়ানক লোক।

[এই সকল কথাবার্ত্তার মধ্যেও কিন্তু ইন্দ্রজালের বিরাম ছিল না। কুকুর এবং বিড়ালটা এতক্ষণ আলমারীর পায়ার নীচে চুপ করিয়া শুইয়াছিল; হঠাৎ ইহারা চীৎকার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ইহাদের স্থলে দুজন লোককে দেখা গেল। ইহাদের একজনের মুখ কুকুরের মতো এবং অপরের মুখ বিড়ালের মতো। কুকুর-মুখো লোকটা (ইহাকে আমরা এবার শুধু 'কুকুর' বলিব) আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিলতিলের কাছে ছুটিয়া আসিল ও লম্ফ-ঝম্প করিয়া নানা প্রকার সোহাগ জানাইতে লাগিল। কিন্তু বিড়াল-মুখো লোকটা (ইহাকে আমরা এবার শুধু 'বিড়াল' বলিব) সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না। সে আপন মনে চুল আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গোঁফে তা দিতে দিতে মিতিলের কাছে গেল।]

কুকুর

(আনন্দে লাফালাফি করিতে করিতে) ওগো আমার প্রিয় দেবতা, তোমায় প্রণাম ! আমার আরাধ্য, আমার প্রিয়তম, তোমায় প্রণাম ! কি সৌভাগ্য ! এতদিনের পর আমার কথা বলবার শক্তি হয়েছে। আমার কত কথা আছে তোমায় বল্‌বার। আমি এতদিন শুধু লেজ নেড়ে, ভৌ ভৌ করে, আমার মনের ভাব তোমায় জানিয়েছি, কিন্তু তুমি কিছুই বোঝ নি। আর এখন ! আঃ, কি আনন্দ ! প্রিয়তম, আবার তোমায় প্রণাম ! আমি তোমায় কত ভালবাসি ! তুমি কি এখন আমার দু-একটা খেলা দেখতে চাও ? আমি কি পেছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে নাচব, না, সুমুখের পায়ের উপর ভর দিয়ে ডিগ্‌বাজি খাব ?

তিলতিল

(পরীর প্রতি) কুকুরের মাথাওয়ালা এই ভদ্রলোকটি কে ?

পরী

দেখতে পাচ্ছ না ? এ তোমার প্রিয় কুকুর টাইলোর আত্মা ; একে তুমি মুক্ত করে দিয়েছ।

বিড়াল

(মিতিলের নিকট গিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া অতিশয় আড়ম্বর ও কায়দার সহিত) নমস্কার, কুমারি! আজ তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে।

মিতিল

নমস্কার মশায়! (পরীর প্রতি) এ কে ?

পরী

দেখছ না ? তোমার প্রিয় বিড়াল টাইলেট তোমাকে অভ্যর্থনা করছে! যাও, ওকে চুমু খাও।

কুকুর

(বিড়ালকে ঝাঁকানি দিয়া) আমিও! আমি আমার প্রিয়-দেবতাকে আলিঙ্গন করেছি। মেয়েটিকেও আলিঙ্গন করছি। বাঃ, আজ কি মজা! টাইলেটকে ভয় দেখাই, ভ্যো-ঔ, ভ্যো-ঔ, ভ্যো-ঔ!

বিড়াল

মশায়, আমি আপনাকে চিনি না।

পরী

(ছড়ি উঠাইয়া কুকুরকে শাসাইলেন) চুপ কর বলছি ; নইলে এমন পিট্‌ব যে মুখ একেবারে বন্ধ করে দোব।

[ঘরের কোণে চরকাটা বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল এবং উজ্জ্বল আলোক-রশ্মির সূতা কাটিতে লাগিল। আর এক কোণে জলের

নলটা হঠাৎ উচু সুরে গান ধরিয়া দিল। নলের মুখ হইতে বিচিত্র ধারায় নির্ঝরিণী বাহির হইয়া চারিদিকে মণি-মুক্তা ছড়াইতে লাগিল এবং ইহার মধ্য হইতে জলের আত্মা আলুলায়িত কেশে, সিক্ত বসনে বাহির হইয়া আসিল। ইহার চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত। সে তৎক্ষণাৎ আগুনের সহিত লড়াই বাধাইয়া দিল।]

তিলতিল

কে এই মহিলাটি ?

পরী

ভয় নেই। এ হোল জলের আত্মা ; এই মাত্র নলের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

[দুধের পাত্রটা উল্টাইয়া গেল এবং টেবিল হইতে মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। যে দুধটা ছড়াইয়া পড়িল, তাহা হইতে এক শুভ্র লাজময়ী মূর্ত্তি বাহির হইল—সব তাতেই যেন তার ভয়।]

তিলতিল

কে ইনি ? এত ভয় পেয়েছেন !

পরী

এ হোল দুধ—আপনার পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলেছে।

[চিনির রুটিটা আলমারীর তলায় ছিল। সেটা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। শেষে তার কাগজের মোড়কটা ফাটিয়া গিয়া তাহা হইতে বাহির হইল সাদা-কালো রঙের আলখাল্লা-পরা এক হাঁদামুখো ভণ্ড। সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে মিতিলের দিকে অগ্রসর হইল।]

মিতিল

(সভয়ে) ও কি চায় ?

পরী

ভয় কি ? ও যে চিনির আত্মা।

মিতিল

ও! তাহলে ওর কাছে চিনির খাবার আছে?

পরী

যত চাও। ওর এক একটা আঙ্গুলই তো চমৎকার মিষ্টি!

[টেবিলের উপর হইতে হঠাৎ আলোকদানটা পড়িয়া গিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই মুহূর্ত্তে গৃহমধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর আবির্ভাব হইল। তাহার বেশভূষা চাকচিক্যময়। উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ আবরণে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত; সে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

তিলতিল

ইনিই হলেন রাণী!

মিতিল

আহা, যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

পরী

না, ইনি হলেন আলো!

(ইতিমধ্যে দরজায় কে সজোরে তিনবার ঘা দিল)

তিলতিল

(সভয়ে) ওই যা, বাবা আস্‌ছেন, সব টের পেয়েছেন।

পরী

হীরেটা ঘুরিয়ে ফেলো বাঁ-দিক থেকে ডাইনে।

(তিলতিল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হীরকটি ঘুরাইয়া দিল)

পরী

না, না, অত তাড়াতাড়ি না। কি সর্ব্বনাশ! সব মাটি! তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি করে ফেল্লে। এরা সব এখন তো আর সময় পাবে না, নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যেতে। এখন দেখছি, আমাদের বিস্তর অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

[পরী পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধা হইয়া গেল। দেওয়ালটা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি সাধারণ আকার ধারণ করিল। প্রহরগুলো একে একে ঘড়ির মধ্যে ফিরিয়া গেল। চরকা বন্ধ হইয়া গেল। অন্য সকলে নিজ নিজ আদিম অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু 'আগুন' বেচারী ঘরের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়াও নিজের চিমনি খুঁজিয়া পাইল না। একখানা 'রুটি' তাড়াতাড়ি নিজস্থান অধিকার করিতে গিয়া ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গেল, সে তখন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

পরী

কাঁদচো কেন? কি হয়েছে তোমার?

রুটি

আমি সিন্দুকের ভেতর যেতে পারি নি।

কুকুর

(সোল্লাসে) প্রিয়দেবতা, আমিও এখানে আছি! এখনও আমি কথা কইতে পারচি!

পরী

কি সর্ব্বনাশ! তুমিও আছ?

কুকুর

ফিরে যেতে দেরী হয়ে গেল। আমাদের খাঁচার দরজা বড্ড তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

বিড়াল

আমারও সেই দশা! এখন উপায়? কোন বিপদ হবে না তো?

পরী

তাহলে এবার সত্যি কথাটাই বলতে হলো। দেখ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তিলতিল আর মিতিলের সঙ্গে নীল পাখীর সন্ধানে যাবে, ভ্রমণের শেষে কিন্তু তাকে প্রাণ হারাতে হবে।

বিড়াল

(কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া) চল হে, আমরা খাঁচার মধ্যে গিয়ে ঢুকি।

কুকুর

না, না; আমি ওখানে আর যাব না! আমি আমার প্রিয়তমের সঙ্গে থাকব! তাহলে আমি সর্ব্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পাব!

বিড়াল

আহাম্মক কোথাকার!

(দরজায় বার বার ঘা পড়িতে লাগিল)

রুটি

(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি মরতে পারব না! আমি সিন্দুকের ভেতর ফিরে যাব, সেখানে ঠাসাঠাসি করে থাকি, সেও ভাল।

আগুন

(এতক্ষণ পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া রাগে গস গস্ করিতেছিল) আমি আমার চিমনিটা খুঁজে পাচ্ছি না যে!

জল

(নলের ভিতর প্রবেশ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল) আমি যে নলের ভেতর ঢুকতে পারছি নে!

পরী

হা ভগবান, এরা সব কি মূর্খ! যেমন মূর্খ, তেমনি ভীরু! দেখ, তাহলে- তোমরা জঘন্য খাঁচার মধ্যে, বাক্সের মধ্যে, নলের মধ্যে থাকতে চাও! অথচ এই ছুটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নীল পাখীর সন্ধানে যেতে রাজি নও?

সকলে

(কুকুর ও আলো ছাড়া) না, না; আমরা কেউ যাব না, আমরা আমাদের সাবেক জায়গায় ফিরে যেতে চাই!

পরী

(আলোর প্রতি) আর আলো! তুমি কি বল?

আলো

আমি এদেরি সঙ্গে যাব।

কুকুর

(আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া) আমিও,—আমিও যাব!

পরী

বেশ কথা। তা ছাড়া, এখন খুব দেরী হয়ে গেছে। তোমাদের সাবেক জাগয়ায় ফিরে যাবার পথও বন্ধ; কাজেই, তোমাদের সকলকে এদের সঙ্গে যেতেই হবে; কিন্তু আগুন, তুমি সাবধান, কারো কাছে ঘেঁসে এসো না। কুকুর, তুমি বিড়ালটাকে বিরক্ত কোরো না। আর জল, তুমি নিজেকে একটু ঠাণ্ডা-মেজাজে রেখো। যে-সে জায়গার উপর দিয়ে যেন দৌড় দিয়ো না।

(এবার দরজায় খুব জোরে ধাক্কা পড়িতে লাগিল)

তিলতিল

বাবা আবার উঠেছেন। এবার উনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, ঐ যে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্চি।

পরী

চল, আমরা জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সবাই তোমরা আমার বাড়ী চল। জন্তুগুলিকে আর জিনিষগুলিকে ঠিকমতো সাজ-গোজ পরাতে হবে। (রুটির প্রতি) রুটি, তুমি খাঁচাটা সঙ্গে নাও; এর ভিতরেই নীল পাখীকে রাখতে হবে। এটা

তোমারই জিম্মায় রইল। নাও, শীগ্‌গির নাও; আর সময় নষ্ট করা যায় না।

[জানলার ফাঁক্ হঠাৎ বাড়িয়া গেল—তার ভিতর দিয়া সকলে বাহির হইয়া পড়িল। জানলা আপনা-আপনি পূর্ব্বের ন্যায় আবার রুদ্ধ হইল। ঘর আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তিলতিল ও মিতিলের বিছানায় দুইটা ছায়া ঘনীভূত হইয়া রহিল। ডান-দিকের দরজা খুলিয়া তিলতিলের মাতা ও পিতা ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইলেন।]

পিতা

না, কিছু না,—ও শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

মাতা

ওদের কি দেখতে পাচ্চ?

পিতা

পাচ্চি বৈকি? ওরা অসাড়ে ঘুমুচ্চে।

মাতা

আমি ওদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্চি।

(দরজা পুনরায় বন্ধ হইল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—পরীর গৃহ

[পরী বেরীলুনের শ্বেতমর্ম্মর-রচিত সুদীর্ঘ সুসজ্জিত গৃহ। গৃহের উচ্চ ছাদ, থাম, বারান্দা, দেওয়াল স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত এবং চাকচিক্যময়।

বিড়াল, আগুন এবং চিনি খুব জমকালো পোষাক পরিয়া একটি উজ্জ্বল কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিড়াল রঙচঙে পোষাক পরিয়া এক জোড়া বুটজুতা পায়ে দিয়াছিল। আগুন রঙিন জামা গায়ে দিয়া তাহার উপর একটা সিঁদুরে রঙের আল্‌খাল্লা পরিয়াছিল। চিনি নীল ও সাদা রঙের একটা চমৎকার রেশমি পোষাক পরিয়াছিল।]

বিড়াল

এ দিকে। আমি এ বাড়ীর অন্ধি-সন্ধি সব জানি। দেড়ে-দাদা এই বাড়ীটা বেরীলুন্‌কে দিয়ে গেছেন, সে অনেক কথা; পরীর ছোট মেয়েটির সঙ্গে তিলতিল আলাপ করছে, আমরাও ততক্ষণ একটু কথাবার্ত্তা কয়ে নি, এস। দাসত্বের ফাঁসি গলায় পরতে আর বড় দেরী নেই। দেখ, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই। কি ভয়ানক অবস্থায় আমরা পড়েছি তা বুঝতে পারছ কি? এখানে সবাই আমরা উপস্থিত তো?

চিনি

সাবধান! টাইলো পোষাকের ঘর থেকে বেরুচ্ছে।

আগুন

সংসারে ওর থাকবার দরকার কি?

বিড়াল

একটা পদাতিকের পোষাক পরেছে দেখ্‌ছি। ঠিকই হয়েছে, খোসামুদে চাকর ছাড়া ও আর বেশী কিছুই নয়। আমরা থামের আড়ালে লুকোই এস। ওকে ভারি অবিশ্বাস করি আমি, যে সব কথা তোমাদের বলব, তা ওর না শোনাই ভাল।

চিনি

এখন আর লুকোনো মিছে, ও আমাদের দেখতে পেয়েছে ; ঐ দেখ, পোষাকের ঘর থেকে জলও বেরিয়ে আসছে। আহাহা, কি চমৎকারই মানিয়েছে!

(কুকুর এবং জল আসিয়া ইহাদের সহিত মিলিত হইল)

কুকুর

(আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে) দেখ, দেখ, আমায় কি সুন্দর মানিয়েছে! আমার পোষাকের কি চমৎকার সোনালি কাজ! এ সব সোনা, খাঁটি সোনা!

বিড়াল

তা বেশ ; কিন্তু এ সব বাজে কথার চেয়ে আমাদের ঢের বেশী দরকারি কথা আছে। রুটি কোথায় গেল? তারই জন্যে অপেক্ষা করছি যে! কোথায় সে?

কুকুর

এখনো সে পোষাকের ঘরে ; তার রকম যদি দেখতে! কোন্ পোষাকটা যে পরবে, তা ঠিক পাচ্ছে না।

আগুন

ঠিকই হয়েছে ; যেমন তার চেহারাখানি, তেমনি ভুঁড়িটি। দেখলেই মনে হয়, নিরেট আহাম্মক!

কুকুর

অনেকক্ষণ নাড়াচাড়ার পর একটা মুসলমানি পোষাক তার পছন্দ হোল, পোষাকটি কিন্তু বেশ দামী, মণি-মুক্তো দিয়ে সাজানো। একটা পাগড়ী আর একখানা তলোয়ারও সে পছন্দ করেছে।

বিড়াল

ওই যে, সে আসছে! এ তো দেখ্‌ছি দেড়ে-দাদার ভাল পোষাকটিই সে পরেছে।

[সুসজ্জিত হইয়া রুটি প্রবেশ করিল। একটা রেশমি জোব্বা তাহার বৃহৎ উদরের উপর ঝুলিতেছিল; মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী; এক হাতে তলোয়ার, অপর হাতে নীল পাখীর জন্য সেই খাঁচা।]

রুটি

(সদম্ভে পদক্ষেপ করিতে করিতে) কেমন? এবার আমায় কি রকম মানিয়েছে বল তো?

কুকুর

(রুটির চারিদিকে লাফাইতে লাফাইতে) আহা, একেবারে চমৎকার! যেন একটি আস্ত নিরেট! আহা, কি সুন্দর! কি চমৎকার!

বিড়াল

তিলতিল আর মিতিলের পোষাক পরা হয়েছে?

রুটি

হাঁ। তিলতিল পরেছে নীল কোট আর লাল পায়জামা। মিতিল পরেছে ভারি সুন্দর একটি ঘাগ্‌রা। কিন্তু যত মুস্কিল হয়েছে, আমাদের আলো-ঠাকরুণকে নিয়ে।

বিড়াল

কেন?

রুটি

পরী-ঠাকরুণ তাকে এতই সুন্দর দেখলেন যে তাকে কোন পোষাকই পরাতে চাইলেন না। আমি দেখলুম, মহা বিপদ। আমি তখন তাঁকে বল্লুম, আলো যদি কিছু না পরে, তাহলে কিন্তু তাকে নিয়ে আমি একসঙ্গে পথ চলতে পারব না।

আগুন

তাকে একটা ঢাক্‌নি পরিয়ে দিতে হয়!

বিড়াল

পরী তাতে কি বল্লেন?

রুটি

আমার কথায় ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে আমার পেটে মাথায় সপাসপ্‌ ছড়ি বসিয়ে দিলেন।

বিড়াল

তার পর?

রুটি

আমি অগত্যা চুপ্‌ করে গেলুম। কিন্তু শেষকালে আলোর মনে কি হোল, সে জ্যোছ্‌নার পোষাক পরতে রাজি হোল।

বিড়াল

থাক্; ও কথায় কাজ নেই। আমাদের শীগ্‌গির একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে; কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ বড় সুবিধের নয়। তোমরা শুনেছ, পরী বলেছেন, যে রাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও প্রাণ শেষ হয়ে যাবে। তাহলে এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, খুব দেরি করা, আর যে কোন উপায়ে হোক্ রাস্তাটাকে বাড়ানো। আমাদের নিজেদের জাতের স্বার্থ দেখতে

হবে তো। কিন্তু তাতে ছেলে-মেয়ে-দুটির অদৃষ্টে কি ঘটবে, সেটাও ভাবা চাই।

রুটি

হাঁ, হাঁ; শোন, বেড়ালমশাই ন্যায্য কথাই বলেছেন!

বিড়াল

থাম, ব্যস্ত হয়ো না! আমাদের যে আত্মা আছে, অর্থাৎ আমরা জানোয়ার আর জিনিষ-পত্তর হলেও যে কথা কইতে পারি, আর আমাদের বোধ-শোধ আছে, মানুষ এখনো তা টের পায় নি। আর টের পায় নি বলেই আমাদের একটু-আধটু স্বাধীনতা এখনো তবু আছে। কিন্তু যে দিন সে নীল পাখীর সন্ধান পাবে, সেদিন সমস্তই জেনে ফেলবে; আর আমাদেরও চিরকালের জন্য তাদের গোলাম হয়ে থাকতে হবে। এ কথা আমি এতদিন জানতুম না। আমার প্রিয় বন্ধু রাত্রি, জীবন-রহস্যের সেও একজন প্রহরী কি না, সে-ই আমাকে একটু আগে এ সব বাত্‌লে দিলে। এখন আমাদের উচিত হচ্ছে, নীল পাখীর সন্ধানে সাধ্যমত বাধা দেওয়া। এতে যদি তিল্‌তিল আর মিতিলের প্রাণ যায়, তবে তাতেও আমাদের হট্‌লে চলবে না।

কুকুর

(সক্রোধে) কি! বলছিস্ কি তুই! আবার বল্ তো শুনি, বল্ না, থেমে গেলি কেন? বল্, বল্!

রুটি

চুপ্, চুপ্! তোমার তো কথা কইবার পালা নয়! আমি হচ্ছি এই সভার সভাপতি। আমি বারণ করছি, চুপ্ কর।

আগুন

কারা তোমায় সভাপতি করেছে?

জল

(আগুনের প্রতি) চোপ্‌রও বলছি! তুমি কথা কইবার কে?

আগুন

আমার যা খুসী তাই বলব, তুমি বাধা দেবার কে?

চিনি

মাপ করবেন মশাইরা, এখন ঝগড়া করবার সময় নয়। বিষয়টি গুরুতর; কি উপায় করা যাবে, সেটা এখনি ঠিক করে ফেলা দরকার।

রুটি

চিনি আর বেড়াল-মশাই যা বল্লেন, আমি তা খুব অনুমোদন করি।

কুকুর

আমি করি না। এ রকম কথা বাতুলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যখন আছে, তখন সবই তো আছে! এর উপর আবার কি চাই? আমরা তাকে মান্য করে চলব, সে যা বলবে, তাই শুনব—তাহলেই তো সব হলো! আমি তো তাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি নে! মানুষই চিরকাল থা[illegible]ক্। জীবনে মানুষ, মরণে মানুষ,—সব রকমে, সব অবস্থায় [illegible]নুষ! মানুষই ভগবান!

রুটি

ঠিক বলেছ তুমি। আমারও এই মত।

বিড়াল

(কুকুরের প্রতি) কিন্তু তোমার এ সব কথার যুক্তি দেখাও!

কুকুর

যুক্তি! যুক্তি আবার কিসের! আমি মানুষকে ভালবাসি এই-ই যথেষ্ট! তোমায় বলে রাখছি টাইলেট্, মানুষের বিরুদ্ধে যদি সামান্য কিছু করতে যাও, তাহলে আগে তোমার টুঁটি টিপে ধরবো, তার পর তখনই গিয়ে তাকেঁ আমি সব বলে দেব।

চিনি

(ধীরভাবে বাধা দিয়া) আমায় মাফ করবেন। এ রকম কটুকাটব্য করাটা আমি ঠিক মনে করি না। কোন কোন বিষয়ে আপনারা দুজনেই ঠিক বলছেন। আপনাদের দুজনের কথাই বিচার করে দেখতে হবে।

রুটি

চিনি ঠিক বলেছে। দুজনের কথাই বিচার করে দেখতে হবে।

বিড়াল

আমরা সকলেই কি অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করছি না? আমরা সকলেই—জল, আগুন, রুটি, চিনি তুমিও, টাইলো তুমিও—বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, সকলেই কি আমরা মানুষের ক্রীতদাস হয়ে পড়ি নি? মনে কর দেখি, সেই সময়ের কথা, যখন মানুষের এতখানি দম্ভ ছিল না, প্রভুত্ব ছিল না—তখন আমরা পৃথিবীতে কি রকম অবাধে, স্বেচ্ছামত ঘুরে বেড়াতুম! আগুন আর জল তখন জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল, এখন তাদের দুর্দ্দশা দেখ। আমাদের অবস্থাটাও ভাবো! দুর্দ্দান্ত বন্য-পশুর বংশধর আমরা, আমাদের,—এই চুপ, চুপ, ওরা আসছে, সাবধান হয়ে যাও, দেখাও যে আমরা কিছুই করছি না। আলো আর পরী এদিকে আসছে, আলো মানুষের সঙ্গ নিয়েছে, আলো হোল আমাদের চির শত্রু। এই যে ওরা এসে পড়ল।

[বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বেশে পরী, পশ্চাতে আলো এবং তিলতিল ও মিতিল প্রবেশ করিল।]

পরী

কি হচ্ছে সব? ওই কোণটিতে বসে তোমরা কি সব গুজ্ গুজ্ করছ? দেখে মনে হচ্ছে, কোন ফন্দী আঁটছ। ওঠো সব, এখনই তোমাদের বেরুতে হবে। আমি ঠিক করলুম যে, আলো তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমায় তোমরা যে-রকম মান্য কর, ওকেও সেই রকম ক'রো। আমি আমার ছড়ি-গাছটি তাকে দিচ্ছি। তিলতিল-মিতিল আজ সন্ধ্যাবেলায় তাদের ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তোমরা পিছনে থেকো। তারা আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কাটাবে, সেই সময় তোমরা কালকের জন্য সব যোগাড়-যন্ত্র করে নিয়ো, কাল অনেক পথ হাঁটতে হবে। এস, আর বসে থেকো না, এখন যে-যার কাজে তৎপর হও।

বিড়াল

(ন্যাকামির সহিত) মা-ঠাকরুণ, ঠিক এই কথাটাই আমি এদের এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলুম। নিজেদের প্রত্যেক কাজটি বেশ বিবেচনা-মত নির্ভয়ে করে যাবার জন্য, এদের আমি উৎসাহ দিচ্ছিলুম, কিন্তু আপশোষ এই যে, কুকুর কেবল আমার কি কথায় বাধা দিচ্ছিল, আর—

কুকুর

কি? কি বল্লি তুই? দাঁড়া তো—

[বিড়ালের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল; তিলতিল পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ধমক দিল নিবৃত্ত করিল।]

তিলতিল

খবরদার টাইলো! ধরলে আর রক্ষে রাখবো না!

কুকুর

তুমি জান না ; ও নিজেই তো—

তিলতিল

(ধমক দিয়া) চুপ্‌, কোন কথা শুনতে চাই নে।

পরী

ব্যস্‌, হয়েছে। তিলতিল, আজকের মত তুমি খাঁচাটা রুটির কাছ থেকে নাও। অতীতের মধ্যে অর্থাৎ তোমার ঠাকুর্দ্দার ওখানে হয়ত নীলপাখীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যখন যেতেই হবে, তখন হুঁসিয়ার থাকা ভাল। আচ্ছা, আমরা সব এই দিকে যাব এবার। (তিলতিলের প্রতি) তোমরা ওই দিক দিয়ে যাও।

তিলতিল

(উদ্বিগ্নভাবে) আমরা দুটি ভাই-বোনেই শুধু যাব তাহলে ?

মিতিল

আমার খিদে পেয়েছে।

তিলতিল

আমারও।

পরী

(রুটির প্রতি) দেখছো কি ? জোব্বা খুলে তোমার গা থেকে দাওনা দু-টুক্‌রো কেটে !

[রুটি তলোয়ার বাহির করিয়া নিজ পাকস্থলী হইতে দুইটা টুক্‌রা কাটিয়া তিলতিল ও মিতিলকে খাইতে দিল।]

চিনি

(অগ্রসর হইয়া) আমিও এই সঙ্গে চিনির দু-এক টুক্‌রো তোমাদের দিচ্ছি।

[সে অমনি নিজের বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল খট্ খট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া তিলতিল ও মিতিলকে দিল।]

মিতিল

আহা, হা—করলে কি! ও নিজের সব আঙ্গুলগুলোই ভেঙ্গে ফেল্লে!

চিনি

খেয়ে দেখ, ভারি চমৎকার। এ গুলি খাঁটি চিনির তৈরী।

মিতিল

(একটি খাইয়া) ভারি চমৎকার! এ রকম কি তোমার অনেক আছে?

চিনি

(নম্রভাবে) আছে। আমি যত ইচ্ছে পেতে পারি।

মিতিল

যখন ভেঙ্গে ফেলো, তখন কি তোমার বড্ড লাগে?

চিনি

একটুও না; ভেঙ্গে ফেল্লে বরং লাভ আছে; তখনি আবার নতুন আঙ্গুল গজিয়ে ওঠে; এতে আমি সর্ব্বদা পরিষ্কার নতুন আঙ্গুল পাই।

পরী

বেশী খেয়ো না। মনে থাকে যেন তোমাদের ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যা বেলায় খেতে হবে।

তিলতিল

তাঁরা কি এখানেই আছেন?

পরী

এখনি তাঁদের দেখবে।

তিলতিল

তাঁরা ত মরে গেছেন, তবে তাঁদের দেখব কি করে ?

পরী

তোমাদের স্মৃতির মধ্যে যখন তাঁরা রয়েছেন, তখন মরতে পারেন না। মানুষের জ্ঞান এত অল্প যে, এই রহস্যটুকু তারা বোঝে না। যাই হোক্, এই হীরেটির গুণে দেখবে যে, তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন, যাঁদের কথা তোমাদের মনে আছে, সবাই তাঁরা তোমাদেরই মত সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছেন।

তিলতিল

আলো কি আমাদের সঙ্গে যাবে না ?

পরী

না, কেবল তোমরা দুজনেই যাবে। আর কারো সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। আমিও এখানে থাকব। তোমাদের দুজনকে ছাড়া আর কাউকে তাঁরা যেতে বলেন নি।

তিলতিল

কোন্ দিকে আমরা যাব ?

পরী

এই দিকে। তোমরা এখন স্মৃতির দেশের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছ। হীরেটি ঘুরিয়ে দিলেই সামনে দেখবে, একটা মস্ত গাছ, তাতে একখানা তক্তা ঝুলানো রয়েছে। সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে তোমরা ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেচ ; কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে, ন'টার আগে তোমাদের দুজনকেই ফিরতে হবে। যদি ঠিক সময়ে ফিরতে না পার, যদি একটুখানি দেরী হয়ে যায়, তাহলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে। ন'টার আগে ফেরা চাই, বুঝলে,— এ কথা যেন ভুলো না। আচ্ছা, এখন তবে এসো। (বিড়াল,

কুকুর, আলো প্রভৃতিকে ডাকিয়া লইয়া) তোমরা সব আমার সঙ্গে এস, ওরা ওদিকে যাবে।

[আলো ও জানোয়ার প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরী ডান দিকে চলিয়া গেল; তিলতিল ও মিতিল বাঁ দিক দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য—স্মৃতির দেশ

[ঘন কুজ্ঝটিকায় স্থানটি আচ্ছন্ন। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড গাছ, তাহাতে একখানি তক্তা ঝুলানো রহিয়াছে। ক্ষীণ, শুভ্র আলোকচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। তিলতিল ও মিতিল বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান।]

তিলতিল।

এই সেই গাছ।

মিতিল।

ঐ যে তক্তা ঝুলানো রয়েছে।

তিলতিল।

কি লেখা আছে—পড়া যাচ্ছে না; থাম, গাছে উঠি—এইবার হয়েছে; লেখা আছে, "স্মৃতির দেশ"।

মিতিল।

ঠাকুমা আর ঠাকুর্দ্দা কোথায়?

তিলতিল।

ঐ পিছনে, যেখানে কুয়াশা নেই; এখনি দেখতে পাব।

মিতিল।

আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—নিজের হাত-পা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। উহু-হু কি শীত! আমি আর হাঁটতে পারবো না, বাড়ী ফিরে চল।

তিলতিল

থাম। কচিখুকীর মত প্যান্ প্যান্ করা ভাল নয়। ধাড়ী মেয়ে, লজ্জাও করে না কাঁদতে? ওই দেখ, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে; পিছনে কি আছে, এখনি দেখতে পাব।

[কুজ্ঝটিকা নড়িতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে পাতলা ও হাল্কা হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। আলো ক্রমশঃ স্বচ্ছ তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, এবং অদূরে মনোরম লতাকুঞ্জের মধ্যে একটি সুদৃশ্য কুটীর দেখা গেল। কুটীরের দরজা এবং জানালা খোলা। জানালার পার্শ্বে পুষ্পাধার সজ্জিত ছিল, দেওয়ালের গায়ে একটি মধুচক্রে মক্ষিকার দল গুন্ গুন্ করিতেছিল। খাঁচার মধ্যে একটি কালো রঙের পাখী ঘুমাইতেছিল। দরজার পাশে একখানি চৌকির উপর একটি বৃদ্ধ কৃষক ও তাহার পত্নী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। ইহারাই তিলতিলের ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুমা।]

তিলতিল

(বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে চিনিতে পারিয়া) ওই যে ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমা।

মিতিল

(আনন্দে করতালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, ওই যে তাঁরা, ওই যে।

তিলতিল

(এখনও তাহার সন্দেহ দূর হয় নাই) থামো, ব্যস্ত হয়ো না। দেখি আগে, ওঁরা নড়তে পারেন কি না। আমরা গাছের নীচে দাঁড়াই এস।

[ঠাকুমা চোখ চাহিলেন, মাথা তুলিলেন, তারপর উঠিয়া বসিলেন; একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিলেন। বৃদ্ধও ধীরে ধীরে জাগিয়া বসিলেন।]

ঠাকুমা

আমার নাতি-নাত্নী যারা বেঁচে আছে,—আমার যেন মনে হচ্ছে,—আজ তারা আমাদের দেখতে আসবে।

ঠাকুর্দ্দা

তারা আমাদের কথা ভাবছে বৈ কি; কারণ, আমার পায়ের তলা চুলকোচ্ছে।

ঠাকুমা

আমার মনে হয়, তারা খুব কাছেই আছে; কেননা, আনন্দে আমার চোখে জল ভরে উঠ্‌ছে।

ঠাকুর্দ্দা

না, না; তারা এখনো অনেক দূরে রয়েছে। আমি এখনো কাহিল বোধ করছি!

ঠাকুমা

কখ্‌খনো না। আমি বলছি, তারা খুব কাছেই আছে; আমি খুব ফূর্ত্তি বোধ কর্‌ছি।

তিলতিল ও মিতিল

(গাছের আড়াল হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) এই যে আমরা এসেছি, এই যে—ঠাকুর্দ্দা, অ ঠাকুমা, আমরা এসেছি গো, এসেছি!

ঠাকুর্দ্দা

দেখেছ গিন্নি, ঠিক বলেছি কি না, যে, আজ আমার নাতি-নাত্‌নী নিশ্চয় আসবে।

ঠাকুমা

তিলতিল? মিতিল? তোমরা? এস ভাই, এস দিদি। (উঠিয়া তাহাদের নিকটে যাইবার চেষ্টা করিয়া) দেখ, আমি তাড়াতাড়ি হাঁট্‌তে পারি নে, এখনও সেই বাতে ভুগ্‌চি।

ঠাকুর্দ্দা

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যত শীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করিয়া) আমারও সেই দশা। কাঠের পা নিয়ে আমিও তাড়াতাড়ি হাঁট্‌তে পারি নে।

সেই যে গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে কাঠের পা পরেছিলুম, সে পা এখনো তেমনি আছে।

[ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুমা এবং নাতি-নাত্‌নী পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।]

ঠাকুমা

তিলতিল, বা ভাই, তুমি তো বেশ বড়-সড়টি হয়েছ!

ঠাকুর্দ্দা

(মিতিলের চুল ধরিয়া টানিয়া) আর মিতিল? মিতিলের দিকে চেয়ে দেখ, দিদির চুলগুলি কি চমৎকার হয়েছে! চোখদুটিও ভারী সুন্দর!

ঠাকুমা

এস, কোলে এস, একটা চুমো দাও

ঠাকুর্দ্দা

আর আমায়—

ঠাকুমা

তুমি একটু থামো না। আমার কাছে আগে এস। তোমাদের বাবা আর মা ভাল আছে?

তিলতিল

বেশ ভাল আছে ঠাকুমা। আমরা যখন আসি, তখন তাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন।

ঠাকুমা

(ভাল করিয়া দেখিয়া এবং আহ্লাদে তিলতিল-মিতিলকে জড়াইয়া ধরিয়া) কি সুন্দর তোরা হয়েছিস্! হ্যাঁরে, তোদের এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজ-গোজ পরিয়ে দিলে কে? মা বুঝি? তোরা হামেশা কেন এখানে আসিস্ না? তোদের দেখলে যে কত খুসী হই! মাসের পর মাস কেটে গেছে, একবারও তো কই আমাদের মনে করিস্ নি! এতদিন যে আমরা কাউকে দেখতে পাই নি!

তিলতিল

আসতে পারি নি ঠাকুমা; আর আসবই বা কি করে? আজ যে এসেছি, সে কেবল পরীর দয়ায়।

ঠাকুমা

আমরা এই জায়গাটি থেকে কোথাও নড়ি নে; কিন্তু দেখা তো কই কারো সঙ্গে হয় না! কালে-ভদ্রে কেউ হয়ত এসে পড়ে। এই তোরাই এলি ক'দ্দিন পরে বল্ দেখি। সেই এক দিন এসেছিলি, মনে পড়ে? সেই যে দিন গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজ্‌ছিল, সে আজ এক বচ্ছরের কথা না?

তিলতিল

সে দিন তো কই আমরা বাড়ীর বার হইনি, ঠাকুমা। আমাদের দুজনেরই যে সে দিন বড্ড সর্দ্দি করেছিল।

ঠাকুমা

বাড়ীর বার হোস্ নি, কিন্তু সে দিন আমাদের মনে করেছিলি যে ভাই!

তিলতিল

হ্যাঁ, তা মনে করেছিলুম বটে।

ঠাকুমা

তা হলেই হোল। যতবার তোরা আমাদের কথা ভাবিস্, ততবারই আমরা জেগে উঠি আর তোদের দেখতে পাই।

তিলতিল

তোমরা কি চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমিয়ে থাক?

ঠাকুর্দ্দা

হ্যাঁ, ভাই, ঘুমটা আমাদের বড্ড বেশী বটে; কিন্তু যাদের প্রাণ আছে, তারা আমাদের মনে করলেই আমরা জেগে উঠি

প্রাণ শেষ হয়ে গেলে ঘুমটাই সব চেয়ে ভাল লাগে কি না। তবে মাঝে মাঝে জেগে থাকাও বেশ।

তিলতিল

তা হলে তোমরা সত্যি মর নি?

ঠাকুর্দ্দা

অ্যাঁ, কি বল্‌লি? ও গিন্নি, এরা আবার ও সব কি বল্‌ছে? এর মানে কি? এমন একটা কথা বল্‌লে, যা আগে কখনো শুনি নি।

তিলতিল

সে কি? "মরণ" কথা শোন নি?

ঠাকুর্দ্দা

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ কথাই বটে! তা ও কথাটার মানে কি ভাই?

তিলতিল

এর মানে এই যে, দেহে যখন আর প্রাণ থাকে না—

ঠাকুর্দ্দা

তোমরা দেখছি, নেহাৎ আহাম্মক। ও একটা কথাই নয়! নাঃ, কিছুই বোঝ না, ভারী আহাম্মক!

তিলতিল

(বিস্মিতভাবে ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুমাকে দেখিতে লাগিল) ঠাকুর্দ্দা, তুমি ঠিক তেমনিটিই আছ; একটুও বদলাও নি—একটুও না; ঠাকুমা, তুমিও সেই রকমটি আছ। তোমাদের চেহারায় বরং আরো জলুস্‌ হয়েছে।

ঠাকুর্দ্দা

হ্যাঁ, আমরা বেশ ভালই আঁছি, আমাদের বয়স আর বাড়বে না, আমরা আর বুড়ো হব না; কিন্তু তুমি যে মস্ত ঢেঙা হয়ে উঠেছ, ভাই।

তিলতিল

(কৌতূহলের সহিত চারিদিকে চাহিয়া) কিছুই বদলায় নি তো, বাঃ! যে যেমন ছিল, সে ঠিক তেমনিটিই আছে; কেবল আগেকার চেয়ে বেশী সুন্দর হয়েছে।

মিতিল

তিলতিল, দেখ, ওই সেই বুড়ো কাল পাখীটি; বাহবা! ও কি এখনো গান করতে পারে?

[কালো পাখীটি জাগিয়া উঠিয়া উঁচু সুরে গান ধরিয়া দিল।]

ঠাকুমা

দেখ্‌লে তো! ওর কথা মনে করেছ কি ও অমনি জেগে বসেছে!

তিলতিল

(পাখীটিকে বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, সেটি একেবারে নীলরঙের) এ তো দেখ্‌ছি একেবারে নীল। বা রে! এই পাখীটাই তো আমরা চাই, এইটিই তো পরীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এত খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর এটা এখানে রয়েছে, তোমরা আমাদের বল নি? বেশ পাখী, আগাগোড়াই নীল, কি চমৎকার! (আব্দারের সুরে) ও ঠাকুমা, ঠাকুর্দ্দা, এটি আমায় দেবে?

ঠাকুর্দ্দা

আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। কি বল গিন্নি?

ঠাকুমা

অবিশ্যি। এ আর বেশী কথা কি? ওটা রেখেই বা আর কি হবে? কেবলি তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়, গান করতে তো একদিনও শুনলুম না।

তিলতিল

আমি ওকে আমার খাঁচায় পুরে নিয়ে যাব। তাই তো, খাঁচাটা? আমার? ও, মনে পড়েছে, গাছতলায় রেখে এসেছি। দাঁড়াও, নিয়ে আসি। (সে তখনি ছুটিয়া গিয়া খাঁচা লইয়া আসিল এবং তাহার ভিতর পাখীটিকে বন্ধ করিল) তা হলে ঠাকুমা, সত্যি এটা আমায় দিলে তো? আলো আর পরী এটাকে দেখে কত খুসীই হবে, এখন!

ঠাকুর্দ্দা

বেশ, নিয়ে যাও; কিন্তু এর বিষয় কিছু বলতে চাই নে; আমার ভয় হয়, সে দেশে গিয়ে ও বেশী দিন টিক্‌তে পারবে না। বসন্তের হাওয়া এই দিক পানে বইবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ফিরে আসবে।

তিলতিল

আচ্ছা, আমার ছোট বোনগুলি কোথায়? তারাও কি এখানে আছে?

মিতিল

আর ছোট ভাইগুলি?

[কুটীরের ভিতর হইতে সাতটি ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে বাহির হইয়া আসিল।]

ঠাকুমা

এই যে তারা, এই যে! মনে করতে না করতেই বাছারা সব এসে হাজির হয়েছে!

[তিলতিল ও মিতিল ছুটিয়া গিয়া তাহাদের জড়াইয়া ধরিল এবং হাত ধরাধরি করিয়া আহ্লাদে নাচিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দ-কলরবে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিল।]

তিলতিল

কিরে পীরোট, কেমন আছিস্? আগে যেমন আমরা লড়ালড়ি করতুম, তেমনি করি আয়। ও রবার্ট, ও জিন, তোদের পুতুল কোথায় রে? ও পলিন, ও রিকেট্!

মিতিল

এই যে পিরীট, এই যে মাদ্লিন। ও খুকী, তুই যে এখনও হামা টানছিস্?

ঠাকুমা

ও অমনিটিই থাকবে, আর তো বাড়বে না।

তিলতিল

পলিনের নাকের উপর এখনও সেই মাংসের ঢিবিটা রয়েছে

ঠাকুমা

ওটা অমনিই থাকবে, সারবে না।

তিলতিল

এরা সব কেমন মোটাসোটা, কেমন সুন্দর আর পরিষ্কার হয়েছে! গালগুলি কেমন লাল টুকটুকে। ঠাকুমা, এরা বোধ হয় ভাল খেতে-দেতে পায়, না?

ঠাকুমা

যেদিন থেকে ওরা এখানে এসেছে, সেদিন থেকে সবাই খুব ভালই আছে। শরীরে অসুখ নেই, কিছুরই ভয় নেই, কোন রকম ভাবনা নেই।

[কুটীরের মধ্যে বড় ঘড়িটাতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল।]

ঠাকুমা

(আশ্চর্য্য হইয়া) ও কিসের আওয়াজ?

ঠাকুর্দ্দা

তাই তো! ওটা ঘড়ি না?

ঠাকুমা

তা কি করে হবে? এদ্দিন তো কই বাজে নি।

ঠাকুর্দ্দা

তা বাজবে কেন। আমরা কখনো সময়ের কথা যে মনেও করি নি। আচ্ছা, তোমরা কি কেউ এখন সময়ের কথা মনে করছিলে?

তিলতিল

হ্যাঁ, আমি মনে কর্‌ছিলুম। এখন সময় কত, ঠাকুর্দ্দা?

ঠাকুর্দ্দা

কি জানি। আমার কোন ধারণা নেই। আটবার ওটা বাজলো; তাইতে মনে হচ্ছে, এই সময়টাকে তোমরা আট-টা বল।

তিলতিল

আলো আর পরী আমার জন্যে বসে রয়েছে; ন'টার আগে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হতে হবে, বড় জরুরি কাজ আছে। আমি তবে এখন চল্লুম!

ঠাকুমা

থাম্, থাম্, পাগলা! অমন করে কি চলে যেতে আছে! খাবার তৈরি, খেয়ে যা। চল্, সব বাইরে গিয়ে খেতে বসি। খুব চমৎকার কপির ঝোল আর কুলের চাটনি তৈরি আছে।

[সকলে ধরাধরি করিয়া টেবিলটা বাহিরে আনিয়া থালা বাসন চামচ প্রভৃতি সাজাইতে লাগিল।]

তিলতিল

সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, এর ভেতর একদিনও কপির ঝোল খেতে পাই নি। নীলপাখী তো পাওয়া গেল, এখন আমি নিশ্চিন্ত। আজ পেট ভরে কপির ঝোল খাব। কি বল ঠাকুমা?

ঠাকুমা

আচ্ছা যত পারিস্ খা, ভাই। বসে যা না রে সব তোরা। তাড়াতাড়ি যদি যেতে হয়, তো আর দেরি করছিস্ কেন ?

[আলোটা উস্‌কাইয়া দেওয়া হইল। ঝোল পরিবেষণ করা হইল। ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুমা নাতি-নাত্‌নীদের লইয়া আহারে বসিলেন। ছেলেরা উল্লাসে চেঁচাইতে লাগিল—খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি ঘুসাঘুসি আরম্ভ করিয়া দিল।]

তিলতিল

(পেটুকের মত গিলিতে গিলিতে) ভারী চমৎকার, ঠাকুমা, ভারী চমৎকার ! আরো খাব, ঠাকুমা, আর একটু দাও।

[চামচ হাতে করিয়া অস্থিরভাবে নাড়িতে লাগিল এবং থালার উপর খুব জোরে ঠুকিতে লাগিল।]

ঠাকুর্দ্দা

আরে থাম্, থাম্। অত ব্যস্ত কেন ? তুই যেমন দুষ্টু ছিলি, তেমনিই আছিস্, দেখছি। থালাটা ভেঙ্গে ফেলবি না কি ?

তিলতিল

(টুলের উপর উঁচু হইয়া) আমায় আরো দাও, আরো, আরো।

[ঝোলের থালাটা ধরিয়া নিজের দিকে টানিতে লাগিল। আর অমনি গরম ঝোল গড়াইয়া তাহার হাঁটুতে পড়িল। সে তখন চীৎকার করিয়া উঠিল।]

ঠাকুমা

বেশ হয়েছে ; যে-রকম ব্যস্তবাগীশ !

ঠাকুর্দ্দা

(তিলতিলের গালে খুব জোরে এক চড় বসাইয়া দিলেন) কেমন, এবার হয়েছে !

তিলতিল

(প্রথমটা চমকিয়া উঠিল ; তারপর গালে হাত বুলাইয়া ভারী খুসী ঠিক এই রকম চড় তুমি মারতে, যখন তুমি বেঁচেছিলে, ঠাকুর্দ্দা।

়খ, আমার ভারি মজা লাগছে। এর জন্যে তোমায় একটা চুমো ়ব।

ঠাকুর্দ্দা

সত্যি ? তবে আরো এক ঘা চাস্ না কি ?

[ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল।]

তিলতিল

ওই যাঃ, সাড়ে আটটা বেজে গেল। মিতিল, চল, চল, আর ়ময় নেই।

ঠাকুমা

একটু থাম্। আর দু-চার মিনিট। কদ্দিন পরে তোরা এলি, অমন তাড়াতাড়ি চলে যাবি ?

তিলতিল

না, আর থাকতে পারিনে তো। আলো আমাদের জন্যে বসে রয়েছে, আমি তাকে কথা দিয়েছি। মিতিল, এস।

ঠাকুর্দ্দা

হা ভগবান। এরা কাজকর্ম্ম নিয়ে কি কষ্টই না ভোগ করে। একটুও কি এদের সোয়াস্তি নেই।

তিলতিল

(ব্যস্তভাবে প্রত্যেককে চুম্বন করিয়া) ঠাকুর্দ্দা, তবে চল্লুম। ঠাকুমা, আসি। ভাই সব, বোনগুলি, আমরা তবে চল্লুম। কিছু মনে করো না। আমাদের থাকবার যো নেই। কেঁদো না ঠাকুমা, আমরা আবার আসবো, এবার হামেশাই আসবো।

ঠাকুমা

হাঁ দাদা, রোজ এসো।

তিলতিল

আচ্ছা ঠাকুমা, তাই হবে। যতবার পারি আসবো।

ঠাকুমা

তোরা যে আমাদের মাঝে মাঝে মনে করিস্, এইটুকুতেই আমাদের যা-কিছু সোয়াস্তি।

ঠাকুর্দ্দা

এ ছাড়া আর কোন রকম আমোদ আমাদের নেই।

তিলতিল

শীগ্‌গির, শীগ্‌গির। আমার খাঁচা কোথায়?—আর পাখীটা?

ঠাকুর্দ্দা

(পাখী সমেত খাঁচাটা তিলতিলের হাতে দিয়া) এই নাও। কিন্তু আমি বলতে পারলুম না, এর রঙটা ঠিক নীল কি না।

তিলতিল

আমরা তবে চল্লুম।

(ছেলে-মেয়েগুলি সকলে) বিদায় মিতিল, বিদায় তিলতিল, আমাদের মনে রেখো; আবার এখানে এসো কিন্তু।

[তিলতিল ও মিতিল চলিয়া গেল। সকলে তাহাদিগকে রুমাল নাড়িয়া বিদায় দিল। স্থানটি আবার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল। তিলতিল ও মিতিল আবার সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল।]

তিলতিল

মিতিল, এই দিকে।

মিতিল

(সভয়ে) আলো কোথায় গেল?

তিলতিল

তা জানি নে তো! (খাঁচার দিকে চাহিয়া) কি আশ্চয্যি! পাখীটা তো নীল রঙের নয়, এ যে মিশ্ কালো!

মিতিল

আমার হাত ধর ভাই। বড্ড শীত করছে—আমার ভারি ভয় করছে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—রাত্রির আবাস

[চতুষ্কোণবিশিষ্ট এক সুবৃহৎ কক্ষ। কক্ষাভ্যন্তর কৃষ্ণবর্ণের; এবং কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত। স্থানটি অতিশয় গম্ভীর। একটি ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। এক উচ্চ আসনে কালোরঙের জমকালো পোষাক পরিয়া রাত্রি বসিয়া আছে। রাত্রি দেখিতে অতিশয় বৃদ্ধা। তাহার এক পাশে একটি নগ্ন ছেলে শুইয়া আছে; ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে হাসিতেছে। অপর দিকে আর-একটি ছেলে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া; তাহার আপাদমস্তক আবৃত।]

(বিড়াল প্রবেশ করিল)

রাত্রি

কে ওখানে?

বিড়াল

(অত্যন্ত পরিশ্রান্তভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে) আঃ গো, মা-জননী! বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

রাত্রি

কি হয়েছে বাছা, তোর? তোকে এমন রোগা, শুক্‌নো দেখছি কেন? সর্ব্বাঙ্গে কাদা-মাখা, ব্যাপার কি? বৃষ্টিতে আর বরফে ছুটোছুটি করছিলি বুঝি?

বিড়াল

না মা, সে-সব কিছু নয়! এ ভারি গোপনীয় কথা—আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আমি মা, কোন রকমে পালিয়ে এসেছি--তোমায় সাবধান করে দিতে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, কিছুই হয়তো করা যাবে না।

রাত্রি

কেন? কি হয়েছে?

বিড়াল

সেই যে গো, কাঠুরের ছেলেটা, নাম তার তিলতিল; সে ।কটা ভুতুড়ে হীরে পেয়েছে। এখন সে তোমার কাছে আস্‌ছে, ীলপাখী আদায় করতে।

রাত্রি

আদায় তো এখনো করতে পারে নি, তবে অত ভয় কিসের?

বিড়াল

আদায় কিন্তু করবেই, যদি তাকে ভয় দেখিয়ে আট্‌কাতে া পার। সব কথা বলি, শোন। আলো আমাদের সঙ্গে বশ্বাসঘাতকতা করে মানুষের পক্ষ নিয়েছে। সে তার পাশে থেকে চাকে পথ দেখাচ্ছে। তারা টের পেয়েছে যে, নীলপাখী তোমার এখানেই লুকানো আছে। সেইটিই তো আসল, কারণ দিনের মালোতেও সে বেঁচে থাকে। অন্য যা সব আছে, তা কেবল জ্যাৎস্নার আলোতেই বাঁচে, চোখে রোদ লাগলেই কিন্তু মরে যায়। আলো জানে যে, তোমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবার তার এখ্‌তার নেই। সেইজন্য সে তিলতিল আর তার বোন মিতিলকে পাঠাচ্ছে। তুমি তো আর মানুষকে আটকাতে পারবে না। সে এসে তোমার দরজা খুলে সমস্ত গুপ্ত সন্ধি জেনে নেবেই। আমি ভেবেই পাচ্ছিনে, অদৃষ্টে কি আছে। যদি সত্যি সত্যি সে নীলপাখী হাতে পায়, তবে আর আমাদের সর্ব্বনাশের বাকি থাকবে কি?

রাত্রি

তাই তো বাছা, তাই তো। এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পেলুম না। মানুষকে আমি এ ক'বছর ধরে বুঝতেই পারলুম না।

তার মতলবটা কি? কি সে চায়? সবই সে আয়ত্ত করতে চায় না কি? আমার গোপনীয় তত্ত্বগুলির তো বারো-আনা সে দখল করে বসেছে। আমার ভূত-প্রেতগুলো সব পালিয়েছে। ভয়-বিভীষিকা তো তার দৌরাত্ম্যে ঘর থেকে বেরুতে চায় না। আধি-ব্যাধিগুলো রোগে ভুগ্‌চে—মানুষ তাদের এমনি জব্দ করে ছেড়েছে।

বিড়াল

জানি মা, সব জানি। এখন সময় বড়ই খারাপ। আমাদের একাই মানুষের সঙ্গে লড়তে হবে। ওই যে আওয়াজ পাচ্ছি, তারা সব আসছে। এখন কেবল একটি মাত্র উপায় আছে। ওরা হোল ছেলেমানুষ। আমরা এমন সব ভয় ওদের দেখাব, যে পিছন দিকের বড় দরজাটা খুলতে ওদের সাহস না হয়। কারণ সেইটেই তো নীলপাখীর আড্ডা!

রাত্রি

(বাহিরের দিকে কান পাতিয়া) আওয়াজ পাচ্ছি। ওরা কি অনেকে মিলে আসছে?

বিড়াল

না, বেশী লোক তেমন নেই। রুটি আর চিনি আমাদের পক্ষে। জল বেচারীর অসুখ করেছে, সে আসতে পারে নি। আগুনও এল না, কেননা আলো তার কুটুম্ব। কেবল কুকুরটাই হোল ওদের পক্ষে। তাকে কিন্তু কোনরকমে আটকে রাখা সম্ভব নয়।

[ভীতচিত্তে তিলতিল, মিতিল, রুটি, চিনি এবং কুকুর প্রবেশ করিল।]

বিড়াল

(ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া) এই দিকে হুজুর, এই দিকে। আমি রাত্রি ঠাকরুণকে সব বলেছি; তিনি তোমায় দেখবার জন্য

উৎসুক। কিন্তু তাঁকে মাফ ক'রো। তাঁর শরীর কিছু
া বলে এগিয়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি।

তিলতিল

(রাত্রির প্রতি) সুপ্রভাত।

রাত্রি

(ক্রুদ্ধ হইয়া) কি! অপমান করতে এসেছ তুমি। সুপ্রভাত!
মার বলা উচিত ছিল, 'সুরাত্রি'!

তিলতিল

(লজ্জিত হইয়া) আমায় মাফ করবেন, আমি তা জানতুম
(রাত্রির দুইটি ছেলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ও দুটি বুঝি
পনার ছেলে?

রাত্রি

হ্যাঁ। এটির নাম নিদ্রা।

তিলতিল

ও অত মোটা কেন?

রাত্রি

ও বেশ আরামে ঘুমোয় কি না, তাই।

তিলতিল

আর ওটির নাম কি? ও অমন করে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে
নে? কোন অসুখ করেছে নাকি?

রাত্রি

ওটি নিদ্রার বোন, ওর নাম না বলাই ভাল।

তিলতিল

কেন?

রাত্রি

কেননা, ওর নামটা শুনতে ভাল লাগবে না। যাক্ গে, আমরা এখন অন্য কথা কই, এসো। বেড়ালের মুখে শুনলুম, তুমি নাকি নীলপাখীর সন্ধানে এসেছ ?

তিলতিল

হ্যাঁ ; কোথায় সেটা, দয়া করে বলবেন কি ?

রাত্রি

দেখ বাছা, আমি কিন্তু কিছুই জানি নে। আমার এখানে নীলপাখী নেই, আমি তাকে চোখেও দেখি নি, কখনো।

তিলতিল

আলো যে বলেছে, নীলপাখী এখানেই আছে। আচ্ছা আপনি দয়া করে চাবিগুলো দেবেন কি ?

রাত্রি

কিন্তু বাছা, তোমার জানা উচিত, প্রথম বার যারা এখানে আসে, তাদের কখনই আমি চাবি ছেড়ে দিই না। প্রকৃতির গোপনীয় জিনিষগুলি আমার কাছে গচ্ছিত আছে ; সেগুলি কারুরই হাতে তুলে দিতে নিষেধ। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে তো কোনমতেই দিতে পারি নে।

তিলতিল

আপনার কোন অধিকার নেই অস্বীকার করবার। মানুষ চাইবামাত্রই আপনি সব ছেড়ে দিতে বাধ্য। আমি এ-সব কথা ভাল রকম জানি।

রাত্রি

কে তোমায় বলেছে ?

তিলতিল

অ্যালো।

রাত্রি

আলো! সব তাতেই আলো! কি সাহসে সে এ-সব কাজে হাত দেয়?

কুকুর

হুজুর, হুকুম হয় তো আমি জোর-জবরদস্তি বার করে নি।

তিলতিল

চুপ কর্ হতভাগা! অভদ্র কোথাকার! (রাত্রির প্রতি) আসুন, দয়া করে আমায় চাবিগুলি দিন।

রাত্রি

চাবি তো চাইছ! কিসের জোরে চাইছ, শুনি?

তিলতিল

(হীরেটি দেখাইয়া) এই—এরই জোরে।

রাত্রি

আচ্ছা, নাও তাহলে এই চাবি। ঐ হল-ঘর খোল গিয়ে। কিছু খারাপ-টারাপ হয় তো তুমি জান। আমি সেজন্য দায়ী নই।

রুটি

(উদ্বিগ্ন হইয়া) কেন, কোন বিপদ-টিপদ ঘটবে না কি?

রাত্রি

তা আর বলতে? অন্ধকার বড় বড় সব গর্ত্তের দরজা যখন খুলে যাবে, তখন যে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে, আমি তা ভাবতেই পারছি নে। হলের চারদিকে লোহার তৈরি, পিতলের তৈরি বড় বড় ঘর আছে; তার ভেতর যত রাজ্যের আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দারিদ্র্য, প্লেগ-মড়ক, আর যত সব বিভীষিকা, আপদ-বিপদ

কুকুর

(লাফাইয়া চীৎকার করিয়া) হাঁ, হাঁ, এই যে !

তিলতিল

তুমি কোথায় গেলে ? — তুমি

রুটি

রাত্রি ঠাকরুণ, আমি বুড়ো হয়ে গেলুম এই ছেলে-মে… হেফাজত করে ; এদের আপদ-বিপদের কথা আমাকেই আগে ভাবতে হয়। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

রাত্রি

স্বচ্ছন্দে।

রুটি

যদি কোন বিপদই বাধে, তবে পালিয়ে যাবার পথটা কোন্ দিকে ?

রাত্রি

এখান থেকে পালাবার পথ নেই।

তিলতিল

(চাবি হাতে অগ্রসর হইয়া) এই দরজাটাই আগে খোলা যাক্। কি আছে এ ঘরে ?

রাত্রি

বোধ হয় এটা ভূতের ঘর। একবার এর দরজা আমি খুলেছিলুম, সেই সময় গোটাকতক বেরিয়ে পড়েছিল।

তিলতিল

আমি খুলে দেখি। (রুটির প্রতি) খাঁচাটা ঠিক আছে তো ?

ওদের ওপর কি জুলুমটাই না কর্‌ছে। দরজা খুলে ফেললেই দেখতে পাবে।

তিলতিল

(দরজা একেবারে ফাঁক করিয়া খুলিয়া দিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না) এরা কই বাইরে বেরুচ্ছে না তো ?

রাত্রি

[illegible] ...চ্ছি. এরা ভারি নিরীহ। ডাক্তারদের জন্য... [illegible] মেরে গেছে। একবার ভেতরে [illegible] আমায় বাড়ী নিয়ে চ...

চিনি

এই যে হেথায় আমি, [illegible] কেঁদো না।

তিলতিল

ব্যস্, ঢের হয়েছে।

[চাবি ঘুরাইয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিল। অমনি পাঁচ ছয়টা ভূত নিমিষে বাহির হইয়া হলের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মিতিল ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। রুটি হাঁউমাঁউ করিয়া খাঁচা ফেলিয়া হলের পিছনে গিয়া লুকাইল। ভূতগুলোকে ধরিবার জন্য রাত্রি তাহাদের পিছনে ছুটিল।]

রাত্রি

তিলতিল, শীগ্‌গির দরজা বন্ধ কর, শীগ্‌গির, নইলে সবগুলোই পালিয়ে যাবে, শেষে একটাও ধরা যাবে না।

[রাত্রি অনেকক্ষণ ভূতগুলোর পিছনে ছুটিয়া সাপের-মুখওয়ালা চাবুকের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া আনিতে লাগিল।]

তোমরা আমায় সাহায্য কর। শীগ্‌গির এস।

তিলতিল

টাইলো, দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? শীগ্‌গি[illegible]সাহায্য কর।

কুকুর

(লাফাইয়া চীৎকার করিয়া) হাঁ, হাঁ, এই যে !

তিলতিল

রুটি কোথায় গেল ? ও রুটি !

রুটি

(হলের পিছন হইতে সভয়ে) এই যে আমি এখানে দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছি, ওরা যাতে পালাতে না পারে ।

[ইত্যবসরে একটা ভূত সেইদিকে গিয়া পড়ায় রুটি ভয়ানক চীৎকার করিয়া পলাইয়া আসিল ।]

রাত্রি

(তিনটা ভূতের ঘাড় ধরিয়া আনিতেছিল) চল্‌ ওদিকে। তিলতিল, দরজাটা একটু ফাঁক কর তো। (ধাকা দিয়া ভূতগুলোকে ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল। কুকুর আরও তিনটাকে তাড়াইয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া ফেলিল। তিলতিল তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া দিল।)

তিলতিল

(অন্য এক দরজার নিকট গিয়া) এর মধ্যে কি আছে ?

রাত্রি

তা শুনে আর কি হবে ? দেখলেই তো ব্যাপার ! নীলপাখী এখানে নেই, আমি আগেই তো বলেছি। দরজা খুলতে চাও, সে তোমার ইচ্ছে। এর ভিতর কিন্তু জ্বর, কাশি সর্দ্দি এরা সব থাকে।

তিলতিল

(তালা খুলিতে খুলিতে) এবার আমি খুব সাবধান হব !

রাত্রি

এদের বেলায় তার দরকার হবে না। বেচারীরা অতি নিরীহ—চুপচাপ পড়ে থাকে। এতটুকু সুখও ওদের নেই। মানুষ এখন

ওদের ওপর কি জুলুমটাই না করছে। দরজা খুলে ফেললেই দেখতে পাবে।

তিলতিল

(দরজা একেবারে ফাঁক করিয়া খুলিয়া দিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না) এরা কই বাইরে বেরুচ্ছে না তো ?

রাত্রি

আমি তো বলেছি, এরা ভারি নিরীহ। ডাক্তারদের অত্যাচারে বেচারীরা একেবারে নিঝুম মেরে গেছে। একবার ভেতরে ঢুকে দেখে এসো, ওদের অবস্থাটা।

তিলতিল

(ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়া আসিল) এর ভেতর তো কই নীলপাখী নেই। ওদের সকলকেই বড্ড কাহিল বোধ হল ; কেউ একবার মাথাটিও তুল্‌লে না।

[এই সময় একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া হলের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। তার সর্ব্বাঙ্গ গরম কোটে ঢাকা, মাথায় একটি তুলোর টুপি।]

ঐ দেখ একটা পালাচ্ছে। কে ও ?

রাত্রি

ও হল সর্দ্দি-কাশি। অন্য সকলের চেয়ে ওর দুর্দ্দশা কিছু কম। ওর স্বাস্থ্যও মন্দ নয়। ওহে ও সর্দ্দি-কাশি, তুমি পালাচ্ছ কোথায় ? এদিকে এস। এখনও সময় হয় নি। শীতের এখনও ঢের দেরি।

[সর্দ্দি-কাশি হাঁচিয়া, কাশিয়া নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। তিলতিল তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।]

তিলতিল

(অন্য একটা দরজায় কাছে গিয়া) এইটে এবার দেখা যাক্। এর ভেতরে কি আছে ?

রাত্রি

এখানে থাকে লড়াই, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এই সব। এরা যেমন বলবান, তেমনি ভয়ানক। ভগবান জানেন, এদের একটা যখন ছাড়া পায়, তখন কি বিভ্রাটই না ঘটে। সৌভাগ্যের বিষয়, এরা যেমন মোটা তেমনি ভারি, সহজে নড়তে পারে না। তাহলেও আমাদের খুব সাবধানে থাকা দরকার। তুমি একটুখানি ফাঁক করে চট্ করে ভেতরটা দেখে নিও; আমরাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে দরজা চেপে ধরব।

[অতি সন্তর্পণে তিলতিল দরজা একটুমাত্র ফাঁক করিয়া ভিতরে উঁকি মারিল।]

শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির। যত জোরে পার, সকলে মিলে চেপে ধর। ওরা দল বেঁধে এদিকে আসছে। এই যে ধাক্কা মারছে।

রাত্রি

এসো সকলে। প্রাণপণে চেপে ধর। রুটি, কোথায় গেলে তুমি। ওখানে কি করছ ? খুব জোরে, খুব জোরে—হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। ব্যস্‌রে, কি জোর! এখন সব সরে গেছে। তিলতিল, ওদের দেখেছ তো ?

তিলতিল

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি, কি ভয়ঙ্কর বদ্‌খত্ চেহারা! ওদের কাছে নীলপাখী আছে বলে তো বোধ হয় না।

রাত্রি

ওদের কাছে থাকতেই পারে না। থাকলেও ওরা তাকে খেয়ে ফেলেছে। কেমন, এবার তো মন মেনেছে? পাওয়া গেল না তো? এখন কি করবে বল?

তিলতিল

আমি আরো দেখব। আলো আমাকে প্রত্যেকটি জায়গা খুঁজতে বলে দিয়েছে।

রাত্রি

তা তো বলবেই। বাড়ীতে বসে বসে অমন সবাই বলতে পারে।

তিলতিল

(অন্য এক দরজায় গিয়া) আচ্ছা, আমরা এইটে খুল্‌ব। এটাও ভয়ানক না কি?

রাত্রি

না, এতে ভয়ের কিছু নেই। এর ভেতর সব জিনিষেরই কিছু কিছু আছে। এখানে আছে, এমন অনেক আলোক-রশ্মি আর এমন কতকগুলি নক্ষত্র, যারা এ পর্য্যন্ত আকাশে দেখা দেয় নি। তা ছাড়া চমৎকার চমৎকার প্রজাপতি, সোনালি রঙের মৌমাছি, ফুলের গন্ধ, ঢলঢলে শিশির-বিন্দু, নাইটিংগেল পাখীর গান, এই রকম আরো-সব সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে।

[তিলতিল প্রশস্তভাবে দরজা খুলিয়া দিল। নক্ষত্রগুলি সুন্দরী কুমারীর বেশে বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া ঝকঝকে ঘোমটা টানিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সুবাস এবং শিশির-বিন্দু গিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল এবং নাইটিংগেলের সুললিত সঙ্গীত ভাসিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল।]

মিতিল

কেমন সুন্দর মেয়েগুলি!

তিলতিল

আহা, কি সুন্দর ওরা নাচ্ছে!

মিতিল

সুগন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে!

তিলতিল

সুন্দর গান!

রাত্রি

(হাততালি দিয়া) ব্যস্, আর না। ওগো নক্ষত্র-কুমারীরা, এবার তোমরা ঘরে ফিরে এস। এখন তোমাদের নাচবার সময় হয় নি। আকাশ পরিষ্কার নয়, ভয়ঙ্কর মেঘ করে রয়েছে। শীগ্‌গির ঘরে যাও, নইলে আমি রোদ্দুরকে ডাকব।

[নক্ষত্র, শিশির-বিন্দু প্রভৃতি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই সঙ্গে নাইটিংগেলের গানও থামিয়া গেল।]

তিলতিল

(পিছনের একটা দরজায় গিয়া) এই যে বড় দরজাটা, এইটে এবার খোলা যাক্।

রাত্রি।

(সহসা গম্ভীর হইয়া) এটা খুলো না। খবরদার বলছি!

তিলতিল।

কেন?

রাত্রি

এটা খোলবার যো নেই!

তিলতিল।

তাহলে এখানেই নীল পাখী লুকানো আছে নিশ্চয়! আলো আমাকে এই রকমই বলেছিল।

রাত্রি

(কপট বাৎসল্যের স্বরে) দেখ বাছা, আমার কথা শোন ; তুমি আমার ছেলের মত। তোমার জন্যে যা করেছি, আর কারো জন্যে আমি কখনো তা করিনি। আমার নিজের লুকানো জিনিষ সবই তোমায় দেখিয়েছি। তোমাকে ছেলের মত ভালবেসেছি বলেই এতটা করেছি। এখন আমার কথা শোন, আর এগিয়ো না। এবার বাড়ী যাও। ও দরজাটা খুলো না।

তিলতিল

(আবেগ ভরে) কেন ? কেন খুল্‌ব না। শুনি ?

রাত্রি

কারণ, আমার ইচ্ছে নয় যে তুমি মারা যাও। যারা-যারা এ দরজা খুলেছে—একটুও ফাঁক করে দেখেছে, তারা কেউ জ্যান্ত ফেরে নি—তাদের কাকেও আর দিনের আলো দেখতে হয় নি। তাই বলছি, ও দরজা খুলো না। তবে যদি আমার কথা না শুনে নেহাত্‌ খুলতেই চাও, একটু থাম, তা হলে, আমাকে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যেতে দাও, তারপর তুমি যা ভাল বোঝ, কর।

[মিতিল কাঁদিয়া উঠিল, ভয়ে তার মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছিল না। সে সেখান হইতে পলাইয়া যাইবার জন্য তিলতিলকে ধরিয়া টানিতে লাগিল]

রুটি

(ভয়ে তার চোখ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল) দোহাই তোমার, খুলো না। আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি, আমাদের দয়া কর। রাত্রি ঠাক্‌রুণ ঠিক কথাই বলেছেন।

বিড়াল

হুজুর, আমাদের সকলকে কি মেরে ফেলতে চাও ?

তিলতিল

দরজা আমি খুলবোই।

মিতিল।

আমি খুলতে দেব না, কিছুতেই না।

তিলতিল

চিনি কোথায় গেল। দেখ চিনি, তুমি আর রুটি মিতিলের হাত ধরে এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি।

রাত্রি

পালাও সব এখান থেকে। প্রাণে বাঁচতে চাও তো পালাও!

(নিজেও পলাইয়া গেল)

রুটি

থাম, থাম ; একটু থাম ; আমাদের পালিয়ে যেতে দাও!

(হলের অপর প্রান্তে গিয়া সকলে থামের আড়ালে লুকাইল)

কুকুর

আমি থাকবো, আমি থাকবো ; আমার ভয় করে নি, আমার ভয় করে নি, আমি থাকবো, আমি তোমার কাছেই থাকবো।

তিলতিল

(কুকুরের পিঠ চাপড়াইয়া) বেশ টাইলো, বেশ। একটা চুমো দাও। তুমি আর আমি কেবল দুজন। কি বল। এবার দরজা খুলি?

[তালার গায়ে চাবি লাগাইবা মাত্র হলের অপর দিক হইতে ভয়ানক চীৎকার-ধ্বনি উঠিল। দরজা খুলিতে না খুলিতেই একটি মনোহর উদ্যান প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে বিচিত্র আলোকমালা, উজ্জ্বল গ্রহ-তারকা ঝল্‌মল্‌ করিতেছে দেখা গেল। আর দেখা গেল, অসংখ্য নীলপাখী—সেগুলি

চমৎকার নীল! উপর হইতে নীচে এবং নীচ হইতে উপরে তাহারা অবিশ্রান্ত উড়িয়া বেড়াইতেছিল। স্থানটি অপূর্ব্ব নীলবর্ণে উদ্ভাসিত]

তিলতিল

(বিস্মিত ও চমকিত হইয়া দেখিতে লাগিল) ওহো, কি আশ্চর্য্য! (পলাতকগণের প্রতি) শিগ্‌গির এস, শিগ্‌গির। এইখানেই তারা আছে। এই যে নীলপাখী। এই যে নীলপাখী। হাজার হাজার রয়েছে। মিতিল, শিগ্‌গির এস। টাইলো কোথায়? এস, আমায় সাহায্য কর। শিগ্‌গির এস। (পাখীগুলোর উপর গিয়া পড়িল) হাতে করেই ধরা যাবে। এরা পালায় না। ভয় পায় না। (রাত্রি এবং বিড়াল ব্যতীত সকলে সেখানে উপস্থিত হইল) ঐ দেখ, কত রয়েছে। ওরা চাঁদের আলো খাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে এত উড়ে বেড়াচ্ছে যে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মিতিল, কোথায় তুমি। টাইলো, ওদের কামড়িও না যেন। আস্তে আস্তে ধর!

মিতিল

আমি সাতটা ধরেছি। আঃ, ভারি ঝট্‌পট্ করছে, ধরে রাখতে পারছি না।

তিলতিল

আমিও এত বেশী ধরেছি যে সামলাতে পারছি না। ঐ একটা পালিয়ে গেল! টাইলো অনেকগুলো ধরেছে! এরা আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে—আকাশে নিয়ে তুলবে, শিগ্‌গির পালাই চল। আলো বেচারী বসে রয়েছে—দেখে কত খুসি হবে চল, পালাই চল। এই পথে। এই পথে।

[পাখীগুলোকে লইয়া তাহারা বাগান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। রুটি ও চিনি তাহাদের সহিত মিলিত হইল। সকলে হল হইতে বাহির

হইয়া গেল। কেবল রাত্রি এবং বিড়াল বাগানে ফিরিয়া আসিয়া উৎকণ্ঠিত-ভাবে দেখিতে লাগিল]

রাত্রি

আসল পাখীটাকে তারা ধরতেই পারে নি।

বিড়াল

হাঃ, হাঃ, কি মজা! ওই যে সেটা চাঁদের আলোয় বসে রয়েছে! অত উঁচুতে কখনো ওরা নাগাল পায়!

* * * *

দৃশ্যান্তর

[আলো ভিতরে প্রবেশ করিল। তিলতিল, মিতিল এবং টাইলো সর্ব্বাঙ্গে পাখীগুলোকে ঝুলাইয়া ছুটিয়া আসিল; কিন্তু সবগুলোই চেতনা-হীন বলিয়া মনে হইল। তাহাদের মাথা লট্‌কাইয়া পড়িয়াছে, ডানা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহারা ঝট্‌-পট্‌ করিতেছে না; তাহাদের নির্জীব দেহগুলোই কেবল ঝুলিতেছে]

আলো

কেমন! পাখীটাকে ধরেছে তো?

তিলতিল

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে! এই দেখ না! হাজার হাজার ছিল! এই দেখ না! (আলোকে দিতে গেল, কিন্তু দেখিল, সব মরিয়া গিয়াছে) কি আশ্চর্য্য! মরে গেছে যে! তাই তো! কি করে মলো! মিতিল, টাইলো, তোমাদের গুলোও গেছে? (রাগ করিয়া মরা পাখীগুলোকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিল) ভারি বিশ্রী! মলো কি করে! (হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

আলো

(আদর করিয়া তিলতিলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কেঁদো না বাছা, কেঁদো না। যেটা দিনের আলোয় বেঁচে থাকে, সেটাকে তুমি ধরতে পারনি। সেটা আর কোথাও গেছে। আমরা আবার তাকে খুঁজে বার করবো।

কুকুর

(মরা পাখীগুলোকে আগ্রহের সহিত দেখিতে দেখিতে) এগুলো খেতে কি বেশ লাগে ?

[সকলে একসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য—অরণ্য

[বৃহৎ অরণ্য। রাত্রিকাল। আকাশে চাঁদ। অরণ্যের ভিতর বহুবিধ প্রাচীন বৃক্ষ; যথা—ওক, বীচ, দেবদারু, ঝাউ, এলম্, সাইপ্রেস্, লেবু গাছ, বাদাম গাছ, ইত্যাদি]

(বিড়াল প্রবেশ করিল)

বিড়াল

ওগো গাছেরা, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

বৃক্ষগণ

(পত্রের মর্‌মর্ শব্দ করিয়া) নমস্কার !

বিড়াল

আজ আমাদের বড় শুভদিন। এমন দিন আর হবে না। আমাদের শত্রু আসছে। তোমাদের আত্মাকে মুক্ত করে দিয়ে তোমাদের হাতেই সে আজ নিজেকে সঁপে দেবে। শত্রু কে,

জান তো? সে হোল ঐ কাঠুরের ছেলে তিলতিল। কাঠুরে তোমাদের যে কি অনিষ্ট করেছে, তা বোধ হয় আর বলতে হবে না। ছেলেটা নীলপাখী খুঁজে বেড়াচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম থেকে তোমরা এটাকে লুকিয়ে রেখেছ—মানুষই ... এর সন্ধান জানে। (বৃক্ষপত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) এঁ্যা, কি বলছ? কে তুমি? ঝাউগাছ? হ্যাঁ, তার কাছে এক টুক্‌রো হীরে আছে, তা দিয়ে সে অল্প সময়ের জন্যে আমাদের আত্মাকে মুক্ত করে দিতে পারে, আর নীলপাখীটিকে জোর করে আদায় করতে পারে; কিন্তু তা হলে কি হবে, জান? আমাদের সকলকে চিরকালের জন্যে মানুষের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে। (বৃক্ষপত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) ও কে কথা কইছে? ওক্? ভাল আছ তো? (ওক্ পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) এঁ্যা, আজও তোমার সর্দ্দি সারে নি? বারো মাস যে রকম ঠাণ্ডা ঘাস জড়িয়ে থাক! আচ্ছা, নীলপাখীটা তোমার কাছেই আছে তো? (পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে! ছোঁড়াকে মেরে ফেলতেই হবে। এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে? (পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) এঁ্যা, কি বলছ? ঠিক বুঝতে পারছি নে। তার ছোট বোন? সেটাকেও মেরে ফেলতে হবে। (পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) হ্যাঁ, কুকুরটাও সঙ্গে আছে বটে। তাকে তো মারবার কোন উপায় দেখি না। (পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) কি বলছ? ঘুষ দিয়ে? অসম্ভব! চেষ্টার ত্রুটি করি নি, (পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) আর কে কে আছে? আগুন, চিনি, জল আর রুটি। সকলেই আমাদের দিকে, কেবল রুটিকে একটু সন্দেহ হয়। আলো একাই কেবল মানুষের পক্ষে; কিন্তু সে আসবে না। আমি তিলতিলকে বুঝিয়েছি যে, আলো যেমনি ঘুমোবে, অমনি যেন তারা লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এমন সুযোগ কি আর হয়। (পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, জানোয়ারদের খবর

দিতে হবে বৈকি। খরগোসের কাছে তার নাগরাটা আছে তো? আচ্ছা, তা হলে তাকে এখনি নাগরা পিটে জানোয়ারদের খবর দিতে বল। বাহবা! ঠিক হয়েছে! এদিকে যে এরাও এসে পড়ল!

[খরগোসের নাগরার শব্দ শুনা গেল। তিলতিল, মিতিল এবং কুকুর প্রবেশ করিল]

তিলতিল

এই কি সেই জায়গা?

বিড়াল

(অতিশয় বিনয় ও আগ্রহের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইয়া) এই যে প্রভু এসেছ! আজ কি সুন্দর, কি চমৎকার তোমায় দেখাচ্ছে! তোমার আসবার খবর আগেই আমি এদের দিতে এলুম। খবর ভাল। আজ রাত্রেই আমরা নীলপাখীটাকে হাত করতে পারব। দেশের প্রধান প্রধান জানোয়ারদের জড়ো করবার জন্যে আমি খরগোসকে নাগরা পিট্‌তে বলে দিয়েছি। ঐ যে জানোয়ারদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ওই যে গাছতলায় সব একে একে জড়ো হচ্ছে। কিন্তু ওরা একেবারে তোমাদের কাছে আসবে না, একটু লাজুক কি না! (নানা প্রকার জানোয়ারের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল, গরু, শূয়ার, গাধা, ঘোড়া, ইত্যাদির। বিড়াল তিলতিলকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গেল) দেখ, কুকুরকে কিন্তু আনা ঠিক হয় নি; সকলের সঙ্গেই ওর ঝগড়া। গাছেদের সঙ্গেও ওর বনে না। আমার ভয় হয়, ও হতেই বুঝি-বা সব পণ্ড হয়ে যায়!

তিলতিল

ওকে ফেলে রেখে আসতে পারি নি। (কুকুরের প্রতি সরোষে) দূর হ হতভাগা! সকলের সঙ্গেই ঝগড়া! দূর হয়ে যা তুই এখান থেকে!

কুকুর

কে? আমি? কেন? কি অপরাধ আমি করলুম?

তিলতিল

দূর হ বল্‌ছি, তোকে আমরা এখানে চাই না যা, দূর হয়ে যা!

কুকুর

আমি মুখটি বুজে থাকব—একটিও কথা কইব না। তারা আমায় দেখতে পাবে না। আমায় মাফ্‌ কর, তাড়িয়ে দিও না।

বিড়াল

(তিলতিলের প্রতি চুপে চুপে) ওকে কি এই রকমে প্রশ্রয় দিতে চাও! ভারি অবাধ্য তো! দাও না ঘা কতক বসিয়ে,—অসহ্য করে তুলেছে!

তিলতিল

(কুকুরকে প্রহার করিল) এইবার বোধ হয় আমার কথা শুনবি!

কুকুর

(যন্ত্রণায়) ঔঃ! ঔঃ! ঔঃ!

তিলতিল

কি বল্‌স্‌ এখন?

কুকুর

তুমি আমায় মারলে! এবার আমি তোমায় আদর করি!
(তিলতিলকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল)

তিলতিল

আচ্ছা, ঢের হয়েছে, এবার যাও এখান থেকে!

মিতিল

না, না, কেন ও যাবে? আমি ওকে যেতে দেব না; ও কাছে না থাকলে আমার বড্ড ভয় করে।

কুকুর

(আহ্লাদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চুম্বনে চুম্বনে মিতিলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল) এই তো কথার মত কথা। কি সুন্দর তুমি! কি চমৎকার তুমি! আর একটা চুমো দাও, আর একটা, আর একটা!

বিড়াল

আহাম্মক কোথাকার! আচ্ছা, দেখা যাবে তখন। আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। হীরেটি ঘুরিয়ে ফেল।

তিলতিল

কোথায় আমি দাঁড়াব?

বিড়াল

এই চাঁদের আলোয়। তা হলে ভাল রকম দেখা যাবে; এইবার আস্তে আস্তে ঘুরোও।

[তিলতিল হীরকটি ঘুরাইয়া দিল। বৃক্ষ সকলের ডাল পালা হিস্ হিস্ শব্দে নড়িয়া উঠিল। পুরাতন এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি ফাঁক হইয়া গিয়া প্রত্যেকের ভিতর হইতে আত্মা বাহির হইতে লাগিল। বৃক্ষের চেহারা-অনুযায়ী তাহাদের আত্মাগুলিও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিল। কেহ বা হাত-পা ছড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া গুঁড়ির ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইতে লাগিল—যেন কতকাল ধরিয়া সব ঘুমাইতেছিল। কেহ কেহ বা উৎসাহভরে লাফাইয়া বাহির হইতে লাগিল। সকলে আসিয়া তিলতিল ও মিতিলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

ঝাউ গাছ

(সর্ব্বপ্রথম অগ্রবর্ত্তী হইয়া এবং প্রাণপণে চীৎকার করিয়া) মানুষ! এই ছোট্ট মানুষ! আমরা এদের সঙ্গে কথা কইব! আমাদের মুখ ফুটেছে; নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেছে! এরা কোত্থেকে এসেছে? কে এরা? কি করে?

(লেবু গাছের প্রতি ; সে চুরুট টানিতে টানিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল)

খুড়ো, এদের চেন কি ?

লেবু গাছ

এদের কখনো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো !

ঝাউ গাছ

নিশ্চয় তুমি দেখেছ ! তুমি সব মানুষকেই চেনো ; তুমি তাদের ঘরের উপর সর্ব্বদা ঝুলে থাকো ।

লেবু গাছ

(তিলতিল ও মিতিলকে ভাল করিয়া দেখিয়া) না ; আমি ঠিক বল্‌ছি, এদের চিনি না । এরা এখনো ভারি ছেলে মানুষ । আমি চিনি, শুধু প্রণয়ীদের—যারা চাঁদের আলোয় আমার কাছে আসে । আর চিনি, মাতালদের—যারা আমার তলায় বসে সরাব খায় ।

বাদাম গাছ

(চসমাখানা ভাল করিয়া চোখে লাগাইয়া) কে এরা ? বড্ড গরীব ! পাড়া-গাঁ থেকে এসেছে বোধ হয় !

ঝাউ গাছ

তোমার কথা যদি বলতে হয়,—তুমি তো বড়-বড় সহরের রাস্তা ছাড়া আর কোথাও বড় একটা দেখা দাও না !

উইলো

ও ভাই, এরা জ্বালানি কাঠের জন্যে আবার আমার হাত পা কাটতে এসেছে !

ঝাউ গাছ

চুপ্‌ চুপ্‌ ; ওক্ আসছে ; সে তার প্রাসাদের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে । আজ ওকে বড়ই অসুস্থ দেখছি ! ক্রমশ বুড়ো হয়ে পড়ছে কি না ! আচ্ছা, ওর বয়েস কত হতে পারে ? কেউ কেউ

বলে, ওর বয়েস নাকি চার হাজার বছর। আমার কিন্তু মনে হয়, অত নয়, সব কথা আজ সে নিজেই খুলে বলবে।

[ওক্ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিল। সে অতিশয় বৃদ্ধ। একখানি সবুজ আংরাখায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত; মস্তকে লতার মুকুট; সাদা ধব্‌ধবে দাড়ি বাতাসে উড়িতেছিল। সে অন্ধ। একগাছি শক্ত লাঠির উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে সে হাঁটিতেছিল। একটি ছোট ওক্ হাত ধরিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছিল। নীলপাখীটি তাহার কাঁধের উপর বসিয়া ছিল। সে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমুদয় বৃক্ষ সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল]

তিলতিল

এই যে, এর কাছে নীলপাখী! শিগ্‌গির, শিগ্‌গির ওটা আমায় দাও।

বৃক্ষ সকল

চুপ কর!

বিড়াল

টুপি খোল, তিলতিল। বৃদ্ধ সম্রাট্ ওক্ উপস্থিত!

ওক্

কে গা তুমি?

তিলতিল

মশাই, আমি তিলতিল। নীলপাখীটি কখন্ আমায় দেবেন?

ওক্।

তিলতিল? কাঠুরের ছেলে?

তিলতিল

হ্যাঁ মশাই।

ওক্

তোমার বাবা আমাদের কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করেছে, জান?

কেবল আমার বংশেরই কতজনকে মেরেছে, দেখ। আমার ছ-শ ছেলে, পাঁচশ' খুড়ো-খুড়ী আর তাদের ছেলে-মেয়ে বারো-শ', চার-শ' পুত্রবধূ, আর বারো-হাজার নাতি-নাত্‌নিকে সে মেরে ফেলেছে।

তিলতিল

মশাই, আমি তার কিছুই জানি নে। তিনি বোধ হয় ইচ্ছে করে মারেন নি।

ওক্‌

তুমি কি জন্যে এসেছ এখানে? আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কি জন্যে আমাদের বাইরে এনেছ?

তিলতিল।

আপনাদের বিরক্ত করেছি বলে মাফ্‌ চাইছি। বিড়াল বল্‌লে, নীলপাখীর সন্ধান আপনারা বলে দেবেন।

ওক্‌

হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি নীলপাখী খুঁজে বেড়াচ্ছ, তার মানে প্রত্যেক জিনিসের গুপ্ত রহস্যটুকু। তা হলে সব রকম সুখ হাতে আসবে, আর মানুষ আমাদের দাসত্বটাকে আরো কঠোর করে তুলবে।

তিলতিল

না মশাই, তা নয়। পরী বেরীলুনের ছোট মেয়েটির ভারি অসুখ, তারই জন্যে এটি দরকার।

ওক্‌

(চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল) ভাল! জানোয়ারদের অভিপ্রায় এখনো শুনি নি, কোথায় তারা? এতে আমাদের যেমন স্বার্থ, তাদেরো তেমনি। আমরা অর্থাৎ শুধু গাছেরা মিলে একটা সিদ্ধান্ত করলেই চলবে না, তাদেরো মতামত নিতে হবে।

[illegible] কি হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে। শেষে গাছেরাও সব চটে যাবে

ঘোড়া, ষাঁড়, ভেড়া, ·

একে [illegible] এইদিকেই আস্‌ছে।

[জানোয়ার [illegible] হইল। দেবদারু প্রত্যে[illegible] ধরিয়া ডাকিতে লাগিল এবং তাহারা আসিয়া একে একে গাছতলায় বসিল। কেবল ছাগল এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং শূয়ারটা গাছের গোড়ায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল]

ওক্

সকলেই হাজির?

খরগোস

মুরগী তার ডিম ছেড়ে আসতে পারবে না; সজারু বাড়ীতে নেই; হরিণের শিঙে ভয়ঙ্কর ব্যথা, সে আসতে পারে নি; শেয়ালের জ্বর, সে ডাক্তারের চিঠি দিয়েছে—এই সে চিঠি; হাঁস আমার কথা বুঝতেই পারলে না; আর মোরগ তো চটেই লাল, সে গস্‌গসিয়ে চলে গেল।

ওক্

এদের অনুপস্থিতির জন্যে আমরা দুঃখিত। যাই হোক্, এতেই আমাদের সভার কাজ চলবে। দেখ ভাই সব, আমরা কি জন্যে আজ জড়ো হয়েছি, তা জান বোধ হয়? এই যে ছেলেটি,—ও নীলপাখী নিতে এসেছে; ইচ্ছে করলেই সেটি নিতে পারে। কিন্তু তা হলে যে গুপ্ত রহস্যটুকু আমরা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে লুকিয়ে এসেছি, সে-টুকু হাতছাড়া হয়ে যাবে। মানুষকে চেনো তো? একবার এটি পেলে, আমাদের দুর্দশার আর অন্ত থাকবে না। সে জন্যে আমি বলি যে, আর ইতস্তত করা উচিত নয় আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ছেলেটাকে [illegible]।

তিলতিল।

ও কি বল্‌ছে ?

কুকুর।

(ওক্‌কে আক্রমণ করিবার জন্য তার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল)
এইও বুড়ো। ব্যাটা পাজী! আমার দাঁত দেখেছিস্‌ ?

ৰাচ্‌

(ক্রুদ্ধ হইয়া) ওক্‌কে অপমান কর্‌ছে !

ওক্‌

কে ওটা, কুকুর! দাও ওকে তাড়িয়ে! বিশ্বাসঘাতকের স্থান এখানে নেই।

বিড়াল

(একান্তে, তিলতিলের প্রতি) কুকুরকে তাড়িয়ে দাও। ওদের কথার উল্টো মানে করছে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, কোন ভয় নেই, কুকুরকে কিন্তু তাড়িয়ে দাও।

তিলতিল

যা বলছি এখান থেকে !

কুকুর

হুজুর, হুকুম দিলে এই বেতো, বুড়ো ভিখিরি ব্যাটার পা দুটো খুব কসে আঁচড়ে দি ; কি মজাই হবে তা হলে!

তিলতিল

চুপ কর্‌ পাজী! তুই বেরো এখান থেকে !

কুকুর

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তোমার যখন দরকার হবে, আমি আসব।

বিড়াল

(একান্তে, তিলতিলের প্রতি) একে বেঁধে রাখাই ভাল, কি জানি

কখন্ কি হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে। শেষে গাছেরাও সব চটে যাবে আর সব পণ্ড হবে।

তিলতিল

বাঁধব কি করে? শেকল তো আনি নি।

বিড়াল

সে জন্যে ভাবনা নেই। এই তো আইভি রয়েছে, খুব শক্ত করে ও বেঁধে ফেলবে।

কুকুর

(গর্জ্জিয়া উঠিয়া) ও, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম। বেড়াল হোল যত নষ্টের গোড়া। ওকে আমি দেখ্ছি। হ্যাঁরে, কি ফিস্ ফিস্ করছিস্ তুই। ওরে বেইমান, ওরে নচ্ছার, ওরে পাজি। ভৌঃ—ভৌঃ—ভৌঃ।

বিড়াল

দেখ্ছ, আমাকে অপমান করছে?

তিলতিল

বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুলেছে। আইভি, তুমি ওকে আচ্ছা করে বেঁধে রাখ তো।

আইভি

(ভয়ে ভয়ে কুকুরের নিকট গিয়া) কামড়াবে না?

কুকুর

(গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে) না, বরং তার উল্টো। একটু থাম, আচ্ছা, চল তুমি আমার সঙ্গে।

তিলতিল

(ছড়ি উঠাইয়া) টাইলো!

কুকুর

(তিলতিলের পায়ের নিকট শুইয়া ল্যাজ নাড়িতে লাগিল) হুকুম করুন, কি আমায় করতে হবে ?

তিলতিল

সটান শুয়ে পড়। আইভি তোমায় বাঁধবে, তুমি চুপ করে থাক, নইলে—

কুকুর

(মুখ বুজিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং আইভি তাহাকে বাঁধিতে লাগিল) বাঁধ, বাঁধ, যেমন করে ইচ্ছে, বাঁধ। দেখ হুজুর, আমার নখগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে, নিশ্বাস চেপে ধর্‌ছে !

তিলতিল

আমি কিচ্ছু জানি নে, যেমন তোর নষ্টামি ! চুপ করে থাক্, নড়িস্ নি, বড্ড বাড় বেড়েছে তোর !

কুকুর

তুমি আগাগোড়াই ভুল বুঝেছ। বেড়াল নেমকহারামি করেছে। ওরা তোমায় মেরে ফেলবে, হুঁসিয়ার হও। এই দেখ আমার মুখ বাঁধছে, আমি কথা কইতে পারছি না !

আইভি

কোথায় একে রাখবো ? খুব শক্ত বাঁধন দিয়েছি। কথা কইবারো জো'টি রাখি নি।

ওক্

আমার একটা বড় শেকড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখে দাও—একেবারে পিছন দিকে। ওর বিচার পরে করা যাবে। আচ্ছা, এবার হয়েছে তো ? এখন কাজের কথা বলি। মানুষের অত্যাচার আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে রয়েছে। আমি যে কি ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করেছি, সে আমিই জানি। এই প্রথম, আজ আমরা মানুষের

বিচার করতে বসেছি ; সেও আমাদের ক্ষমতা বুঝতে পারবে। যে অনিষ্ট সে আমাদের করেছে, যে রকম নিষ্ঠুরতা সে এদ্দিন দেখিয়েছে, তাতে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে আমাদের কারো এতটুকুও আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সমুদয় বৃক্ষ ও জানোয়ার

না, না, না; কিছুতেই নয়! ফাঁসি দাও, মেরে ফেল। ভয়ানক অত্যাচার! ঘোর অবিচার! আর সহ্য হয় না! টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল! মেরে ফেল! আর দেরি না! এই দণ্ডে! এইখানেই—

তিলতিল

(বিড়ালের প্রতি) এরা অমন করছে কেন ? চটেছে না কি ?

বিড়াল

ভয় নেই। একটু বিরক্ত হয়েছে বটে, কেননা বসন্ত ঋতুর আসতে এখনো ঢের দেরি। তা হোক্; ভয় নেই। আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

ওক্

তা হলে আমরা ঠিক করে ফেলি এস, কি উপায়ে হত্যা করা যাবে। কোন্‌টা সব চেয়ে সোজা, সব চেয়ে নিরাপদ আর কি উপায় করলে বেশী দাগ-টাগ থাক্‌বে না, শেষে যাতে ধরা না পড়ি।

তিলতিল

এরা কি কর্‌ছে সব ? কিসের এত গণ্ডগোল ? আমি তো আর পারছি নে! ওর কাছেই নীল পাখী রয়েছে, দিয়ে ফেল্লেই তো চুকে যায়!

ষাঁড়

সব চেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে, পেটের নীচে আমার শিঙের একটি গুঁতো দেওয়া। কি, দোব না কি ?

ওক্

কে ও কথা কইচে ?

বিড়াল

ষাঁড়।

বীচ

আমার সব চেয়ে উঁচু ডাল আমি দিতে পারি, ওদের ফাঁসিতে লট্‌কাবার জন্যে।

আইভি

ফাঁসি লাগাবার জন্যে খুব ভাল দড়ি আমি দিতে পারি।

দেবদারু

কফিনের জন্যে আমি চারখানা তক্তা দিতে পারি।

উইলো

সব চেয়ে সোজা উপায় আমার মনে হয়, নদীতে ডুবিয়ে মারা—আমি তার ভার নিতে পারি।

লেবুগাছ

(নম্রস্বরে) থাম, থাম ; একেবারে অতদূর করাটা কি সত্যি সত্যি দরকার ? ওরা এখনো বড্ড ছোট্ট। আমি বলি, ওদের কয়েদ করে রাখ, যাতে কোন অনিষ্ট করতে না পারে। আমি বরং চারদিক ঘিরে ওদের কয়েদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ওক্

কে ও ? লেবুগাছের মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি না ?

দেবদারু

হ্যাঁ, সেই।

ওক্

তা হলে দেখছি, জানোয়ারদের মত আমাদের মধ্যেও ধর্ম্মদ্রোহী আছে ; আজ থেকে তবে ফলের গাছকেও রাজদ্রোহী বলে ধরা গেল। ফলের গাছ তো আর সত্যি সত্যি গাছ নয়।

শুয়ার

আমি বলি, ছোট্ট মেয়েটাকে আগে খেয়ে ফেলা যাক্। আহা! কি মোলায়েমই লাগবে!

তিলতিল

কি বল্‌ছে ওটা?

বিড়াল

কি জানি, ওরা কিসের গণ্ডগোল করছে! গতিক বড় ভাল দেখছি না।

ওক্

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে প্রথম মানুষকে আক্রমণ করবে? কে প্রথমে এগুবে?

দেবদারু

এ সম্মান আপনারই প্রাপ্য, আপনি হলেন রাজা—আমাদের মধ্যে প্রধান।

ওক্

কে ও, দেবদারু! ভায়া, এখন আমি বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি, দুটি চোখ অন্ধ, হাতে সে জোর আর নেই। সেদিন কি আর আমার আছে! তুমিই বরং এ সম্মান গ্রহণ কর; তুমি চির-সবুজ, তোমার উঁচু মাথা, অনেক গাছের জন্ম তুমি দেখেছ। আমার অক্ষমতায়, এ সম্মান তোমারই প্রাপ্য, তুমিই অগ্রসর হও।

দেবদারু

ধন্যবাদ; কিন্তু কফিনের জন্যে তক্তা জোগাবার সম্মান যখন আমার রয়েইছে তখন এর উপর আবার একটা ভার নিতে গেলে অন্য গাছেদের উপর অবিচার করা হয়; এতে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। সেইজন্যে আমি বলছি যে, বীচকেই বরং এ সম্মান

দেওয়া হোক! আমাদের পরে প্রাচীনত্বে আর বংশ-মর্য্যাদায় সেই-ই এ সম্মানের অধিকারী।

বীচ

তোমরা জানই তো, উইপোকায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁঝ্‌রা করে ফেলেছে; ডালগুলো সব ফোঁক্‌রা—জোর নেই কিন্তু এল্‌ম্‌ আর সাইপ্রেস্‌ বেশ শক্ত আর বলবান।

এল্‌ম্‌

এ সম্মান আমি আহ্লাদের সঙ্গে নিতে পারতুম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না—কাল রাত্রে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলটা একেবারে মুচ্‌ড়ে গেছে।

সাইপ্রেস্‌

আমায় যদি বল তো আমি প্রস্তুত! কিন্তু আমিও ভায়া দেবদারুর মত বেশী অধিকার নিতে ইচ্ছুক নই। গোরের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়; তা ছাড়া কবরের উপর অশ্রুপাত করবার সম্মানও আমার আছে, তবে আমার ঘাড়ে আবার আর-একটা কেন? ঝাউকে বরং জিজ্ঞাসা কর।

ঝাউগাছ

আমাকে? সত্যি বল্‌ছ নাকি? কেন, তোমরা কি জান না যে কচি ছেলের হাড়ের চেয়েও আমার কাঠ নরম? তা ছাড়া, আমার অবস্থা এখন বড় সাংঘাতিক। আমি জ্বরে কাঁপ্‌ছি, আমার পাতাগুলো দেখ্‌ছ না! ভোর হবার আগেই আমায় ভয়ঙ্কর সর্দ্দি ধরবে।

ওক্‌

(সক্রোধে) দেখছি, তোমরা মানুষকে দস্তুরমত ভয় কর। দুটো ছোট ছেলে—একরত্তি, কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই তাদের হাতে,—তারাও তোমাদের বশ করলে? তাদের দেখে ভয়ে কেউ এগুতে

পারছ না? ঢের হয়েছে—আমি একাই যাব; এ সুযোগ তো ছাড়া যায় না। আমি বুড়ো হয়েছি—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না—হাঁটতে পারি না—চোখে দেখতে পাই না—কিন্তু তাতে কি যায় আসে। আমি আমার চিরশত্রুর বিরুদ্ধে একাই যাব। কোথায় সে? (লাঠি উঁচাইয়া তিলতিলের দিকে অগ্রসর হইল)

তিলতিল

(পকেট হইতে ছোরা বাহির করিয়া) কি? বুড়োটা বুঝি লাঠি নিয়ে আমাকে মারতে আসছে?

বৃক্ষ সকল

(ছোরা দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বৃদ্ধ ওক্‌কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল) ছুরি বার করেছে! সাবধান! ছুরি বার করেছে!

ওক্

(আস্ফালন করিয়া) যেতে দাও আমায়। ছুরিই হোক্ বা কুড়ালিই হোক্। কিছু যায়-আসে না। আট্‌কাচ্ছ কেন? এঁ্যা, কি বলতে চাও তোমরা? (লাঠি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) তবে তাই হোক্। ধিক্ আমাদের! জানোয়ারদেরই বল, আমাদের রক্ষা করতে।

ষাঁড়

বেশ কথা। দেখ, আমি কি করি। শিঙের একটি গুঁতোতেই ঠিক করে দেব।

(মিতিল ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল)

তিলতিল

ভয় কিসের? আমার পিছনে থাক, ছুরি রয়েছে, ভয় কি?

ভেড়া

ছোট ছেলেটার দেখ্‌ছি ভারি সাহস!

তিলতিল

তোমরা তা হলে সকলেই আমার বিপক্ষে ?

শুয়ার

ভগবানের নাম কর ; তোমার মরণ উপস্থিত। কিন্তু ছোট মেয়েটাকে অমন করে লুকিয়ে রেখো না, আমি তাকে চোখে-চোখে রাখতে চাই। আগে আমি ওটাকে খাব।

তিলতিল

(ভেড়ার প্রতি) তোমার আমি কি করেছি ?

ভেড়া

না, কিছুই কর নি ! কেবল আমার ছোট ভাইটি, বোন দুটি, কাকা-কাকী, ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকু'মাকে তোমরা জবাই করে খেয়েছ ! থাম, দেখাচ্ছি তোমায় মজা। যখন মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়বে, দেখবে যে আমারো দাঁত আছে !

গাধা

আর আমারও খুর আছে !

ঘোড়া

(উদ্ধতভাবে পা আছড়াইয়া) দেখ্, আমি তোর কি দশা করি ! এক লাথিতে মাটিতে ফেলে দাঁত দিয়ে তোকে ফেড়ে ফেল্ব। (তিলতিলের দিকে দৌড়িয়া গেল, তিলতিল ছোরা উঁচাইয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ ঘোড়াটা ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিল) এ কিন্তু ভারি বিশ্রী ! আবার ছোরা দেখায় যে ! এ রকমটা কিন্তু ঠিক নয় !

ভেড়া

ছোট্ট ছেলেটার তো ভারি সাহস !

শুয়ার

(ভাল্লুক ও নেকড়ের প্রতি) দেখ ভাই, তিন জনে মিলে ওদের খাল করি, এস। আমি পিছন থেকে তোমাদের সাহায্য করব।

ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে তিন ভাগ করে খাব।

নেকড়ে

সামনে গিয়ে তোমরা ওকে ভয় দেখাও, আমি পিছন থেকে লাফ দি। (তিলতিলের গায়ে লাফাইয়া পড়িল, তিলতিল পড়িয়া গেল)

তিলতিল

পাষণ্ড! (এক হাঁটুতে ভর দিয়া প্রাণপণে ছুরি চালাইতে লাগিল এবং মিতিলকে কোন রকমে বুকের নীচে ঢাকিয়া রাখিল। জানোয়ার ও গাছগুলো একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে জখম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিলতিল প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল) টাইলো, কোথায় তুমি? শিগ্‌গির এস! শিগ্‌গির! টাইলেট্ গেল কোথায়? টাইলেট্, টাইলেট্!

বিড়াল

(এক পা তুলিয়া ধরিয়া) আমার চল্‌বার শক্তি নেই, পা'টা গেছে—একেবারে মুচ্‌ড়ে গেছে!

তিলতিল

(ছুরি চালাইতে লাগিল এবং প্রাণপণ শক্তিতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল) টাইলো, এস শিগ্‌গির,—একা আমি পারছি না। ওরা অনেক—ভাল্লুক, শুয়ার, নেকড়ে, গাধা, দেবদারু, ঝাউ—সব একসঙ্গে জুটেছে, শিগ্‌গির এস টাইলো, শিগ্‌গির এস।

[টাইলো বাঁধন ছিঁড়িয়া এক লাফে আসিয়া তিলতিলের কাছে দাঁড়াইল এবং জানোয়ারগুলোকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করিল]

কুকুর

এই আমি এসেছি, আর ভয় নেই! এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার দাঁতের কত জোর! এই যে ভাল্লুক, এই যে শুয়ার, এই যে ষাঁড়। কেমন, আর লড়বে? এই যে গাছের দল, এবার তোমাদেরো ঠিক করছি, দাঁড়াও!

তিলতিল

আমি আর উঠতে পারছি না। সাইপ্রেস্ আমার মাথায় খুব এক ঘা মেরেছে।

কুকুর

ঔঃ! ঔঃ! উইলো আমার পা জখম করে দিলে।

তিলতিল

ওরা আবার আসছে, ওই দেখ, নেকড়ে সকলের আগে রয়েছে!

কুকুর

থাম, ওকে এবার আচ্ছা করে দেখিয়ে দি!

নেকড়ে

(কুকুরের প্রতি) বোকা, তোমার এই কাজ? তুমি তো আমাদেরই ভাই! তোমার কি মনে নেই, তিলতিলের বাপ তোমার সাত-সাতটা ছেলেকে ঠেঙিয়ে মেরেছিল!

কুকুর

বেশ করেছিল! সেগুলো তোমারই মতো দেখ্‌তে হয়েছিল কিনা, তাই মেরেছিল!

জানোয়ার ও বৃক্ষসকল

অধার্ম্মিক! বিশ্বাসঘাতক! আহাম্মক! ওকে ছেড়ে দে! ওটা তো মরে গেছে! এখনো বল্‌ছি, আমাদের দলে আয়!

কুকুর

কখ্‌খনো না! প্রাণ থাকতে নয়! সব্বাই তোমরা এক দিকে, আমি একা এক দিকে! ভগবান আছেন, ধর্ম্ম আছেন, ভয় কি! তিলতিল সাবধান, ভাল্লুক তেড়ে আস্‌ছে। ষাঁড়টাও আস্‌ছে! আমি লাফিয়ে ওর টুঁটি ধরব। উঃ-হুঃ-হুঃ, গাধা ব্যাটা এক ঘা লাথি মেরেছে রে! দুটো দাঁত ভেঙে দিয়েছে! উঃ!

উঃ-হুঃ-হুঃ টৈহ্যি [illegible] ইয়া নেংচাইতে
খুব আর এক ঘা মেরেছে—এই দেখ, [illegible] ই

কুকুর

আহা, হা! এস, আমি বেশ করে চেটে দি; এখনি সেরে যাবে। তুমি আমার পিছনে থাক, ভয় নেই! আবার ওরা আসছে! এবার আমাদের প্রাণপণে রুখে দাঁড়াতে হবে!

তিলতিল

(মাটিতে শুইয়া পড়িয়া) নাঃ, আর আমি দাঁড়াতে পারছি না!

কুকুর

(কাণ পাতিয়া শুনিয়া) ওই তারা আসছে, ওই তাদের আওয়াজ পাচ্ছি, গন্ধ পাচ্ছি!

তিলতিল

কোথায়? কে আসছে?

কুকুর

আর ভয় নেই! আলো আসছে! সে আমাদের খুঁজে পেয়েছে! ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার প্রভু বেঁচে গেলেন, ঐ দেখ গাছগুলো, জানোয়ারগুলো সব পিছু হঠ্‌ছে—ওরা ভয় পেয়েছে!

তিলতিল

আলো, আলো! শিগ্‌গির এস, শিগ্‌গির এস! ওরা বিদ্রোহী হয়েছে! আমাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে!

[আলো প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ করিবামাত্র বনভূমি আলোকিত হইয়া উঠিল—ভোর হইল]

আলো

কি এ! ব্যাপার কি! কিন্তু বাছা, তুমি কি জান না? হীরেটা ঘুরিয়ে দিলেই তো হয়! এখনি সব নিস্তব্ধ, অসাড় হয়ে যাবে।

[তিলতিল হীরকটি ঘুরাইবামাত্র বৃক্ষ সকলের আত্মা গিয়া গুঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। জানোয়ারদের আত্মাও অদৃশ্য হইয়া গেল এবং কতকগুলি নিরীহ ষাঁড়, ভেড়া, গাধা, ছাগল প্রভৃতি দূরে চরিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। বনভূমি একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। তিলতিল বিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল]

তিলতিল

কি আশ্চর্য্য! কোথায় গেল সব! ওরা সব পাগল হয়েছিল না কি?

আলো

না, ওরা এই রকমই দুর্দ্দান্ত; কিন্তু আমরা তা জান্‌তে পারি নে, কেননা দেখ্‌তে পাই নে। প্রথমেই তোমায় বলেছিলুম যে, আমি যখন না থাকব, ওদের তখন জাগালেই বিপদ ঘটবে!

তিলতিল

(ছুরি মুছিতে মুছিতে) টাইলোই বাঁচিয়ে দিলে, আর এই ছুরিখানা। আমার ধারণাই ছিল না যে, ওরা এত-বড় দুর্দ্দান্ত!

আলো

এখন বুঝলে তো, জগতের অন্য সকলের বিপক্ষে মানুষ একাই সব!

কুকুর

প্রিয় দেবতা, তোমার খুব লেগেছে কি?

তিলতিল

তেমন কিছুই নয়। মিতিলকে কিন্তু তারা ছুঁতেও পারে নি। টাইলো, তোমার কিন্তু বড্ড লেগেছে। তোমার মুখময় রক্ত, পা ভেঙে গেছে! আহা!

কুকুর

ও কিছুই নয়! সকাল হলেই সেরে যাবে। লড়াইটা কিন্তু ভারি জবর চলেছিল!

বিড়াল

(পিছনের একটা ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া নেংচাইতে নেংচাইতে) কি লড়াই-ই বেধেছিল। উঃ। ষাঁড়টা আমার পেটে এমন জোরে এক গুঁতো মারলে। দাগ টের পাওয়া যাচ্ছেনা বটে, কিন্তু বড্ড বেদনা। ওক্ আমার পা ভেঙে দিয়েছে।

কুকুর

সত্যি? কোন্ পা'টা। হ্যাঁরে বেইমান, কোন্ পা'টা।

মিতিল

আহা বেচারী! বড্ড লেগেছে! কোথায় ছিলে তুমি টাইলেট্, একবারো তো তোমায় দেখি নি!

বিড়াল

(ভণ্ডামির সহিত) আর সে কথা জিজ্ঞাসা কর কেন? শুয়ারটা তোমায় খেতে আসছিল, আমি তাকে তাড়া করতে গিয়েই-না ঘাল হয়ে পড়লুম। আর বুড়ো ওক্ অমনি বাগ পেয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলে— আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

কুকুর

(সরোষে দাঁত কড়্মড়্ করিয়া) আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। ওরে নেমক্হারাম, বুঝলি? আয় দেখি তুই আমার সঙ্গে।

বিড়াল

(মিতিলের প্রতি) দেখ না মা, আমায় অপমান করছে, মারবে বলে শাসাচ্ছে।

মিতিল

(কুকুরের প্রতি) আহা, ছেড়ে দে না ওকে। টাইলো—আবার! এই পাজি, হতভাগা!

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সম্মুখে সুন্দর মেঘমালা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিলতিল, মিতিল, আলো, কুকুর, বিড়াল, রুটি, আগুন, চিনি, জল ও দুধ প্রবেশ করিল]

আলো

আমার বিশ্বাস, নীলপাখী এবার নিশ্চয় আমরা পাব। আগে কিন্তু তা মনেই হয় নি। আজ ভোর বেলায় ধাঁ করে এই কথাটা মাথায় এসে ঢুক্‌লো—আকাশ থেকে কিরণ-ছটা তীর বেগে যেমন ছুটে আসে, ঠিক তেমনি ভাবে। আমরা এখন আনন্দপুরীর দোর-গোড়ায় এসে পড়েছি। এখানে মানুষের যত রকমের আনন্দ, যত রকমের সুখ-বিলাস,—সব এক জায়গায় জড় হয়ে রয়েছে। এদের মালিক হোল নিয়তি।

তিলতিল

তারা কি সংখ্যায় অনেকগুলো? আমরা তাদের পাব তো? সবাই কি তারা ছোট-ছোট?

আলো

তাদের কতক ছোট-ছোট, কতক বড়। কতক সৌখীন, কতক অপরিষ্কার। কতকগুলি দেখতে বেশ সুন্দর, আবার কতকগুলো মোটেই ভাল নয়। কিন্তু যে-গুলো দেখতে কদাকার, তাদের সবাইকে সুখের বাগান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সব এখন দুঃখের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। সুখের বাগান আর দুঃখের গুহা, এ দুটো ঠিক পাশাপাশি—মাঝখানে ব্যবধান

রয়েছে কেবল একটা পাতলা বাষ্পীয় পরদার। এই পরদাটা মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে উড়ে যাচ্ছে—কখনো বা উপর থেকে ন্যায়ের হাওয়ার দোলায়, কখনো বা পরকালের অতলস্পর্শী গহ্বরের ঝড়ের দাপটে। আমাদের এখন করতে হবে এই যে, সবাই আমরা ভাল রকম তৈরী হয়ে নোব, আর কয়েকটা বিষয়ে সকলে খুব সাবধান থাকবো। সুখেরা এমনিতে বেশ ভালই। কিন্তু ওদের ভেতর এমন অনেকে আছে, যারা বড়ই ভয়ানক। কোন মতেই তাদের বিশ্বাস করা যায় না,—তাদের কাছে দুঃখ-দুর্দ্দশা কোথায় লাগে!

রুটি

আমি একটা কথা বলতে চাই। ওরা যদি এতই ভয়ানক, আমাদের তাহলে ভেতরে না ঢুকে দরজার বাইরে থাকাই ভাল নয় কি? এতে আমরা তিলতিল-মিতিলকে সাহায্য করতে পারবো,—যদি সত্যই ওদের ছুটে পালাবার দরকার হয়।

কুকুর

না, কখ্খনো না। আমি আমার ক্ষুদে দেবতাটির সঙ্গে সব জায়গাতেই যাব। যাদের অত ভয়, তারা থাকুক্ না কেন, দোরগোড়ায় পড়ে! (রুটির দিকে তাকাইয়া) যারা কাপুরুষ, আর (বিড়ালের দিকে চাহিয়া) যারা নেমকহারাম, তাদের কোনই দরকার নেই।

আগুন

আমি কিন্তু যাবই। শুনেছি, ওর ভেতর ভারি মজা! ওরা নাকি সব দিনরাত খালি নেচে-কুঁদেই বেড়ায়!

রুটি

আচ্ছা, ওরা খায়-দায় তো?

জল

(নাকি সুরে) সুখ যে কি বস্তু, একদিনের জন্যেও তা জানলুম না। এবার আমি কিছু-না-কিছু দেখতে চাই।

আলো

চুপ্ কর সব। কে তোমাদের মতামত চাইছে! শোন, আমি যা ঠিক করেছি। কুকুর, রুটি আর চিনি এরাই তিনজন কেবল ছেলেদের সঙ্গে যাবে। জল থাকবে বাইরে, কেননা সে ভারি ঠাণ্ডা। আগুনও যেতে পাবে না, কেননা সে ভারি অশান্ত। আর দুধ তো এই দোরগোড়া ছেড়ে এক পা-ও নড়তে পাবে না, কেননা আদবেই তার মতি স্থির থাকে না। বেরালকে আমার কিছুই বলবার নেই, সে যথা অভিরুচি করুক্।

বিড়াল

আমি তাহলে এই অবসরে কয়েকজন জাঁদরেল্-জাঁদ্রেল্ দুঃখের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আসি। তারা এই নিকটেই থাকে—সুখেরই ঠিক পাশে।

তিলতিল

আলো? তুমি কি তাহলে আমাদের সঙ্গে আস্‌ছ না?

আলো

আমি এই রকম খোলাখুলি ভাবে সুখেদের ভেতর যেতে পারি না তো! কেননা, ওদের অনেকে মোটেই আমায় সহ্য করতে পারে না। সুখী লোকদের ভেতর যেতে হলে আমি নিজেকে বেশ করে ঢেকেঢুকে যাই। (একটা মোটা আবরণে সর্ব্বাঙ্গ বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইল) আমার একটিমাত্র ছটাও যেন ওদের ভেতর গিয়ে না পড়ে। কেননা, ওদের ভেতর এমন অনেকে আছে, যারা তা দেখলেই চম্‌কে ওঠে আর ভয় পায়। এই ভাবে আগাগোড়া

ঢেকে গেলে পর, ওদের ভেতর যারা অত্যন্ত কুৎসিত আর অত্যন্ত নোংরা, তাদেরও ভয় করবার কিছুই থাকবে না।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য—সুখের প্রাসাদ

[মেঘের পর্দ্দা সরিয়া গেলে দেখা গেল, সম্মুখে প্রকাণ্ড এক হল সারি-সারি থাম মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নানারকম সৌখীন আসবাবে হলটি সাজানো। ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড এক রূপোর টেবিল। টেবিলের উপর সোনা-রূপোর বড় বড় পাত্রে অসংখ্য রকমের খাবার সাজানো। টেবিল ঘিরিয়া পৃথিবীর যত-সব বিলাসী খাইতে বসিয়া গিয়াছে। কেহ গো-গ্রাসে কেবলই গিলিয়া যাইতেছে। কেহ গান জুড়িয়া দিয়াছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ বা এদিক ওদিক ফেরৃতা দিয়া বেড়াইতেছে। কেহ এত খাইয়াছে যে, খাবারের কাঁড়ির উপরেই ঘুমে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সকলেই বেজায় মোটা। গোল গোল লাল ডগডগে মুখ। সর্ব্বাঙ্গ মখমল আর জরির পোষাকে ঢাকা—আর তাহাতে মণি-মুক্তা ঝলমল্ করিতেছে।

তিলতিল, মিতিল, কুকুর, রুটি আর চিনি এই সব দেখিয়া প্রথমটায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল আর আলোর চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বিড়াল কিন্তু এই ফাঁকে পিছনের পরদা সরাইয়া চুপে চুপে সরিয়া পড়িল]

তিলতিল

ওরা কারা? যত সব ভাল ভাল খাবার একসঙ্গে খেতে বসে গেছে? ওঃ, লোকগুলো কি বেজায় মোটা!

আলো

ওরা পৃথিবীর যত সব স্থূল বিলাসী, ওদের সকল ব্যাপারই স্থূল। এমনো হতে পারে, নীল পাখী কখনো না কখনো ওদের ভেতর এক-আধ চক্কর দিয়ে গেছে। কিন্তু সঠিক কিছুই বলা যায় না তো! সে জন্যে হীরেটি এখন তুমি ঘুরিয়ো না, এখনো তার

সময় হয় নি। আমরা হলটার এই দিক থেকে খুঁজতে আরম্ভ করি এস।

তিলতিল

ওই মোটা লোকগুলোর কাছ অবধি আমরা যেতে পারি না কি?

আলো

নিশ্চয় পারি। ওরা, লোক তত খারাপ নয়, কিন্তু ভারি অসভ্য আর ভারি ইতর।

মিতিল

আহা! কি সুন্দর সুন্দর মেঠাই দেখ!

কুকুর

আর কি চমৎকার চমৎকার কাবাব! তার উপর রয়েছে আবার ভেড়ার ঠ্যাং আর বাছুরের যকৃৎ! বাছুরের যকৃতের মতো চমৎকার জিনিষ কি জগতে আছে?

রুটি

অবিশ্যি পাউরুটি ছাড়া। মিহি সাদা ময়দার রুটি! একেবারে তোফা! চমৎকার!

চিনি

আজ্ঞে, মাপ করবেন মশাইরা! কারো মনঃক্ষুণ্ণ করতে অবিশ্যি আমি চাই নে। কিন্তু মিষ্টান্নগুলোর কথা আপনারা ভুলেই যাচ্ছেন যে! যতই বলুন, মিষ্টান্নের কাছে কেউ-ই নয়! দেখুন তো একবার চেয়ে! ওই প্রকাণ্ড টেবিলটার কি বাহারই হয়েছে! অন্যসব খাবার-দাবার ওর তুলনায় কিছুই নয়। যদি বলি যে মিষ্টান্নের শোভা-সৌন্দর্য্য এই হলটার দামী আসবাব-পত্রকেও হার মানিয়েছে, তো বেশী কিছুই বলা হয় না।

তিলতিল

ওই মোটা লোকগুলো কতই না সুখী! মনের আনন্দে ওরা লাফালাফি করছে, হাসছে, গান করছে। তাই তো! এবার ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে যে!

[প্রায় দশ বারো জন মোটা-মোটা বিলাসী টেবিল ছাড়িয়া উঠিল। তারপর দুই হাতে প্রকাণ্ড ভুঁড়ি চাপিয়া ধরিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্তভাবে তারা ছেলেদের দিকে হাঁটিয়া আসিতে লাগিল]

আলো

কোন ভয় নেই। ওরা খুব অমায়িক। সম্ভবত, ওরা তোমাদের খেতে ডাকবে। যেও না কিন্তু। খাওয়া-দাওয়ার ভেতর যদি যাও, যে কাজের জন্য বেরিয়েছ, তা ভুলে যাবে।

তিলতিল

কি! কিছুই খাব না! এতটুকু মিষ্টিও নয়! আহা, মেঠাইগুলো কি চমৎকার! কেমন তাজা তাজা! সব একেবারে গড়িয়ে পড়ছে! আহা, হা!

আলো

কিন্তু বড়ই বিপজ্জনক। উদ্দেশ্য একেবারেই ভুলিয়ে দেবে। মানুষের জানা উচিত, কর্ত্তব্য করতে গেলে কি রকম করে বিলাসের জিনিষ ত্যাগ করতে হয়। ওরা যতই বলুক, রাজি হোয়ো না। বিনয়ের সহিত অস্বীকার করবে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে। বুঝলে?

[প্রকাণ্ড মোটা একজন বিলাসী অগ্রসর হইয়া তিলতিলের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল]

এই যে তিলতিল, কেমন আছ?

তিলতিল

(অবাক হইয়া) অ্যাঁঃ—আপনি আমায় চেনেন না কি? কে আপনি?

বিলাসী

আমি বিলাসীদের ভেতর সব চেয়ে বড়। আমি হলুম পয়সা-থাকার-সুখ। আমি আমার আত্মীয়দের হয়ে তোমায় নিমন্ত্রণ করছি, তুমি সবান্ধবে এসে আমাদের সুমধুর খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ কর। তোমরা দেখবে, পৃথিবীর বড় বড় সব সুখ-বিলাস তোমাদের ঘিরে রয়েছে। প্রধান প্রধান কয়েকজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। এটি হোল আমার জামাতা—জমিদার-হওয়ার-সুখ। ওঁর ভুঁড়িটি ঠিক একটি ন্যাসপাতির মতো। ইনি হলেন দাম্ভিক-হওয়ার-সুখ। দেখ্‌ছ তো, এঁর মুখখানি কি রকম ভড়ংদার। [দাম্ভিক-হওয়ার-সুখ মশাই মুরুব্বিয়ানা ভাবে একটু ঘাড় নাড়িলেন] আর এই যে দেখ্‌ছ দুজন, এঁরা হলেন দুটি যমজ ভাই। একজনের নাম ভোজন-বিলাসী, আর একজনের নাম পান-বিলাসী। যে সময় তোমরা পেট পূরে খেয়ে-দেয়ে নাও আর আকণ্ঠ ভরে জল পান করে নাও, অর্থাৎ যখন তোমাদের খিদেও থাকে না, তেষ্টাও থাকে না, এঁরা দুজন তখনকার জন্যেই। আর ওদিকে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, উনি হলেন কিছু-না-জানার-সুখ, উনি হলেন বদ্ধ কালা। আর এদিকের এটি হলেন কিছু-না-বোঝার-সুখ, ইনি একেবারে কাণা—ঠিক বাদুড়ের মতো। উনি হলেন, কিছু-না-করার-সুখ, আর ইনি হলেন, অতিরিক্ত-নিদ্রা-যাওয়ার-সুখ। হাতগুলি এঁদের পাঁউরুটির শাঁস দিয়ে তৈরী আর চোখগুলি মোরব্বার রসের তৈরী। আর ওই যে ওঁকে দেখ্‌ছ, উনি হলেন বিকট-হাসির-সুখ। ওঁর মুখের হাঁ, একেবারে এ-কাণ থেকে ও-কাণ পর্য্যন্ত। ওঁকে এড়িয়ে চলবার সাধ্য কারুরই নেই। [বিকট-হাসির-সুখ মশাই কোমরে দুহাত দিয়ে শরীরটাকে মোচড় দিতে-দিতে নমস্কার জানাইলেন]

তিলতিল

(আর একটি মূর্ত্তি একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাকে লক্ষ্য করিয়া) ওখানে দাড়িয়ে রয়েছে, ওটি কে? এদিকে ঘেঁস্‌ছে না কেন? ওই দেখুন ফিরে দাঁড়ালো!

বিলাসী

ওর কথা জিজ্ঞাসা করে কাজ নেই। ও আর এক ধরণের— ছোট ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবার মতো নয়। আচ্ছা, চল তোমরা এবার ও-দিকে। ওখানে ভোজের মহাধূম লেগে গেছে। সকাল থেকে এই বারো বার হল। এবার তোমাদেরই কেবল অপেক্ষা। ওই শুনতে পাচ্ছ তো, ওরা সবাই তোমাদের জন্যে কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! ওদের সকলেরই সঙ্গে কিন্তু তোমাদের আলাপ-পরিচয় করা সম্ভব নয়। কেন না, সংখ্যায় ওরা অনেকগুলি। ওই দেখ, তোমাদের দুজনের জন্যে ভাল ভাল দুটি আসন ঠিক করা রয়েছে। চল, তোমাদের নিয়ে ওখানে বসিয়ে দিই। (তিলতিল-মিতিলের হাত ধরিতে গেল)

তিলতিল

না, না! মাফ্ করবেন, বিলাসী মশাই। আমরা এখন যেতে পার্‌বো না। এজন্যে আমি ভারি লজ্জিত। তাড়াতাড়ি আমাদের যেতে হবে কিনা! আমরা নীল পাখী খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি জানেন কি বিলাসী মশাই, কোথায় সে লুকিয়ে আছে?

বিলাসী

নীল পাখী? রোস—, হাঁ, হাঁ—মনে পড়েছে। সেদিন একজন বল্‌ছিল বটে। আমার মনে হয়, ও-পাখীটা খেতে মোটেই সুস্বাদু নয়। কেননা, আমাদের খাবারের থালায় কখনো তাকে দেখি নি। সে কারণে, তার সম্বন্ধে মোটেই আমাদের উঁচু ধারণা নেই। কিন্তু, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কি দরকার।

আরো কত ভাল-ভাল জিনিষ আমাদের রয়েছে। চল, তোমরাও আমাদের সঙ্গে মিশে যাবে। আমরা যা-যা করি তোমরাও তাই করবে।

তিলতিল

কি আপনারা করেন?

বিলাসী

কেন, কিছু-না-করার কাজে ক্রমাগত আমরা নিজেদের লাগিয়ে রাখি। এক মুহূর্তের জন্যেও কি আমাদের ফুরসৎ আছে, মনে কর? আমরা খাই-দাই, আমোদ করি আর নিদ্রা যাই। ওঃ, কি ভয়ঙ্কর কাজ!

তিলতিল

এতে কি খুব সুখ হয়?

বিলাসী

হয় না? নিশ্চয়ই হয়! পৃথিবীতে যা-কিছু সুখ ওতেই তো!

আলো

তাই তুমি মনে কর না কি?

বিলাসী

(আলো-কে দেখাইয়া চুপে-চুপে) ওড়্না ঢাকা, কে ওটি?

[এদিকে ইহাদের কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, ওদিকে কয়েকজন আসিয়া কুকুর, চিনি ও রুটিকে লইয়া খাবার টেবিলে হাজির করিল। তিলতিলের হঠাৎ সেদিকে নজর পড়ায়, দেখিল ওরা তিনজন মজা করিয়া খাইতে বসিয়া গেছে]

তিলতিল

ও আলো, দেখ দেখ, ওরা যে সব দিব্যি আরামে খেতে বসে গেছে?

আলো

ডাক ওদের। শীগ্‌গির। নইলে এর ফল বড্ডই খারাপ হবে।

তিলতিল

টাইলো। হতভাগা, বাঁদর কোথাকার। এস বল্‌ছি। রুটি। চিনি। কি হচ্ছে তোমাদের? ওঠ শীগ্‌গির। কার হুকুমে ওখানে গেছ তোমরা?

রুটি

ভদ্রভাবে কথা কইতে পার না?

তিলতিল

কি! এতদূর আস্পর্দ্ধা! আমার কথার উপর কথা! হোল কি তোমার? আর, টাইলো? এমনি করেই কি তুমি আমার কাজ করবে? শীগ্‌গির ওঠ! ঘাড় নীচু করে দাঁড়াও।

কুকুর

(টেবিলের পাশে বসিয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে) যখন আমি খেতে বসি, আমি কারো নই। খাওয়ার সময় আমার জ্ঞান থাকে না।

চিনি

(এক মুখ মধু ভরিয়া লইয়া) মাফ্ করতে হচ্ছে। এমন সদাশয় বন্ধুদের চট্ করে আমরা ছেড়ে যেতে পারি কি? এঁরা তাহলে ক্ষুণ্ণ হবেন যে।

বিলাসী

দেখ্‌ছ তো এবার? ওরা কেমন খেতে বসে গেছে? তোমরাও চল। আর কোনই ওজর শুন্‌ছি নে। কি, যাবে না? এবার তাহলে জোর করে নিয়ে যাব। (অন্য বিলাসীদের প্রতি) এস তো তোমরা এদিকে। এদের পাক্‌ড়াও করে নিয়ে যাই।

[যত-সব বিলাসী আসিয়া তিলতিল-মিতিলকে ঘিরিল এবং উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তিলতিল-মিতিল ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল। আর সেই বিকট-হাসির-সুখ ছুটিয়া আসিয়া আলো-কে জড়াইয়া ধরিল]

আলো

তিলতিল, এতক্ষণে সময় হয়েছে। দাও এবার তোমার হীরেটি ঘুরিয়ে।

[তিলতিল হীরকটি ঘুরাইয়া দেওয়া মাত্রই অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। হলটার ভিতর এক স্নিগ্ধ, স্বর্গীয় আলো ফুটিয়া উঠিল। হলের সেই সাজসজ্জা ও সৌখীন আসবাব-পত্র কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঘরখানার চেহারা বদলাইয়া গিয়া শান্তিময় ও আনন্দময় এক দেবমন্দিরে পরিণত হইল। রূপোর প্রকাণ্ড টেবিলটা রাশি-রাশি খাদ্যদ্রব্য সমেত কোথায় মিলাইয়া গেল। বিলাসীদের মণি-মুক্তাখচিত সৌখীন পরিচ্ছদ সেই স্বর্গীয় আলোকে ঝলসিয়া গেল। তখন তাহাদের আসল রূপ বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা কি কদাকার! কি বীভৎস! বিলাসীরা দুঃখে, লজ্জায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সব চেয়ে বিকট-হাসির-সুখকেই বেশী কদাকার দেখাইতে লাগিল। না-বোঝার-সুখ কিন্তু নির্বিকার। সে চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুতেই যেন তার বিকার নাই। অন্য সব বিলাসী কিন্তু পাগলের মত ছুটোছুটি করিতে লাগিল, কোথাও একটু অন্ধকার পাইলে তাহারা লুকাইয়া বাঁচে। কিন্তু কোথাও কি অন্ধকার আছে! স্বর্গীয় আলোকে ঘর খানার অন্ধি-সন্ধি পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছে। বিলাসীরা শেষকালে হতাশ হইয়া ডানদিকের পরদা ঠেলিয়া দুঃখের গহ্বরের মধ্যে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। দুঃখের গহ্বরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় তাহাদের আর্তনাদ ও অভিসম্পাত শোনা যাইতে লাগিল। এদিকে কুকুর, রুটি আর চিনি মাথাটি নীচু করিয়া ছেলেদের পিছনে পলাইয়া গিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল]

তিলতিল

(বিলাসীদের একে একে পলাইতে দেখিয়া) ওঃ, কি কুৎসিত ওরা! কিন্তু অমন করে ছুটে পালাচ্ছে কোথায়?

আলো

ওদের এখন আর মাথার ঠিক নেই। ওরা চলেছে এবার দুঃখের কাছে আশ্রয় নিতে। সেখানেই ওদের চিরকাল ধরে থাকতে হবে।

তিলতিল

(চারিদিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল) আহা! কি সুন্দর বাড়ী! এ আমরা কোথায় এলুম?

আলো

যেখানে ছিলুম, সেইখানেই আছি—এক পা'ও নড়ি নি। তোমার চোখ দুটি এখন অন্য রকম দেখ্‌ছে। এবার সত্যিকারের যে সব সুখ, তাদের আমরা দেখতে পাব।

তিলতিল

বাঃ, কি মিষ্টি মধুর হাওয়া,—ঠিক যেন বসন্তকাল। ঐ দেখ, দেখ! কারা সব আমাদের দিকেই আসছে।

[সমস্ত ঘরখানি সুন্দর-সুন্দর মূর্ত্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। ঠিক যেন এক একটি দেবতা। অনেক কালের ঘুমন্ত অবস্থা হইতে যেন একে একে উঠিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ অতি সূক্ষ্ম, আলো ছায়ায় তাহা ঝিকমিক্ করিতেছে; আর কত গোলাপের লালিমা, কত ঝরণার শুভ্র হাসি, কত শিশিরের ঝল্‌মলানি, কত উষার নীল আভা যে তাহাতে জড়ানো রহিয়াছে, তার ঠিক-ঠিকানাই নাই]

আলো

ওই যে অতি অপূর্ব্ব চেহারার কয়েকজন এদিকে আস্‌ছে, ওরাই আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যাবে।

তিলতিল

ওদের চেন ?

আলো

ওদের সবাইকেই আমি চিনি। ওদের কাছে যখন-তখন আমি যাই। ওরা কিন্তু জানতে পারে না, আমি কে।

তিলতিল

ওরা যে দেখ্‌ছি, অনেক। চারদিক থেকে জড় হতে সুরু করেছে।

আলো

সংখ্যায় ওরা আরো ঢের বেশী ছিল। ভোগ-বিলাসেরা ওদের বিস্তর ক্ষতি করে দিয়েছে।

তিলতিল

এখনো যা আছে, তা অসংখ্য।

আলো

আরো অনেককে দেখবে। তোমার ঐ হীরেটির আভা যেমন-যেমন ছড়িয়ে পড়বে, তেমনি-তেমনি ওরা নজরে আস্‌বে। পৃথিবীতে কত রকমেরই সুখ যে আছে! মানুষে যা ভাবে, তার চেয়ে ঢের বেশী। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের খুঁজেই পায় না।

তিলতিল

ওই দেখ, হোথায় কেমন ছোট-ছোট মূর্ত্তিগুলি। চল না, ওদের সঙ্গে আলাপ করি।

আলো

তার দরকার নেই। যাদের নিয়ে আমাদের কাজ, তারা নিজে নিজেই এদিক দিয়ে যাবে। যারা বাকি থাক্‌বে, তাদের সঙ্গে পরিচয় কর্‌বার কোনই দরকার নেই।

[ছোট-ছোট একদল মূর্ত্তি হাসিতে-হাসিতে এবং আনন্দে লাফাইতে-লাফাইতে হলের পিছন হইতে বাহির হইল এবং তিলতিল-মিতিলকে ঘিরিয়া উল্লাসে নাচিতে সুরু করিয়া দিল]

তিলতিল

কি চমৎকার! কে এরা? কোত্থেকে এলো?

আলো

এরা সব ছোট-ছেলেদের-সুখ।

তিলতিল

এদের সঙ্গে কথা কই?

আলো

না, তাতে কোন লাভ নেই। এরা গান গায়, হাসে, নাচে, কিন্তু এখনো কথা কয় না।

তিলতিল

(আহ্লাদে তুড়ি লাফ খাইয়া) কেমন আছ তোমরা সব, কেমন আছ? ওই দেখ, দেখ! ও কেমন হাস্‌ছে! ওদের কি সুন্দর-সুন্দর পোষাক! সবাই কি ওরা ধনী?

আলো

না, তা নয়। সব জায়গাতে যা হয়ে থাকে, এখানেও তাই। গরীবেরই ভাগ এখানে বেশী।

তিলতিল

গরীব তো কাউকে দেখছি নে! কোথায় তারা?

আলো

ধনী-গরীব এখানে চেনা যায় না। পৃথিবীতে আর স্বর্গে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মনোহর তাই দিয়েই যে শিশুদের-সুখ সাজানো!

তিলতিল

(নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া) আমি ওদের সঙ্গে নাচ্‌বো।

আলো

কিছুতেই তা হতে পারে না। মোটেই ওদের সময় নেই। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ওদের কাছে নীল পাখী নেই। তা ছাড়া ওদের দেখ্‌ছি, বড্ড তাড়া। ওই দেখ, ওরা চলে যাচ্ছে। ওদেরও সময় নেই। কেননা, শিশুকাল খুব অল্পক্ষণ স্থায়ী।

[আর এক দল সুখ—এরা একটু বড়-সড়—গান করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। "ঐ যে তারা, ঐ যে তারা, আমাদের দেখতে পেয়েছে, ঐ হোথায়।" তারপর তিলতিল-মিতিলকে ঘিরিয়া উল্লাসে নাচিতে সুরু করিয়া দিল। দলের ভেতর যে সব চেয়ে বড়, সে হাত দুখানি বাড়াইয়া দিয়া তিলতিলের কাছে ছুটিয়া আসিল]

সুখ

এই যে তিলতিল, কেমন আছ ?

তিলতিল

এও দেখছি আমায় চেনে। (আলোর প্রতি) যেখানেই যাই, সবাই আমায় চেনে। (সুখের প্রতি) কে তুমি ভাই ?

সুখ

আমায় তুমি চেন না ? আমি তাহলে বাজি রেখে বল্‌তে পারি, এখানকার কাউকে তুমি চেনো না।

তিলতিল

না তো। কাউকে চিনি নে। তোমাদের কাউকে আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো !

সুখ

(অন্য সুখেদের প্রতি চাহিয়া) শুন্‌লে এর কথা ? আমি আগেই জান্‌তেম। ও বল্‌বে, আমাদের ও দেখেইনি। (অন্যসব সুখ তো

হাসিয়া গড়াগড়ি) আ রে পাগল! আমাদেরই যে তুমি চেনো! আমরা সর্ব্বক্ষণ যে তোমায় ঘিরে রয়েছি। আমরা একসঙ্গে খাই, ঘুমোই, জেগে উঠি। এত কাছে যে আমরা!

তিলতিল

ও!—ঠিক্, ঠিক্। মনে পড়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাই, তোমাদের নাম কি?

সুখ

দেখ্ছি, কিছুই তুমি জান না। এরা সব হোল তোমার ঘরের সুখ—আমি এদেরই একজন।

তিলতিল

অ্যাঁ, ঘরে কি তাহলে সুখ আছে?

(সকলেই হাসিয়া উঠিল)

সুখ

শুনলে তোমরা এর কথা? ঘরে কি সুখ আছে? ওরে অবোধ, ঘরের প্রত্যেক কোণটি যে সুখে ভরা! আমরা সেখানে হাসি, গান করি, নেচে-কুঁদে দিনরাত ফুর্ত্তি করি। আমাদের এত ফুর্ত্তি যে, ঘর-সংসার ওলট্-পালট্ হয়ে যায়! কিন্তু আমরা যা-ই করি না কেন, তোমরা তার কিছুই দেখতেও পাও না, শুনতেও পাও না। এবার থেকে তোমাদের জ্ঞান হবে, আশা হয়। এসো, আমাদের ভেতর প্রধান-প্রধান কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, বাড়ীতে ফিরে গিয়ে চট্ করে যাতে ওদের চিনতে পার আর হাসি-খুসি দিয়ে যাতে ওদের সুখী করতে পার। তোমাদের জানা উচিত যে, সবাই ওরা তোমাদের জীবন আনন্দময় আর সুখময় করতে প্রাণপণ করে থাকে। প্রথমেই আমি আমার নিজের পরিচয় দিই। আমি হলুম স্বাস্থ্যের-সুখ। আমি দেখতে খুব

সুন্দর না হলেও, আমারই আবশ্যকতা সব চেয়ে বেশী। এটি হোল নির্ম্মল-বায়ুর-সুখ। সব চেয়ে এ স্বচ্ছ। ওটি হোল মা-বাপকে-ভালবাসবার-সুখ। ওর পোষাকের রং ফিকেটে, আর সর্ব্বদাই ও কিছু বিষণ্ণ। কারণ কেউ ওর দিকে ফিরেও চায় না। উটি হোল নীল-আকাশের-সুখ। ওর পোষাক অবশ্য নীল রঙের। আর ওই ওটি হোল অরণ্যের-সুখ—ওর পোষাক সবুজ। জানলা দিয়ে যতবার মুখ বাড়াও, ততবারই ওকে দেখতে পাও। এটি হোল সূর্য্য-কিরণে-উজ্জ্বল-মুহূর্ত্তগুলির-সুখ, আর ওটি হোল বসন্তকালের-সুখ।

তিলতিল

তোমরা সবাই কি প্রতিদিনই এই রকম সুন্দর ?

সুখ

হাঁ, নিশ্চয়ই। আর ওই যে ওখানে দেখ্‌ছ, ওটি হোল পৃথিবীর সকল রাজার চেয়ে মহিমাময় যে সূর্য্য, তার অস্তগমন-দেখার-সুখ। আর ওরই পিছনে, ওটি হোল তারাগণের-উদয়-দেখার-সুখ। যখন বর্ষা নামে, এটি হোল সেই বৃষ্টিপাত-দেখার-সুখ। এ মুক্তার পোষাকে ঢাকা। ইটি হোল শীতের দিনে আগুন-পোয়াবার-সুখ। কিন্তু আমাদের ভেতর সব চেয়ে যে উত্তম, তার কথা এখনো বলি নি। সে হোল নির্ম্মল-চিন্তা-করার সুখ। সে নির্দ্দোষ-আনন্দ-সকলের ভাই। তাদের সকলকে এখনই তোমরা দেখতে পাবে। কিন্তু সংখ্যায় তারা অনেক বেশী। তাদের প্রধান-প্রধান কয়েকজনকে আসবার জন্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্বর্গের দরজার কাছটিতে তারা থাকে। তোমরা যে এসেছ, সে সংবাদ এখনো তারা পায় নি। শিশিরের-উপর-খালি-পায়ে-দৌড়াবার-সুখকে তাদের আনতে পাঠিয়ে দিই। আমাদের ভেতর সেই-ই খুব দ্রুত হাঁটতে

পারে। (শিশিরের-উপর-খালি-পায়ে-হাঁটার-সুখ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া হাজির হইল) যাও তুমি, শীগ্‌গির গিয়ে ওদের খবর দাও।

আলো

(তিলতিলের প্রতি) এই সময় ওর কাছে নীল পাখীর খোঁজটা নাও না! এমনও হতে পারে, তোমার ঘরের-সুখই তার সন্ধান জানে।

তিলতিল

নীল পাখী কোথায়, জান কি তুমি?

সুখ

শুন্‌ছ তোমরা? নীল পাখী কোথায়, এ তা জানে না।

(সকলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল)

তিলতিল

(বিরক্তভাবে) জানিই না তো! এতে হাসবার কি আছে শুনি!

(আবার সকলে হাসিয়া উঠিল)

সুখ

আহা, রাগ কোরো না! তোমরা সব থাম। সত্যিই ও জানে না। মানুষেরা সচরাচর যা হয়ে থাকে, এও তাই। কিন্তু খালি-পায়ে-দৌড়াবার-সুখ, আনন্দ সকলকে আনতে গেছে। ওই তারা আসছে।

[সরল, সুন্দর, দেবোপম কতকগুলি মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সেই দিকে আসিতেছে, দেখা গেল। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সৌন্দর্য্যে ঝল্‌মল্ করিতেছিল]

তিলতিল

আহা হা, কি সুন্দর-সুন্দর মূর্ত্তি! কিন্তু ওরা হাস্‌ছে না তো? ওরা কি তবে সুখী নয়?

আলো

কেউ যখন হাসে, তখনই যে সে প্রকৃত সুখী, তা অবিশ্যি বলা যায় না।

তিলতিল

ওরা কারা?

সুখ

ওরা সব আনন্দ।

তিলতিল

ওদের নাম জান?

সুখ

জানি বৈ কি! ওদের সঙ্গে হামেসাই তো আমরা খেলা করি। সুমুখেই যাকে দেখ্‌ছ, ওটি হোল ন্যায়-কাজ-করার-আনন্দ। অন্যায়ের প্রতিকার হতে দেখলেই ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আমি এখনো ছোট কি না। তাই ওর হাসি এখনো দেখি নি। ওর পিছনে ওই রয়েছে, কল্যাণের-আনন্দ। সব চেয়ে ও সুখী, কিন্তু ভারি বিষণ্ণ। অনেক করে ওকে আট্‌কে রাখতে হয়। কারণ, ও কেবলই দুঃখ সকলকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যেতে চায়। একবার যদি ও আমাদের ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমাদেরও অবস্থা দুঃখ সকলের মতোই শোচনীয় হয়ে ওঠে। ডানদিকে ওটি হোল খ্যাতির-আনন্দ। ওর পরেই ওটি চিন্তার-আনন্দ। তার পরেরটি হোল জ্ঞানের-আনন্দ। ও সর্ব্বদাই ওর ভাই না-বোঝবার-আনন্দকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তিলতিল

আমি কিন্তু ওর ভাইকে দেখেছি। সে বড় বড় বিলাসীদের সঙ্গে দুঃখের কাছে আশ্রয় নিতে গেছে।

সুখ

আমিও তাই ভেবেছি। সে একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে। অনবরত বদ্‌সঙ্গে থেকে-থেকে একদম সে গোল্লায় গেছে। একথা কিন্তু জ্ঞানের-আনন্দকে জানিও না। সে তাহলে, তাকে খুঁজতে বেরুবে আর আমরা একটি উত্তম আনন্দকে হারাবো। এদিকের এটি হোল সুন্দর-জিনিষ-দেখার-আনন্দ। ও প্রত্যহ কতকগুলি করে নূতন আলোকচ্ছটা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তাতে আমাদের আনন্দ আরো বাড়তে থাকে।

তিলতিল

আর ওখানে, ওই দূরে সোনালি মেঘের ভেতর ওটি কে? ওকে স্পষ্ট করে দেখতেই পাচ্ছি না যে! ওঃ, কতদূরে ও রয়েছে!

সুখ

ও হোল প্রেমের-আনন্দ। তুমি এখন এত ছোট যে, ওর নাগালই পাবে না।

তিলতিল

আর ওখানে—ডান দিকে? ওই যে ওড়্‌না ঢাকা? ওরা নিকটে আস্‌ছে না তো?

সুখ

ওই সব আনন্দকে মানুষ এখনো চেনে না।

তিলতিল

আর ওরা? ও ভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

সুখ

দেখছ না, আর একটি নূতন আনন্দ ধীরে ধীরে এই দিকে আস্‌ছে! এরা সব ওকেই সম্মান দেখাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে যত সব আনন্দ আছে, ওটি-ই সব চেয়ে নির্ম্মল, সব চেয়ে পবিত্র।

তিলতিল

কে ওটি ?

সুখ

চিনতে পারলে না ? ভাল করে দেখ দেখি! তোমার চোখ ছুটিকে হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে দেখ দেখি! ও তোমায় দেখতে পেয়েছে, চিনতে পেরেছে! দেখ, হাত ছুখানি বাড়িয়ে দিয়ে তোমার দিকেই ছুটে আসছে। চিনলে না ? এ যে তোমার মাতৃস্নেহের-আনন্দ!

[অন্য সব আনন্দ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাতৃস্নেহের-আনন্দকে সম্মান দেখাইল, তারপর চুপ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল]

মাতৃস্নেহ

তিলতিল ? মিতিল ? তোমরা হেথায় এসেছ ? হেথায় আসবে, তা ভাবি নি। বাড়ীতে আমার বড্ড একলা-একলা ঠেক্‌ছিল। আর তোমরা ছুজন এদিকে সেই স্বর্গের পথে চলেছ, যেখানে সকল মায়ের প্রাণ আনন্দের সঙ্গে মিশে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে! আয় বাছা, চুমো দে। একটি নয়, আরো,—আরো! আমার কোলে আয়! একলা নয়, ছুজনেই। ওরে, পৃথিবীতে এর চেয়ে আর কি কোন সুখ আছে ? তিলতিল ? মিতিল ? তোমাদের মুখে হাসি নেই যে। আমায় চিনলে না ? আমি যে তোমাদের মায়ের-স্নেহ! আমার পানে চেয়ে দেখ দেখি ? ভাল করে দেখ! আমার চোখ, আমার ঠোঁট, আমার হাত ?—

তিলতিল

হাঁ, হাঁ—চিনেছি এবার। তুমি ঠিক যেন আমার মা! কিন্তু আরো বেশী সুন্দর।

মাতৃস্নেহ

কেন না, আমি তো আর বুড়ো হব না! প্রতিদিন যে আমার নূতন বল বাড়ছে! নূতন-নূতন সুখ, নূতন-নূতন আনন্দ যে বেড়েই চলেছে! তোমাদের প্রত্যেকটি হাসি আমার এক বছর করে বয়স কমিয়ে দেয়। ঘরে থাকলে তা বোঝা যায় না বটে, কিন্তু এখানে প্রত্যেক জিনিষটি স্পষ্ট দেখা যায়। আর এই-ই হোল সত্য।

তিলতিল

(বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল, তার পর মাতৃস্নেহকে বারবার চুম্বন করিতে লাগিল) আর এই এত সুন্দর পোষাক তোমারই! এ কিসের তৈরী? রেশমের, চাঁদির, না মুক্তোর?

মাতৃস্নেহ

না, এ-সবের কিছুরই নয়। চুমো, আদর আর স্নেহদৃষ্টি দিয়ে আমার এই পোষাক তৈরী। তোমরা একটি করে চুমো দাও, আর অমনি চাঁদের কিরণ, সূর্য্যের আলো আমার সর্ব্বাঙ্গে ঝল্‌মলিয়ে ওঠে।

তিলতিল

ভারি মজা তো! তোমার যে এত ধন-দৌলত, তা কিন্তু ভাবি নি! কোথায় এত সব লুকিয়ে রাখতে, বল তো মা?

মাতৃস্নেহ

না বাছা, তা নয়! আমি সর্ব্বক্ষণ এ সব পরেই থাকি। লোকেরা কিন্তু তা দেখে না। মানুষগুলো চোখ বুজ্‌লে কিছুই যে দেখতে পায় না! মায়েরা সবাই ধনী—যখন তারা ছেলেদের স্নেহ করে। মায়ের ভেতর গরীব কেউ নেই,—কেউ কুৎসিত নয়, কেউ বুড়ো নয়। যত রকমের আনন্দ আছে, মায়ের স্নেহ

তার ভেতর সব চেয়ে সুন্দর। যখন তাকে বিষণ্ণ দেখায়, বুঝতে হবে তার একটি কেবল চুমোর দরকার,—তা সেটা সে নিজেই দিক্, বা খোকা-খুকুদের কাছ থেকেই পাক্। এদের দরদ পেলেই তার চোখের জল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে।

তিলতিল

(আশ্চর্য্যভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) হাঁ, সত্যিই তো! তোমার চোখ দুটি দেখছি, নক্ষত্রে ভরা। কিন্তু মা, এ দুটি তোমারই চোখ! তবে ঢের বেশী সুন্দর। এই হাতখানি তোমারই। সে আংটিটিও এতে রয়েছে। বাতি জ্বালতে গিয়ে একদিন পুড়িয়ে ফেলেছিলে, পোড়ার দাগও তো রয়েছে! কিন্তু কত সুন্দর! আর কি নরম! হাত থেকে যেন আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে! বাড়ীতে যে হাত কাজ করতো, এ কি সেই হাত?

মাতৃস্নেহ

হাঁ বাছা, এ সেই হাত। তোমাদের বুকে ধরে সোহাগ করলেই এ হাত সুন্দর হয়ে ওঠে, আর আলোতে ভরে যায়।

তিলতিল

ভারি মজা তো! গলার আওয়াজও ঠিক সেই রকম। কিন্তু বাড়ীতে যা শুনেছি, তার চেয়ে আরো মধুর।

মাতৃস্নেহ

বাড়ীতে যে অনেক ঝঞ্ঝাট বাছা! এখন আমায় দেখলে তোমরা? কাল যখন ঘরে ফিরে যাবে, আমায় ছেঁড়া কাপড়ে দেখে আবার চিনতে পারবে তো?

তিলতিল

আমি আর ফিরে যাবো না, মা। তুমি যখন হেথায় রয়েছ, আমিও থাকবো—যতদিন তুমি থাকো।

মাতৃস্নেহ

সে একই কথা। আমি যখন নীচে যাই, সবাই তখন আমরা নীচেই থাকি। উপরে এখানে তুমি এসেছ, কেবল দেখতে আর শিখতে,—যাতে নীচে গিয়েও তুমি উপরের মতোই আমায় দেখতে শেখ। বুঝলে তো বাছা? স্বর্গ আর কোথায়? স্বর্গ সেখানেই, যেখানে তুমি আমায় চুমো দাও আর আমি তোমায় চুমো দিই। মা কেবল একটি—দুটি নয়। আর তা চির-সুন্দর। কিন্তু তাকে চিন্‌তে হয়, বুঝতে হয়। আচ্ছা, বাছা তিলতিল, হেথায় তুমি এলে কি করে বল তো? এ পথের সন্ধান তুমি পেলে কেমন করে,—মানুষ পৃথিবীতে জন্মে অবধি যার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে?

তিলতিল

(আলো-কে দেখাইয়া) উনিই আমাদের এনেছেন।

মাতৃস্নেহ

কে উনি?

তিলতিল

আলো।

মাতৃস্নেহ

আমি কখনো ওঁকে দেখি নি। কেবল জানতুম যে, তোমাদের দুটিকে উনি বড্ড ভালবাসেন। কিন্তু এমন করে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন কেন? কখনো কি উনি মুখ দেখান না?

তিলতিল

না না, তা কেন? ওঁকে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেলে, পাছে আনন্দ সকল ওঁকে সহ্য করতে না পারে, এই ওঁর ভয়।

মাতৃস্নেহ

কিন্তু উনি জানেন না কি, যে আমরা সবাই অপেক্ষা করে রয়েছি, শুধু কেবল ওঁরই জন্যে। (অন্য সব আনন্দকে ডাকিলেন)

এস তোমরা এ দিকে। শেষকালে আলো এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে!

[আনন্দ সকলের ভিতর সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আলো হেথায় রয়েছেন! আলো! আলো!"]

জ্ঞানের আনন্দ

(অন্য সকলকে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া আসিল এবং আলো-কে জড়াইয়া ধরিল) তুমিই আলো! অথচ আমরা তা জানি নে। তোমার জন্যে যে বছরের পর বছর ধরে আমরা অপেক্ষা করছি! চিনতে পেরেছ কি আমায়? আমি জ্ঞানের আনন্দ। কতকাল ধরে যে তোমায় আমি খুঁজ্‌ছি। আমরা খুবই সুখী। কিন্তু নিজেদের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে দেখবার শক্তি আমাদের নেই

ন্যায়-কাজের-আনন্দ

(আলো-কে আলিঙ্গন করিয়া) আমায় চেন কি? আমি ন্যায়-কাজ-করার-আনন্দ। আমি বহুকাল ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমরা খুব সুখী। কিন্তু নিজেদের ছায়ার ও-পারে আর কিছুই দেখতে পাই নে।

সুন্দর-জিনিষ-দেখার-আনন্দ

(আলো-কে আলিঙ্গন করিয়া) আমায় চিনেছ কি? আমি হলুম, সুন্দর-জিনিষ-দেখার-আনন্দ। আমি তোমায় কতই না ভালবাসি। আমরা বেশ সুখী। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ছাড়িয়ে তার পরে আর কিছুই দেখতে পাই না।

জ্ঞানের আনন্দ

এস বোন্‌, আর আমাদের এ রকম করে অপেক্ষায় রেখো না। সবাই আমরা শক্তিশালী, সবাই আমরা পবিত্র। তোমার

মুখের ঘোমটা খুলে ফেল। যা সর্ব্বশেষ সত্য, যা সর্ব্বশেষ আনন্দ, তা আর লুকিয়ে রেখো না। এই দেখ, সবাই আমরা জানু পেতে তোমার পায়ের তলায় বসেছি। তুমিই আমাদের রাণী—তুমিই আমাদের পুরস্কার।

আলো

(মুখের ঘোমটা আরও ভাল করিয়া টানিয়া) ভগিনীগণ! আমার সুন্দরী ভগিনীগণ! আমি আমার প্রভুর আজ্ঞা মতো কাজ করছি। সে সময় এখনো আসে নি, বোন! সময় যখন হবে, আমি নির্ভয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসবো—তখন কোন রকম আবরণ আর থাকবে না। এখন বিদায়। যাবার সময় সবাই তোমরা একটি করে চুমো দাও—আমি যেন আমার হারানো বোনগুলিকেই খুঁজে পেয়েছি! অপেক্ষা কর বোন, সে দিন আসবে—শীগ্‌গির আসবে!

মাতৃস্নেহ

(আলো-কে আলিঙ্গন করিয়া) তুমি আমার বাছা দুটিকে কতই না ভালবাস!

আলো

যারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, তারা সবাই আমার প্রিয়।

জ্ঞানের আনন্দ

(আলোর নিকটে গিয়া) আমার কপালে তুমি শেষবার আর একটি চুমো দাও।

[আলো তাহাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন দিল। তার পর দুজনে যখন মাথা তুলিল, তখন তাহাদের চোখ্ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল]

তিলতিল

(অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া) তোমরা কাঁদ কেন ? (অন্য সব আনন্দকে দেখিয়া) তোমরাও যে কাঁদ্‌চো ? তাইতো ! তোমাদের চোখেও আবার জল কেন ?

আলো

চুপ কর, তিলতিল—!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—যবনিকার সম্মুখ

[তিলতিল, মিতিল, আলো, কুকুর, বিড়াল, রুটি, আগুন, চিনি এবং জল প্রবেশ করিল]

আলো

পরী বেরীলুনের কাছে খবর পেলুম, নীল পাখী খুব সম্ভব এইখানেই আছে।

তিলতিল

কোথায় ?

আলো

এখানে, এই গোরস্থানে, ঐ পাঁচিলের মধ্যে। যে-সব লোক মরে গেছে তাদের মধ্যে কেউ-না-কেউ তাকে গোরের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। কোন্‌টার মধ্যে আছে, খুঁজে বার করতে হবে।

তিলতিল

কি করে খুঁজবে ?

আলো

সে খুব সহজ কাজ। গোরস্থানে গিয়ে তুমি হীরেটা ঘুরিয়ে দেবে। তা হলেই যারা বেরিয়ে আসবার, হুড়্ হুড়্ করে তারা বেরিয়ে পড়বে; আর যারা আসবে না, তাদেরো আমরা মাটির নীচে দেখতে পাব।

তিলতিল

তারা ক্ষেপে উঠবে না তো ?

আলো

না, সে ভয় নেই ; তারা টের-ই পাবে না, কি হচ্ছে। তা ছাড়া, দুপুর রাত্রে তাদের অনেকেরই বেরুনো অভ্যাস কি না। কাজেই এতে তাদের তখন কোন অসুবিধা হবে না।

তিলতিল

এ কি ! রুটি আর চিনি অমন ফ্যাকাসে মেরে গেল কেন ? মুখে কথা নেই !

রুটি

(কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি মনে করছি, এবার বাড়ী ফিরে যাই।

আলো

(একান্তে তিলতিলের প্রতি) ওদিকে মন দিয়ো না, ওরা মরা লোকের নাম শুনে ভয় পেয়েছে।

আগুন

আমি কিন্তু ভয় করি না। মানুষ ম'লে আমি তো তাদের পুড়িয়ে থাকি। এমন এক সময় ছিল, যখন আমি ওদের সকলকেই পোড়াতুম। তখন কত বেশী আমোদই না ছিল !

তিলতিল

টাইলো অমন কাঁপ্‌ছে কেন ! সেও ভয় পেয়েছে নাকি !

কুকুর

আমি ? কই, না। আমার একটুও ভয় নেই ; তুমি যদি নিয়ে যাও, তা হলে আমিও সঙ্গে যেতে রাজি।

তিলতিল

টাইলেটের কি কিছু বলবার নেই ?

বিড়াল

(উদাসভাবে) আমি জানি, কিসে কি হবে।

তিলতিল

(আলোর প্রতি) তুমিও আমাদের সঙ্গে আসবে তো ?

আলো

না, আমি জিনিষগুলো আর জানোয়ারদের সঙ্গে গোরস্থানের বাইরে থাকবো। কারণ, মরাদের দেখে এদের কেউ-কেউ ভয়ে আধ-মরা হয়ে যাবে, আবার কেউ বা ভারি অস্থির হয়ে উঠবে। মিতিলকে সঙ্গে নিয়ে তুমি একাই যাও।

তিলতিল

টাইলো কি আমাদের সঙ্গে থাকবে না ?

কুকুর

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি থাকব বৈ কি! আমার ক্ষুদে দেবতাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকব!

আলো

তা হতে পারে না। পরীর হুকুম। তা ছাড়া ভয় করবার কিছুই নেই সেখানে।

কুকুর

আচ্ছা, আচ্ছা, না যেতে দাও ক্ষতি নেই। তবে তারা যদি কোন রকম নষ্টামি করে, তা হলে কি করতে হবে শুনে রাখো। এই এমনি করে একবার শিস্ দিও। আমিও অমনি সেই দণ্ডে হাজির হবো। জঙ্গলের কথা মনে আছে তো ?

আলো

আচ্ছা, তবে এসো ; আমি খুব কাছেই থাকবো। আমায় যে ভালবাসে, আমি তার খুব কাছে-কাছেই থাকি কিনা!

[আলো ও অন্যান্য সকলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, তিলতিল ও মিতিল দাঁড়াইয়া রহিল। যবনিকা সরিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য—গোরস্থান

[রাত্রিকাল। গ্রাম্য গোরস্থানের উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। ছোট-বড় অসংখ্য কবর—ঘাসের ঢিপি, পাথরের চাপ, কাঠের ক্রুশ ইত্যাদি। তিলতিল ও মিতিল একটি প্রস্তর-স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান]

মিতিল

আমার ভয় করছে!

তিলতিল

(তারও গা ছম্-ছম্ করিতেছিল) আমার কিন্তু কখ্খনো ভয় করে না।

মিতিল

আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে কি খুব পাজি হয়?

তিলতিল

না, পাজি কি করে হবে? তারা তো বেঁচে নেই!

মিতিল

তুমি কখনো মরা লোক দেখেছ?

তিলতিল

হাঁ, একবার দেখেছি, সে অনেকদিন আগে; তখন আমি খুব ছোট্ট ছিলুম।

মিতিল

কি রকম তারা দেখতে?

তিলতিল

একেবারে সাদা, একেবারে নিশ্চল আর ঠাণ্ডা, কোনরকম কথাবার্তা কয় না; চোখের পলক অবধি পড়ে না!

মিতিল

আচ্ছা, আমরা কি তাদের এখনি দেখতে পাব?

তিলতিল

পাব বৈকি! আলো তো তাই বল্‌লে।

মিতিল

কোথায় তারা?

তিলতিল

হয় ঐ ঘাসের নীচে, না-হয় ঐ সব বড় বড় পাথরের নীচে।

মিতিল

সারা বছর কি ওরা ওরই নীচে থাকে? দিন-রাত?

তিলতিল

হ্যাঁ।

মিতিল

(পাথরের চাপ্ দেখাইয়া) ও-গুলো কি তাদের ঘরে ঢোক্‌বার দরজা?

তিলতিল

হ্যাঁ।

মিতিল

আকাশ পরিষ্কার থাকলে কি ওরা বাইরে বেরোয়?

তিলতিল

ওরা কেবল রাত্রে বেরোয়।

মিতিল

কেন?

তিলতিল

বাঃ! ওরা যে ঘেরাটোপের মধ্যে থাকে।

মিতিল

যখন বৃষ্টি পড়ে তখন বাইরে আসে?

তিলতিল

না, বৃষ্টির সময় ঘরে থাকে।

মিতিল

তা হলে, ওদের ঘরগুলো বেশ আরামের ?

তিলতিল

হ্যাঁ, শুনেছি ভারি আঁটা-সাঁটা।

মিতিল

ওদের ছেলে-মেয়ে আছে ?

তিলতিল

আছে বৈকি, যারা সব মরে যায়—

মিতিল

আচ্ছা, ওরা কি খায় ?

তিলতিল

গাছের শেকড় খায়।

মিতিল

আমরা ওদের দেখতে পাব তো ?

তিলতিল

নিশ্চয় ; হীরেটি ঘুরিয়ে দিলেই পাব।

মিতিল

আচ্ছা, ওরা কি বলবে ?

তিলতিল

কিছুই বলবে না, ওরা কথা কয় না।

মিতিল

কেন কথা কয় না ?

তিলতিল

ওদের কাকেও কিছু বলবার নেই কিনা।

মিতিল

কেন, কিছু বলবার নেই ?

তিলতিল

যা-যাঃ, তুই ভারি বোকা। তোর সঙ্গে আর বকৃতে পারি না।

(উভয়ে চুপ করিল)

মিতিল

হীরেটি কখন ঘুরোবে ?

তিলতিল

আগে দুপুর রাত হোক্, না হলে ওদের কষ্ট হবে যে।

মিতিল

কেন কষ্ট হবে ?

তিলতিল

কারণ দুপুর রাতই হোল ওদের হাওয়া খেতে বেরুবার সময়।

মিতিল

দুপুর হোতে আর কত দেরী ?

তিলতিল

গির্জ্জার ঘড়ি দেখতে পাচ্ছ ?

মিতিল

হ্যাঁ, ঐ যে ছোট কাঁটাটা—

তিলতিল

দুপুর বাজে-বাজে ; ওই যে ঐ বাজ্‌ছে, শুন্‌ছো ?

(ঘড়িতে বারোটা বাজিল)

মিতিল

আমি পালাই।

তিলতিল

এখন না। এবার হীরেটি ঘুরোই।

মিতিল

না, না; ঘুরিয়ো না। আমি আগে পালিয়ে যাই। আমার ভয় করছে—বড্ড ভয় করছে।

তিলতিল

কোন ভয় নেই।

মিতিল

না, না, আমি মরা লোক দেখতে পারবো না। বড্ড ভয় করে, আমি দেখতে পারবো না।

তিলতিল

আচ্ছা, ওদের দেখতে হবে না; চোখ বোজো।

মিতিল

(তিলতিলকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া) তিলতিল, ভাইটি আমার। আমার বড্ড ভয় করছে। আমি থাকতে পারবো না—কিছুতেই না। ঐ বুঝি ওরা-সব বাইরে বেরুচ্ছে?

তিলতিল

অমন করে কেঁদো না। ভয় কি? এক মিনিটের বেশী ওরা বাইরে থাকবে না।

মিতিল

তুমিও তো কাঁপ্‌চো। ওরে বাবারে। না জানি, কি ভয়ঙ্কর ওদের চেহারা।

তিলতিল

সময় হয়ে গেছে, এইবার ঘুরোই।

[তিলতিল হীরেটি ঘুরাইয়া দিল। ক্ষণেকের জন্য চতুর্দ্দিক নিশ্চল, নিস্তব্ধ হইল। তৎপরে ধীরে ধীরে কাঠের ক্রশ্ গুলি নাড়িয়া উঠিল। মাটির ঢিপি ফাঁক হইয়া গেল, পাথরের চাপগুলো উঠিয়া পড়িল]

মিতিল

(তিলতিলের আড়ালে দাঁড়াইয়া) এইবার ওরা বেরুচ্ছে, ঐ দেখ সব বেরুচ্ছে !

[তারপর কবরগুলির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং ভিতর হইতে বাষ্পের ন্যায় তরল, শীর্ণ, শুভ্র পুষ্পদল বিকশিত হইয়া উঠিল। পুষ্পগুলি ক্রমশ স্তবকে স্তবকে জমাট বাঁধিয়া অপূর্ব্ব সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। গোরস্থানটি পরীস্থানের ন্যায় মনোরম এবং উদ্যান-শোভিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ আকাশে উষার উদয় হইল। শিশির-বিন্দু ঝল্মল্ করিতে লাগিল, ফুল ফুটিল। মৃদু-মন্দ বাতাসে বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত হইতে লাগিল। পাখীর দল জাগিয়া গান ধরিয়া দিল। মধুমক্ষিকার দল গুঞ্জন করিতে লাগিল। তিলতিল ও মিতিল বিস্মিত, চমকিত হইয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া কবর দেখিতে লাগিল]

মিতিল

(ঘাসের দিকে চাহিয়া) মরা মানুষ সব কোথায় ?

তিলতিল

মরা মানুষ তো এখানে নেই !

তৃতীয় দৃশ্য—ভবিষ্যতের দেশ

[নীলবর্ণ প্রাসাদের সুবৃহৎ দালানে অনেকগুলি শিশু অপেক্ষা করিতেছিল। ইহারা সকলেই জন্মগ্রহণ করিবে। হলের আসবাব ও সাজ-সজ্জা সমস্তই নীলরঙের। হলের সর্ব্বত্রই অসংখ্য শিশু জমায়েত হইয়াছিল। তাহাদের বর্ণ নীল এবং পরণের পোষাকও নীল। শিশুদের মধ্যে কেহ খেলা করিতেছিল, কেহ ছুটোছুটি করিতেছিল, কেহ বা বসিয়া গল্প করিতেছিল।

অনেকে ঘুমাইতেছিল এবং স্বপ্নও দেখিতেছিল। কেহ বা যন্ত্র-তন্ত্র লইয়া কাজে ব্যস্ত, কেহ ভবিষ্যতে কোন্ বিষয় আবিষ্কার করিবে তাহা লইয়া তন্ময় ছিল। কেহ ফল লইয়া, কেহ ফুল লইয়া সে সকলের ক্রমোন্নতির উপায়-উদ্ভাবনে ব্যগ্র ছিল।

তিলতিল, মিতিল এবং আলো পিছনের দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে চোরের মতো প্রবেশ করিল। তাহাদের আগমনে নীল ছেলেদের দলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া অপ্রত্যাশিত, নবাগত এই অতিথিদের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তাহাদের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

মিতিল

চিনি, বেরাল আর রুটি কোথায় ?

আলো

তাদের এখানে ঢোকবার যো নেই ; তা হলেই তারা ভবিষ্যৎ জানতে পারবে, তখন আর কাউকে মানবেও না।

তিলতিল

আর কুকুরটা ?

আলো

তাকেও জানতে দেওয়া ঠিক নয়, ভবিষ্যতে কি আছে। আমি তাদের সকলকে গির্জ্জার এক খিলানের মধ্যে পূরে তালা বন্ধ করে রেখে এসেছি।

তিলতিল

আমরা তা হলে এখন এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ?

আলো

ভবিষ্যতের রাজ্যে। ঐ যে ছোট ছেলেগুলি দেখ্ছো, ওরা এখনো পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি। যে সব তথ্য মানুষের অজানা আছে, এই হীরের দৌলতে সে সব আজ দেখবো। খুব সম্ভব নীল পাখী এইখানেই আছে।

তিলতিল

যে পাখীটি এখানে আছে, নিশ্চয়ই তা নীল, কারণ এখানকার সব জিনিষই তো দেখচি নীল রঙের। (চারিদিকে চাহিয়া) আহা! কি চমৎকার,-কি সুন্দর, এই জায়গাটি।

আলো

ছেলেগুলি কেমন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, দেখ!

তিলতিল

ওরা চটেছে নাকি?

আলো

না, চট্‌বে কেন! দেখছো না, ওরা হাসছে! ওরা কিন্তু ভারি অবাক্ হয়ে গেছে।

নীল শিশুগণ

(তাহাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছিল) দেখ দেখ, জ্যান্ত ছেলেরা এখানে এসেছে! ওই দেখ কেমন সব জ্যান্ত ছেলে!

তিলতিল

আমাদের ওরা জ্যান্ত ছেলে বলছে কেন?

আলো

তার মানে, ওরা নিজেরা এখন বেঁচে নেই কি না।

তিলতিল

ওরা তা হলে কি করছে?

আলো

জন্ম-সময়ের অপেক্ষা করছে।

তিলতিল

জন্ম-সময়ের?

আলো

হ্যাঁ ; আমাদের পৃথিবীতে যে সব ছেলে জন্ম নেয়, তারা এই জায়গা থেকেই যায়। প্রত্যেককে তার নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। বাপ-মা যখন ছেলে চান, তখন ওই যে ডানদিকের বড় দরজাটা দেখছো, ওটা খুলে যায়, আর অমনি ছোট্ট ছেলেরা পৃথিবীতে নেমে পড়ে।

তিলতিল

ওরে বাস্‌রে! কত ছেলে, দেখ!

আলো

আরো অনেক আছে, আমরা সকলকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এই হলটার মতো এমন ত্রিশ হাজার হল আছে, তার প্রত্যেকটিতে এই রকম ছেলেতে ভরা। সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত কত দরকার, একবার বুঝে দেখ! কেউ তাদের গুণে শেষ করতে পারে কি ?

তিলতিল

আর ওই যে নীল লোকগুলো, ওরা কারা ?

আলো

তা ঠিক বলতে পারি না। বোধ হয় ওরা রক্ষী। শুনেছি, মানুষের পরে ওরাই পৃথিবীতে জন্ম নেবে। কিন্তু ওদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে বারণ আছে।

তিলতিল

কেন ?

আলো

কারণ, এটা হোল পৃথিবীর গোপনীয় জিনিষ কি না!

তিলতিল

এই ছোট্ট ছেলেদের সঙ্গে কথা কইতে পারি তো ?

আলো

নিশ্চয়; তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ কর। ওই দেখ ওখানে একটি ছেলে রয়েছে, সব চেয়ে ওটি চমৎকার; তুমি ওরই সঙ্গে গিয়ে কথা কও।

তিলতিল

কি বলবো ?

আলো

যা তোমার খুসি; খেলার সাথীর সঙ্গে যেমন কথা কও।

তিলতিল

তা হলে, চুমো খাব ? কোলাকুলি করব ?

আলো

নিশ্চয়; ও ভারি খুসি হবে তা হলে। কিন্তু এ রকম মুসড়ে থেকো না। আমি তোমায় একলা ছেড়ে দিচ্ছি, তা হলে বেশ মন খুলে কথাবার্ত্তা কইতে পারবে। আমি ওই লম্বা লোকটির সঙ্গে আলাপ করি গে।

তিলতিল

(শিশুটির কাছে গিয়া তার হাত ধরিয়া) কি ভাই, কেমন আছ ? (তাহার নীল পোষাক ধরিয়া) এটি কি ?

শিশু

(গম্ভীরভাবে তিলতিলের টুপিতে হাত দিয়া) আর এটি ?

তিলতিল

এটি ? এটি আমার টুপী। তোমার টুপী নেই ?

শিশু

না। ওতে কি হয় ?

তিলতিল

মাথায় পরতে হয়। বৃষ্টির সময়, ঠাণ্ডার সময় খুব কাজে লাগে।

শিশু

'ঠাণ্ডার সময়,'—এ কথার মানে কি ?

তিলতিল

তা জানো না ? এই যখন কাঁপতে থাকো আর দাঁতে দাঁত লেগে হি হি হি হি কর, আর যখন হাত দুটো বুকের উপর রেখে এমনি করে চলতে থাকো।

(সে তার দুইটা হাত বুকের উপর রাখিল)

শিশু

পৃথিবীটা তা হলে ভারি ঠাণ্ডা জায়গা ?

তিলতিল

খুব ঠাণ্ডা হয়, এই যখন শীতকাল আসে, যে সময় আগুন পাওয়া যায় না।

শিশু

আগুন পাওয়া যায় না কেন ?

তিলতিল

পাওয়া যায়। তবে বড্ড খরচ হয় তাতে; কাঠ কিনতে পয়সার দরকার যে ?

শিশু

পয়সা কি ?

তিলতিল

যা দিলে জিনিষ পাওয়া যায়।

শিশু

ওঃ !

তিলতিল

পৃথিবীতে কারো অনেক পয়সা, কারো বা মোটেই নেই।

শিশু

কেন নেই ?

তিলতিল

যাদের নেই, তারা ধনী নয়। আচ্ছা, তুমি কি খুব ধনী ? তোমার কত বয়েস ?

শিশু

আমি শীগ্‌গির জন্মাব। আর ঠিক বারো বচ্ছর পরে। জন্মানো কি খুব ভাল ?

তিলতিল

নিশ্চয়ই। সে ভারি মজার।

শিশু

কি করে তুমি জন্মেছিলে ?

তিলতিল

সে আমার এখন মনে নেই; সে অনেক দিন আগে জন্মেছিলুম কি না।

শিশু

শুনেছি, পৃথিবী আর জ্যান্ত-মানুষ, এ সব ভারি সুন্দর, ভারি চমৎকার!

তিলতিল

হাঁ, মন্দ নয়। তার উপর সেখানে পাখী আছে, মেঠাই আছে, নানারকম খেলনা আছে। কারো কারো এর সবগুলিই আছে। যাদের নেই, তারা কিন্তু এ সব দেখতে পায়।

শিশু

মায়েরা নাকি ছেলেদের অপেক্ষায় দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে থাকে ? মা-গুলি খুব ভাল; না ?

তিলতিল

নিশ্চয়ই ; মায়েরা পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের চাইতে ভাল। টাকাকড়ি, খাবার-দাবার সকলের চাইতে। ঠাকু'মারা শুদ্ধু। কিন্তু তারা বড্ড শীগ্‌গির মরে যায়!

শিশু

মরে যায়? সে আবার কি?

তিলতিল

একদিন সন্ধ্যেবেলা কোথায় যে চলে যায়,—আর ফেরে না।

শিশু

কেন?

তিলতিল

কে জানে। বোধ হয় তারা দুঃখু পায়।

শিশু

তোমার মরে গেছে?

তিলতিল

কে? ঠাকু'মা?

শিশু

ঠাকু'মা, কি মা, তা আমি জানি নে।

তিলতিল

এ দু'জন কিন্তু এক নয়। ঠাকু'মারাই কিন্তু আগে মরে, বড্ড দুঃখু হয় তাতে। আমার ঠাকু'মা আমায় বড্ড ভালবাস্‌তো।

শিশু

তোমার চোখে কি হোল? ও কি ঝর্‌ছে? মুক্তো?

তিলতিল

না, মুক্তো কেন হবে।

শিশু

তবে ?

তিলতিল

খুব নীল আর চক্‌চকে ?

শিশু

হাঁ, ওকে কি বলে ?

তিলতিল

কাকে ?

শিশু

ওই যে টস্ টস্ করে পড়ছে।

তিলতিল

ও কিছু নয়। এক এক ফোঁটা জল।

শিশু

চোখ্ থেকে পড়ে বুঝি ?

তিলতিল

হাঁ, কখনো কখনো ; যখন কান্না পায়।

শিশু

কান্না কি ?

তিলতিল

আমি কিন্তু কাঁদ্‌চি না ; কাঁদ্‌লে কিন্তু এই রকম জল পড়ে।

শিশু

সকলেই তোমরা কাঁদো না কি ?

তিলতিল

না, ছোট ছেলেরা কাঁদে না। ছোট মেয়েরা কিন্তু কাঁদে। এখানে তোমরা কাঁদো ?

শিশু

না। কান্না কি, তা জানি নে।

তিলতিল

শীগ্‌গির জানবে। আচ্ছা, ঐ নীলরঙের বড় বড় ডানা নিয়ে ও কি সব খেল্‌ছো?

শিশু

এগুলো? আমি পৃথিবীতে গিয়ে যা আবিষ্কার করবো, এ তা-ই।

তিলতিল

কি আবিষ্কার? তুমি কিছু আবিষ্কার করেছ না কি?

শিশু

করেছি বৈ কি! শোন নি? পৃথিবীতে যখন জন্মাবো, তখন এমন কিছু আমায় আবিষ্কার করতে হবে, যা পেলে মানুষ সুখী হয়।

তিলতিল

সে গুলো খেতে খুব ভাল হবে তো?

শিশু

না; তুমি দেখছি, কিছুই জান না।

তিলতিল

না।

শিশু

রোজ এ জন্যে আমায় মেহনত্ করতে হয়। শেষ হয়ে এলো আর কি! দেখতে চাও তুমি?

তিলতিল

হাঁ। কৈ, দেখাও!

শিশু

ওই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে,—দুটো থামের মাঝখানে।

অন্য একটি শিশু

(তিলতিলের কাছে আসিয়া) আমারটা দেখবে ভাই ?

তিলতিল

হ্যাঁ, দেখি।

দ্বিতীয় শিশু

জীবনকে বাড়াবার তেত্রিশ রকমের ওষুধ। ওই দেখ নীল শিশির মধ্যে সাজানো রয়েছে।

তৃতীয় শিশু

(ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া) আমি তোমায় এমন একটা আলো দেখাবো, যার খবর আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না। (সে নিজেকে আলোকিত করিয়া এক বিচিত্র আলোক-রশ্মির সৃষ্টি করিল) কেমন। খুব চমৎকার নয় কি ?

চতুর্থ শিশু

(তিলতিলের হাত ধরিয়া টানিয়া) আমি একটা যন্ত্র তৈরী করেছি দেখবে এস। সেটা পাখীর মতো আকাশে ওড়ে, অথচ তার ডানা নেই।

পঞ্চম শিশু

না, না, আমারটা আগে দেখবে চল, আমি চন্দ্রলোকে গুপ্তধনের আবিষ্কার করেছি।

নীল শিশুগণ

(তিলতিল ও মিতিলের চারিদিকে জড়ো হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল) না, না। আমার আগে। আমারটা সব চেয়ে ভাল। আমি যা আবিষ্কার করেছি, সে ভারি চমৎকার। আমার এটা চিনির

তৈরী! ওরটা কিছুই নয়। ও আমার কাছ থেকে ভাব চুরি করেছে!

[এই রকম গোলমালের মধ্যে নীল শিশুগণ তিলতিল ও মিতিলকে কারখানার দিকে টানিয়া লইয়া গেল। কারখানাটিও নীলবর্ণের। সেখানে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার জন্য নূতন নূতন যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল। নীল ছেলেরা যে যাহার কাজে লাগিয়া গেল। কেহ নক্সা খুলিয়া, কেহ বই খুলিয়া দেখাইতে বসিল। কেহ বৃহদাকারের ফুল কেহ বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফল আনিয়া হাজির করিল]

একটি শিশু

(বৃহৎ আকারের ফুলের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল) আমার ফুলগুলি দেঁখ্‌ছো?

তিলতিল

কি ওগুলো?

শিশু

দেখ্‌ছো না? এগুলো সব ফুল!

তিলতিল

অসম্ভব! এ যে এক-একটা টেবিলের মতো বড়!

শিশু

কি চমৎকার গন্ধ!

তিলতিল

আশ্চর্য্য!

শিশু

আমি যখন পৃথিবীতে থাক্‌বো, তখন এগুলো এত বড়ই হবে।

তিলতিল

কতদিন আর আছে?

শিশু

তিপ্পান্ন বছর, চার মাস, ন' দিন।

[আর একটি শিশু এক গোছা আঙুর হাতে লইয়া উপস্থিত হইল। আঙুরগুলো ন্যাসপাতির মত বড়]

শিশু

আমার হাতে এ কি ফল বল দেখি?

তিলতিল

এক থোবা ন্যাসপাতি!

শিশু

ন্যাসপাতি নয়, আঙুর! আমি যখন তিরিশ বছরে পড়বো, এগুলো তখন এমনি ধারা হবে। আঙুরকে বড় করবার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

[আর একটি শিশু তরমুজের মত বড় এক ঝুড়ি আপেল লইয়া হাজির করিল]

শিশু

আমার এগুলি কি রকম বল তো?

তিলতিল

ও তো তরমুজ!

শিশু

না, না; এগুলো আপেল। আমি যখন পৃথিবীতে থাকবো, এগুলো তখন এত বড়ই হবে। আমি তার উপায় বার করেছি। তিনটি গ্রহের যিনি রাজা, আমি তাঁর বাগানের মালী হব।

তিলতিল

তিনটি গ্রহের রাজা আবার কে?

শিশু

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি পৃথিবী, চন্দ্র আর মঙ্গলগ্রহে সুখ-শান্তি দেবেন। এখান থেকে তুমি তাঁকে দেখতে পার।

তিলতিল

কোথায় তিনি ?

শিশু

থামের গোড়ায় ওই যে ঘুমোচ্ছে, ওই ছোট্ট ছেলেটি।

তিলতিল

বাঁ দিকে ?

শিশু

না, ডাইনে। বাঁ দিকের ছেলেটি পৃথিবীতে কেবলই আনন্দ নিয়ে যাবে।

তিলতিল

কি করে ?

শিশু

এমন সব নতুন নতুন ভাব নিয়ে যাবে, যা পেয়ে মানুষ আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবে।

তিলতিল

ওই যে মোটা-সোটা ছেলেটি নাকে আঙুল দিয়ে রয়েছে, ওটি কে ?

শিশু

সূর্য্যের তেজ যখন কমে আসবে তখন ও এক রকম আগুন আবিষ্কার করবে, যাতে পৃথিবী গরম থাকবে।

তিলতিল

আর ওই যে দুটি ছেলে হাত-ধরাধরি করে রয়েছে, ঘন-ঘন এ-ওর চুমো খাচ্ছে, ওরা কারা ? ওরা কি ভাই-বোন ?

শিশু

না, ওরা ভারি মজার। ওরা হোল প্রণয়ী আর প্রণয়িনী।

তিলতিল

সে আবার কি ?

শিশু

আমিও ঠিক জানি নে। বুড়ো মহাকাল তামাসা করে ওদের ওই নামে ডাকেন। ওরা দুটিতে দিনরাত চোখোচোখি করে রয়েছে, ঘন-ঘন এ-ওর চুমো খাচ্চে, আর বল্‌ছে—*বিদায়! বিদায়!*

তিলতিল

কেন ?

শিশু

বোধ হয় ওরা এক সঙ্গে বেশী দিন আর থাক্‌তে পাবে না।

[থামের গোড়ায়, বেঞ্চের উপর, সিঁড়ির পাশে বিস্তর ছেলে গাদাগাদি হইয়া ঘুমাইতেছিল]

তিলতিল

ওই যে ওখানে ঘুমোচ্ছে, ওরা কারা ? ওরা কি কিছুই করে না ?

শিশু

ওরা কিছু-না-কিছু ভাবছে।

তিলতিল

কি ভাবছে ?

শিশু

তা এখন ওরা জানে না—কিন্তু পৃথিবীতে যাবার সময় কিছু-না-কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। খালি-হাতে সেখানে যাবার যো নেই।

তিলতিল

কে বল্‌লে ?

শিশু

মহাকাল। সে ঠিক দরজার উপরটিতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যখন দরজা খুলবে, তুমি তাকে দেখতে পাবে। ভারি ক্যাসাদের লোক সে।

[একটি শিশু ভিড় ঠেলিয়া দৌড়িয়া আসিল]

শিশু

কেমন আছ তিলতিল ?

তিলতিল

বা রে! এ আমার নাম জানলে কি করে ?

[ছেলেটি আসিয়া তিলতিল ও মিতিলকে আনন্দ ভরে চুম্বন করিল]

শিশু

কেমন আছ ? বেশ ভাল তো ? আর একটা চুমো দাও। মিতিল, তুমিও দাও। তোমাদের নাম জানি, সে আর আশ্চর্য্য কি ? আমি শীগ্‌গিরই তোমাদের ভাই হয়ে জন্মাবো। এইমাত্র শুনলুম, তোমরা এসেছ। আমায় জন্মাতে হবে কি না, তাই নতুন নতুন ভাব সংগ্রহ করছিলুম। মাকে বোলো, আমি প্রস্তুত।

তিলতিল

কি ? তুমি আমাদেরই বাড়ীতে আস্‌বে না কি ?

শিশু

নিশ্চয়, ঠিক এক বছর পরে। আমি যখন ছোট্ট থাকব, তখন যেন আমায় ত্যক্ত কোরো না। আগে থেকে তোমাদের চুমো খেতে পেলুম, এতে আমি ভারি খুসি। মাকে বোলো আমার জন্য দোল্‌না ঠিক করে রাখতে। আমাদের বাড়ীটি বেশ আরামের, কি বল ?

তিলতিল

মন্দ নয়! আর মা আমাদের বড্ড ভাল।

শিশু

আর খাবার-দাবার ?

তিলতিল

তা ভালই। আমরা মাঝে মাঝে মেঠাই খেতে পাই। কি বল মিতিল ?

মিতিল

হ্যাঁ, তা ঢের পাই ; মা তৈরী করে দেন।

তিলতিল

তোমার এ থলির মধ্যে কি ? আমাদের জন্যে কিছু নিয়ে যাচ্ছ বুঝি ?

শিশু

আমি তিন রকম রোগ নিয়ে যাচ্ছি—হাম, কাশি আর জ্বর।

তিলতিল

ও! এই শুধু! তার পর কি করবে ?

শিশু

তার পর ? তার পর তোমাদের ছেড়ে চলে আসবো।

তিলতিল

ও রকম করে চলে আসাটা কিন্তু বড্ড খারাপ হবে।

শিশু

কি করবো, বল! নিজের ইচ্ছামত তো কিছু হতে পারে না।

[এই সময় মণিময় স্তম্ভ ও দরজার মধ্য হইতে এক গম্ভীর স্বর শুনিতে পাওয়া গেল এবং আরো বেশী উজ্জ্বল আলোকে স্থানটি আলোকিত হইয়া উঠিল]

তিলতিল

ও কি ?

শিশু

মহাকাল আসছে। সে এইবার দরজা খুলবে।

[নীল শিশুদের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন দেখা গেল; অনেকে যন্ত্রতন্ত্র ফেলিয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। যাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহাদের অনেকে জাগিয়া বসিয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল]

আলো

(তিলতিলের নিকটে আসিয়া) আমরা থামের আড়ালে লুকোই এস, মহাকাল তাহলে আমাদের দেখতে পাবে না !

তিলতিল

ও রকম আওয়াজ আস্‌ছে কোথেকে ?

শিশু

ভোর হচ্ছে। যে-সব ছেলে পৃথিবীতে জন্ম নেবে, তারা এইবার পৃথিবীতে নেমে যাবে।

তিলতিল

কি করে নেমে যাবে ? সিঁড়ি আছে না কি ?

শিশু

দেখতেই পাবে। মহাকাল এবার দরজটার হুড়্‌কো খুল্‌ছে।

তিলতিল

মহাকাল কে ?

শিশু

সে এক বুড়ো। যে-সব ছেলেরা যাবে, তাদের সে ডাকতে আসে।

তিলতিল

ভারি দুষ্টু বুঝি ?

শিশু

না, তা নয়। তবে সে কারো কোন ওজর-আপত্তি শোনে না। যাদের যাবার পালা আসে নি, তারা যদি যেতে চায়, তবে সে তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, যেতে দেয় না।

তিলতিল

পৃথিবীতে যেতে বুঝি খুব আনন্দ হয় ?

শিশু

যেতে না পেলে খুব দুঃখ হয়, কিন্তু যাবার সময় হলেও আবার কষ্ট হয়। ওই দেখ, ওই দেখ, সে দরজা খুলচে।

[মণিময় দ্বার আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। দূরবর্তী সঙ্গীতের ন্যায় পৃথিবীর কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল। লাল এবং সবুজ আলোকে স্থানটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মহাকাল আসিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল। সে শীর্ণ, দীর্ঘকায় এবং বৃদ্ধ। তাহার শ্বেত শ্মশ্রু বাতাসে উড়িতেছিল। এক হাতে তাহার সুবৃহৎ দণ্ড, অপর হাতে প্রহর-নিরূপণ যন্ত্র। দরজার ভিতর দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ দেখা যাইতেছিল। জাহাজগুলি সাদা এবং সোনালি পাল তুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল]

মহাকাল

যাদের যাবার পালা, তারা সব প্রস্তুত ?

শিশুগণ

(ধাক্কাধাক্কি করিয়া অগ্রসর হইল) এই যে আমরা, এই যে আমরা !

মহাকাল

থাম, এক-একজন করে। আবার ভিড় করছ ? যাদের দরকার নেই তারাও এসে হাজির হয়েছ ? আমার চোখে ধুলো দিতে পারছ না। (একজনকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া) তোমার পালা হয়নি, এখন যাও ! তুমিও এখন না—দশ বছর পরে এস। এখন কেবল বারো জনের পালা, তার বেশী দরকার নেই। অ্যাঁ, কি বল্‌ছ ? ডাক্তার আরও বেশী যেতে চাও ? না, দরকার নেই— পৃথিবীতে বিস্তর জমা হয়েছে। শিল্পীর দল কোথায় ? কেবল একজনকে তারা চায়, যে খুব ভাল হবে। তোমাদের মধ্যে ভাল

কে? তুমি? তোমাকে কিন্তু বোকা-বোকা ঠেক্‌ছে। তুমি অমন তাড়াহুড়ো করছ কেন? তুমি আর কি সঙ্গে এনেছ? কিছুই না। তবে কি করে যাবে? খালি হাতে যেতে পাবে না। কিছু-না-কিছু নিয়ে এস। ভয়ানক পাপ কিম্বা ভয়ানক অসুখ, যা হোক্ একটা—যা তোমার ইচ্ছা। আমার তাতে আপত্তি নেই। কেবল একটা-কিছু চাই। ওকে অমন করে ধাক্কা দিচ্ছ কেন? ও যাবে না বল্‌ছে? ওর তো পালা এসেছে। অবিচারের সঙ্গে ওকে লড়াই কর্‌তে হবে যে! যেতেই হবে ওকে।

শিশু

না, না, আমি যাব না। আমার জন্মাবার ইচ্ছা নেই। আমি—আমি এখানেই থাক্‌ব।

মহাকাল

তা কি করে হতে পারে? যাবার পালা যখন এসেছে, তখন যেতেই হবে। নাও, শীগ্‌গির এস, দেরী কর্‌তে পারি না।

অপর একটি শিশু

মশাই, আমায় যেতে দিন্। ও যেতে না চায়, আমি ওর বদলে যাব। শুন্‌লুম, আমার বাপ-মা বুড়ো হয়েছেন—আমার জন্যে তাঁরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছেন।

মহাকাল

না, বদলাবদলি চল্‌বে না। যার পালা, সে যাবে। যাও, তোমরা সব ভেতরে যাও। যারা যাবে না, তাদের বাইরে থাক্‌বার কোন দরকার নেই। এখন সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখছি, কিন্তু আবার যখন পালা আস্‌বে, তখন ভয় পেয়ে নানা রকম ওজর দেখাবে। ওই দেখ, চারজন কেমন থর-থর করে কাঁপছে।

[একজন হঠাৎ পিছনে হটিয়া পড়িল]

ওকি। তুমি অমন করে পালাচ্ছ কেন? কি হয়েছে?

শিশু

আমি বাক্সটা নিতে ভুলে গেছি, তার ভেতর দুটো পাপ আছে, পৃথিবীতে গিয়ে সে দুটো পাপই আমায় করতে হবে।

অপর একজন

আমার ছোট পুঁটুলিটি ফেলে এসেছি, তার ভেতর যে-সব ভাব আছে; তা দিয়ে মানুষকে সভ্য করে তুলতে হবে।

অন্য একজন

আমি আমার ন্যাসপাতির ঝুড়ি ফেলে এসেছি।

মহাকাল

যাও, যাও; দৌড়ে নিয়ে এস। জাহাজ ছাড়-ছাড় হয়েছে। ওই দেখ, মাস্তুলের ওপর পাল ঝট্‌পট্‌ করছে। আর কেবল ৬১২ সেকেণ্ড বাকি।

[একটি শিশু তার পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল]

খবরদার, বলছি। তুমি এখন নয়। এই তিনবার তুমি পালাবার চেষ্টা করলে। এবার যদি তোমায় ধরি, আমার দিদি অনন্তের হাতে তোমায় সঁপে দেব। তা হলে কস্মিন্‌কালে আর তোমার জন্ম হবে না, তখন জব্দ হবে। তোমরা সব গেলে কোথায়? সারবন্দি হয়ে দাঁড়াও—সকলে হাজির হয়েছ তো?—আর এক জনকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় গেল সে? ওই যে দেখছি ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। কে?—প্রণয়ী বুঝি? আর লুকোনো মিছে, এখন তোমার প্রণয়িনীর কাছে বিদায় নিয়ে শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়।

[দুটি ছেলে—যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে প্রণয়ী ও প্রণয়িনী বলা হইয়াছে—ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাকালের পদতলে জানু পাতিয়া বসিল। নিরাশায় তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল]

প্রণয়ী

মহাকাল মশাই, দয়া করুন ; আমায় থাকতে দিন্।

প্রণয়িনী

আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে দিন্।

মহাকাল

অসম্ভব! এখন কথা কইবার সময় নেই। কেবল আর ৩৯৪ সেকেণ্ড বাকি।

প্রণয়ী

আমার জন্মাবার ইচ্ছা নেই।

মহাকাল

তোমার ইচ্ছাতে তো হবে না!

প্রণয়িনী

(সানুনয়ে) মহাকাল মশাই, কি হবে? আমার যেতে যে এখনো অনেক দেরী!

প্রণয়ী

আমাকে তোমার আগেই যেতে হচ্ছে।

প্রণয়িনী

হায়, হায় ; আর কখনো যে তোমায় দেখতে পাব না!

মহাকাল

দেখ, এসবের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। 'জীবনের' কাছে এ সব কথা পেশ কর। আমার উপর যেমন হুকুম আছে, আমি সেই মতোই মানুষের মিলন বা বিচ্ছেদ ঘটাই। (প্রণয়ীকে ধরিয়া) এস তুমি।

প্রণয়ী

('ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে) না, না ; ছেড়ে দাও, না হয় ওকেও সঙ্গে দাও।

প্রণয়িনী

(প্রণয়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া) একে ছেড়ে দাও,—আমার সঙ্গে থাক্‌তে দাও।

মহাকাল

থাম ; অত চেঁচামেচি ক'রো না। এ তো আর মরতে যাচ্ছে না—জন্মাতে যাচ্ছে। (প্রণয়ীকে লইয়া গেল) চল, আর দেরী করতে পারি না।

প্রণয়িনী

(প্রণয়ীর দিকে হাত বাড়াইয়া) চিহ্ন, একটা স্মৃতি-চিহ্ন দিয়ে যাও! বলে দাও কি করে তোমায় খুঁজে পাব।

প্রণয়ী

আমি সর্ব্বদা তোমাকে ভালবাসব!

প্রণয়িনী

আমি পৃথিবীতে গিয়ে চির-বিষাদিনী হয়ে থাকবো, তাই দেখে তুমি আমায় খুঁজে নেবে।

(সে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল)

মহাকাল

ব্যস্, এইবার হয়েছে। এখন আর কেবল ৬৩ সেকেণ্ড বাকি।

[গমনোদ্যত শিশুগুলি অন্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল]

শিশুগণ

বিদায় পিয়ারী, বিদায় জিন্, সব জিনিষ নিয়েছ তো ? আমার কল্পনাগুলি পৃথিবীতে প্রচার ক'রো—আমার তরমুজের কথা মনে আছে তো ? কিছু ভুলে যাও নি ? আমায় মাঝে মাঝে মনে ক'রো।

তোমার নিজের কল্পনাগুলি যেন ভুলে যেও না। একটা জিনিষ নিয়ে বেশীদিন পড়ে থেকো না। তোমার খবর পাঠিয়ো! খবর পাঠাতে পারা যায় না শুনেছি—তবু চেষ্টা ক'রো। ভাল খবর থাকলে আমাদের ব'লো। আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো।—আমি সম্রাট্ হয়ে জন্মাবো।

মহাকাল

(চাবি উঠাইয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল) ব্যস্। আর না। জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।

[জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর দূরে জাহাজ হইতে শিশুগণের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল]

ওই পৃথিবী। ওই পৃথিবী। ওই দেখা যাচ্ছে। আহা, কি সুন্দর। কত বড়। কি চমৎকার।

[তারপর আরো দূর হইতে অতি ক্ষীণ আনন্দ-কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল]

তিলতিল

(আলোর প্রতি) ও কিসের কোলাহল ? ও তো ছেলেদের গলার আওয়াজ নয়।

আলো

যেখানে যেখানে এই শিশুরা গিয়ে জন্ম নিলে, সেখানে-সেখানে মায়েরা সব গান করছে।

[মহাকাল এইবার হলের চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া মণিময় দ্বার বন্ধ করিতে গেল। এমন সময় হঠাৎ আলো তিলতিল ও মিতিল তাহার নজরে পড়িল]

মহাকাল

এ কি ? তোমরা কারা ? কি করছো এখানে ? তোমরা তো নীল নও ? এখানে তোমরা ঢুক্‌লে কি করে ?

[সে দণ্ড উঠাইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া গেল]

আলো

চলতিলের প্রতি) কথা ক'য়ো না। আমি নীল পাখী পেয়েছি। ুকের মধ্যে লুকোনো আছে। পালাই চল। হীরেটা াও, তাহলে ও আর আমাদের ধরতে পারবে না।

হন দিকের দরজা দিয়া তিলতিল, মিতিল এবং আলো পলাইয়া গেল]

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বিদায় গ্রহণ

[একটি প্রাচীর—তাহাতে একটি ক্ষুদ্র দ্বার। ভোর হইতেছিল। তিলতিল, মিতিল, আলো, রুটি, জল, চিনি এবং আগুন প্রবেশ করিল]

আলো

এখন আমরা কোথায়, বুঝতে পারছো কি ?

তিলতিল

না তো!

আলো

এই পাঁচিল্ আর ওই ছোট্ট দরজা ?—দেখ দেখি চেয়ে ?

তিলতিল

ঐ লাল পাঁচিল্ আর সবুজ দরজা ?

আলো

হ্যাঁ; ও দেখে কিছুই মনে পড়ছে না ?

তিলতিল

আমার যেন মনে হচ্ছে যে, মহাকাল এই দরজাটাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিল।

আলো

মানুষগুলো কেমনতর যে হয়ে যায়,—যখন তারা স্বপ্ন দেখে। তখন নিজেদের হাতকেও তারা চিন্‌তে পারে না।

তিলতিল

কে স্বপ্ন দেখ্‌ছে, আমি ?

আলো

তুমি কি আমি, কে জানে ? দেখ, এই পাঁচিলের মধ্যে যে বাড়ী আছে, তা তুমি জন্মে' অবধি কতবার যে দেখেছ।

তিলতিল

জন্মে' অবধি কতবার দেখেছি ?

আলো

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছ। এটা সেই বাড়ী, যেখান থেকে আমরা একদিন সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছিলুম—ঠিক একবচ্ছর আগে।

তিলতিল

একবচ্ছর আগে! তাহলে—

আলো

থাম, থাম; ভাঁটার মত চোখ বার করে দেখ্‌ছ কি ? এটা তোমার নিজেরই ঘর যে,—তোমার বাপ-মা এই বাড়ীতেই আছেন!

তিলতিল

অ্যাঁ! তাই নাকি! সত্যিই তো! এই যে ছোট দরজা! বাবা মা এইখানেই আছেন ? কাছে এসেছি তাহলে ? আমি এখনি যাই, মার কোলে বসে চুমো খাব।

আলো

একটু থাম। এখন তাঁরা ঘুমোচ্ছেন, হঠাৎ তাঁদের জাগিয়ো না; তা ছাড়া, সময় না হওয়া পর্য্যন্ত তো দরজা খুলবে না।

তিলতিল

তাহলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ?

আলো

না গো না ; আর দু'চার মিনিট আছে।

তিলতিল

বাড়ী ফিরে এসে তুমি ভারি খুসি হয়েছ ? এ কি ? কি হোল তোমার ? অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেলে কেন ? অসুখ করেছে না কি ?

আলো

না, এ কিচ্ছু না; মনটা খারাপ হয়েছে। তোমাদের এবার ছেড়ে যেতে হবে কি না।

তিলতিল

ছেড়ে যাবে ? আমাদের ?

আলো

হ্যাঁ ; এখানে আর আমার কোন কাজ নেই তো ! এক বছর পূরো হয়েছে। পরী এবার তোমার কাছে নীল পাখী নিতে আসবে।

তিলতিল

কিন্তু নীল পাখী তো পাওয়া গেল না। স্মৃতির দেশে যেটা পেলুম, সেটা তো একেবারে কালো রঙের ; রাত্রির বাড়ীরগুলো সব মরে গেল ; জঙ্গলেরটা ধরতে পারলুম না। যদি মরে যায়, কিম্বা পালিয়ে যায়, কি রঙ বদলায়, তবে কি সে আমার দোষ ? পরী কি বলবে ?

আলো

আমাদের সাধ্যমত আমরা করেছি। এখন বোধ হচ্ছে, হয় নীল পাখী নেই, না হয় তাকে ধরলেই সে রঙ বদ্‌লে ফেলে।

তিলতিল

খাঁচাটা কোথায় ?

রুটি

এই যে আমার কাছে। এটি আমার জিম্মায় ছিল। বেড়ানো শেষ হয়েছে, এবার এটি আমি তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি—যেমন অবস্থায় পেয়েছিলুম, ঠিক তেমনিটি। আমার কাজ শেষ হোল। এখন জল আগুন চিনি এদের সকলের হয়ে আমি দু'কথা বলতে চাই।

আগুন

না, না; আমার হয়ে কিছু বলতে হবে না, আমার নিজের কি মুখ নেই ?

রুটি

(বাগ্মীর ন্যায় বক্তৃতা জুড়িয়া দিল) আমাদের সদাশয় এই শিশু বন্ধু দু'টির কাজ আজ শেষ হয়েছে। এখন আমরা অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, খুব ব্যথিত প্রাণে, আমাদের প্রিয়তম বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছি, আর সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি যে—

তিলতিল

কি! তোমরা আমাদের বিদায় দিচ্ছ ? তোমরাও তবে ছেড়ে যাবে না কি ?

রুটি

যেতেই হবে। আমরা তোমাদের ছেড়ে যাব। তোমরা আর আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনতে পাবে না।

আগুন

তাতে কোনই ক্ষতি হবে না।

জল

চুপ্ চুপ্, গোল ক'রো না।

আগুন

যখন তুমি কেট্‌লিতে, কুয়োতে, নদীতে, নলে আর ঝরণাতে তোমার বক্‌বকানি-ঢক্‌ঢকানি বন্ধ করবে তখনি আমি চুপ করব।

আলো

(ছড়ি উঠাইয়া) ব্যস্‌, ঢের হয়েছে ; এখন বিদায়ের সময়, এখনো কি ঝগড়া করবে ?

রুটি

(আত্মম্ভরিতার সহিত) আমি ও-রকম নই ! আমি বল্‌ছিলুম যে, তোমরা আর আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পাবে না, কিম্বা আমাদের এই জ্যান্ত শরীরও আর দেখতে পাবে না। জিনিষের মধ্যে যে অদৃশ্য প্রাণ আছে তা তোমরা আর দেখতে পাবে না ; কিন্তু আমি সিন্দুকের মধ্যে, টেবিলের উপর, তাকের উপর সর্ব্বদা থাক্‌বো। আমার কথা যদি সঠিক বলতে হয়, তবে সে এই যে, আমি মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু আর চির-অনুচর।

আগুন

বাহবা ! আর আমি ?

আলো

থাম, আর সময় নেই, শীগ্‌গির ঘণ্টা বাজবে, চট্‌পট্‌ নাও, ছেলেদের চুমো দাও।

আগুন

(বেগে অগ্রসর হইয়া) আমি আগে, আমি আগে। (ছেলেদের চুম্বন করিয়া) বিদায় তিলতিল, বিদায় মিতিল ! আমায় মনে রেখো। কোন জিনিষে আগুন ধরাতে হলে আমায় স্মরণ ক'রো।

তিলতিল

ওহোহো ! পুড়িয়ে মার্‌লে !

মিতিল

উঃ! আমার নাকটা ঝল্‌সে দিলে।

আলো

আগুন, তোমার উল্লাস একটু কম কর। মনে রেখো যে, তুমি এখন তোমার চিম্‌নির মধ্যে নেই।

জল

আহাম্মক!

রুটি

কি ইত্‌রামি!

আগুন

দেখ, আমি ঐ চিম্‌নির মধ্যে থাক্‌বো। আমায় ভুলো না। আমি উনুনের মধ্যে আর চিম্‌নির মধ্যে সর্ব্বদাই থাক্‌বো। তোমাদের ঠাণ্ডা লাগ্‌লে মাঝে মাঝে বাইরে আস্‌বো। শীতকালে আমি গরম থাক্‌বো আর তোমাদের জন্যে বাদাম পুড়িয়ে দেব।

জল

(ধীরে ধীরে ছেলেদের কাছে আসিয়া) আমি তোমাদের শুধু আরাম দেব—যখনই শ্রান্ত হবে, আমায় ডেকো।

আগুন

সাবধান, ভিজিয়ে দেবে।

জল

আমি অমন ইতর নই,—তা ছাড়া মানুষকে আমি বড্ড ভালবাসি।

আগুন

আর যাদের ডুবিয়ে মার?

জল

নদীর পানে চাইলে, ঝরণার কাছে গেলে আমায় দেখতে পাবে—আমি সেইখানেই থাকবো।

আগুন

দেশকে দেশ ও বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে।

জল

সন্ধ্যেবেলায় ঝরণার ধারে বসে।কান]পেতে।শুনো]। আমি কি বলি, বোঝবার চেষ্টা ক'রো।

আগুন

ঢের হয়েছে, আমি সাঁতার জানি নে।

জল

আজ যেমন স্পষ্ট করে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি, তেমন তো আর পারব না; কিন্তু তোমাদের যে কত ভালবাসি, তা নদীর ধারে, ঝরণার পাশে গিয়ে বসলেই বুঝতেই পারবে। ওহো! আর আমি কথা কইতে পারছি নে—আমার চোখ জলে ভরে যাচ্ছে,—স্বর বন্ধ হয়ে আসছে!

চিনি

মনের এক কোণে আমার জন্যে একটু ঠাঁই রেখো, আর মাঝে মাঝে স্মরণ ক'রো, আমার সঙ্গে একদিন তোমাদের কি রকম মিষ্ট সম্পর্ক ছিল। আমার চোখে সহজে জল বেরোয় না। কিন্তু এক ফোঁটা যদি বেরোয়, তাহলে আমি একেবারে গলে মরে যাই।

রুটি

হা ভগবান!

তিলতিল

আচ্ছা, টাইলো আর টাইলেট্ কোথা গেল? তারা দু'টো কি করছে?

[বিড়ালটা [illegible]

মিতিল

ঐ যে টাইলেটের চীৎকার। কেউ তাকে মারছে নিশ্চয়।

[বিড়ালটা দৌড়িয়া আসিল। তার চুল এলোমেলো, বেশ ছিন্নভিন্ন। গালে একখানা রুমাল জড়ানো রাগে সে ফোঁস্‌ফোঁস্ করিতেছিল। কুকুর তাহাকে আঁচ্‌ড়াইয়া, কাম্‌ড়াইয়া তাহার উপর অবিশ্রান্ত লাথি-ঘুঁষি বর্ষণ করিতেছিল]

কুকুর

কেমন? আরো চাও? এই এই নাও। (প্রহার)

আলো, তিলতিল, মিতিল

(তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া) থাম্, থাম্, টাইলো; পাগল হয়েছিস্ নাকি? আবার! খবরদার বল্‌ছি! ফের হাত তোলে! যা ওদিকে!

[দুজনকে পৃথক্ করিয়া দিল]

আলো

কি হয়েছে? অমন মারামারি কেন?

বিড়াল

ও-ই তো আমায় অপমান করলে, আমার ল্যাজ ধরে টানলে, আমায় কামড়ালে, শেষে আমার খাবারে ধুলো দিয়ে দিলে। আমি কিচ্ছু করিনি গো,—কিচ্ছু করিনি!

কুকুর

(ভেঙ্‌চাইয়া) আমি কিচ্ছু করিনি গো,—কিচ্ছু করিনি! কিছু তো করেইছ, আরো অনেক-কিছু করবার চেষ্টায় আছ।

মিতিল

(বিড়ালকে কোলে তুলিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আহা বেচারি! কোথায় লেগেছে রে? সর্ব্বাঙ্গে? আহা! মুখপোড়া টাইলো, কেন ওকে অত মারলি, বল্ দেখি?

আলো

(কুকুরের প্রতি রুক্ষভাবে) গোড়া থেকে তোমারই অন্যায় দেখ্‌ছি বাপু! বিশেষ এ সময়,—যখন আমরা ছেলে দুটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি,—এ সময় এই রকম বিতিকিচ্ছি ঝগড়া-মারামারি! ভারি অন্যায়! ছিঃ!

কুকুর

(হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) ছেলেদুটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি?—কি রকম?

আলো

হ্যাঁ; আমাদের বেড়ানো শেষ হয়েছে—সময়ও শেষ হয়-হয়। আমাদের এখন আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে যেতে হবে কিনা! তাই বিদায় নিচ্ছি। আর আমরা এদের সঙ্গে কথা কইতে পারবো না।

কুকুর

(চীৎকার করিয়া তিলতিলের পদতলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল) না, না; আমি তা পারবো না! আমি চুপ করবো না। আমি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে কথা কইবো। আমি আর দুষ্টুমি করবো না, খুব ঠাণ্ডা হয়ে থাকবো। আমি পড়তে শিখবো, লিখতে শিখবো, পিয়ানো বাজাতে শিখবো, সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবো। রান্নাঘর থেকে আর কোন জিনিষ চুরি করে খাবো না, অনেক রকম খেলা দেখাবো। তোমরা এবারটি আমায় মাফ কর। বেরালের সঙ্গে আর ঝগড়া করবো না, বল তো ওর সঙ্গে আলাপ করে ফেলি? ওর মুখে চুমো খাই?

মিতিল

(বিড়ালের প্রতি) আর টাইলেট্? তোমার কি কিছুই বলবার নেই?

বিড়াল

(কপটতার সহিত) আমি তোমাদের দুজনকেই ভালবাসি, তা যতখানি ভালবাসা যেতে পারে।

আলো

তিলতিল, মিতিল, তবে আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি!

তিলতিল ও মিতিল

(আলো-কে জড়াইয়া ধরিয়া) না, না। তুমি যেয়ো না। আমাদের বাড়ীতেই থাক তুমি। বাবা কিছু বলবেন না, মাকে বুঝিয়ে বলবো,—তুমি আমাদের কত ভালবাস।

আলো

তা যে হোতে পারে না, ভাই। এই ঘরের ভেতর আর আমাদের এ অবস্থায় ঢোকবার যো নেই।

তিলতিল

কোথায় তাহলে যাবে তোমরা ?

আলো

বেশী দূরে নয়। এই কাছেই। নিস্তব্ধতার দেশে।

তিলতিল

না, না; তোমায় যেতে দেব না। আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো।

আলো

কেঁদো না ভাই, কেঁদো না বোন, তোমাদের আমি চোখে-চোখেই থাকবো। জলের মতো আমার গলার স্বর নেই বটে, কিন্তু আমার উজ্জ্বলতা আছে, তাইতে আমি কথা কই; তবে মানুষ তা বুঝতে পারে না, এই দুঃখ। মানুষের জীবনের প্রথম থেকে

শেষ পর্য্যন্ত আমি তার গতিবিধি লক্ষ্য করি। চাঁদের কিরণ ঝলমল করে, আকাশে নক্ষত্র মিটমিট্ করে, ভোর হয়, আলো জ্বলে,—মনে রেখো, এ-সবে শুধু আমারই ভাষা ফুটে ওঠে—আমি ওদের মধ্য দিয়েই কথা কই আর মানুষের প্রাণকে পুলকিত করি।

[বাড়ীর ভিতরকার ঘড়িতে আটটা বাজিতে শুনা গেল]

ওই শোন, আটটা বাজলো। ওই দরজা খুল্‌ছে। তবে বিদায়। আসি ভাই, আসি বোন। যাও তোমরা, ভেতরে যাও।

[সে তিলতিল ও মিতিলকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। দরজা বন্ধ হইয়া গেল। রুটি কাঁদিতে লাগিল। চিনি, জল, আগুন প্রভৃতি কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে চলিয়া গেল। কুকুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য—জাগরণ

[কাঠুরিয়ার গৃহাভ্যন্তর। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। জানালার ফাঁক দিয়া দিনের আলো আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়াছে। তিলতিল ও মিতিল নিজ নিজ ক্ষুদ্র শয্যায় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তিলতিলের মা প্রবেশ করিলেন]

মা

(স্নেহ-মিশ্রিত তিরস্কারের স্বরে) ওঠ্ না রে, ও ছেলেরা আর কত ঘুমোবি তোরা? ওমা, কি ঘেন্না। এত বেলা হল, আটটা বেজে গেল, গাছপালা রোদে ভোরে উঠ্‌লো,—এখনো ঘুম!

[ছেলেদের বুকের উপর ঝুঁকিয়া আদর-ভরে তাহাদের চুম্বন করিলেন]

আহা, বাছারা আমার। ছেলে-মেয়ে তো নয়, যেন দুটি গোলাপ ফুল। (পুনরায় চুম্বন করিলেন) আহা, ছেলে জিনিষ কি মিষ্টি! ওঠ্, ওঠ্! ওরে, দুপুর অবধি ঘুমোনো কি! অসুখ করবে

যে। (তিলতিলকে ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়া) ওঠ্, ও তিলতিল।

তিলতিল

(ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল) অ্যাঁ, আলো। কোথায় গেলে তুমি। না, না, যেয়ো না।

মা

আলো। যেয়ো না। ও আবার কি কথা। আলোয় যে ভরে গেছে। বেলা যেন দুপুর। দেখ্ না হয়, আমি জানলা খুলছি।

[তাড়াতাড়ি জানলা খুলিয়া দিলেন]

এই দেখ্।—আরে, কি হয়েছে তোর? চোখ্ খুলছিস্ না কেন?

তিলতিল

(চোখ্ রগ্‌ড়াইয়া) মা, মা, তুমি?

মা

আমিই তো? তুই তবে কে মনে করেছিলি?

তিলতিল

হাঁ, ঠিক; তুমিই তো!

মা

কেন চিনতে পারছিস্ না? আমি এক রাত্রির মধ্যেই বদ্‌লে গেছি না কি?

তিলতিল

আঃ, তোমায় দেখে বাঁচলুম। কদ্দিন,—কদ্দিন পরে আবার তোমার কাছে ফিরে এলুম, মা। ও মা একটি চুমো দাও! আর একটি, আর একটি। আঃ, আমার বিছানাটি কি নরম। আবার বাড়ীতে এসেছি!

মা

কি হয়েছে রে? অমন করচিস্ কেন? উঠে বোস্ না? অসুখ করেছে না কি। দেখি, তোর জিভ্ দেখি। নে চল্, চল্, উঠে কাপড় ছাড়বি চল্।

তিলতিল

বা রে। আমি তো আমার সেই কামিজ পরেই রয়েছি।

মা

হ্যাঁ, পরেই তো রয়েছ। ওঠ, কোট আর পা'জামা পর। ঐ চেয়ারের ওপর রয়েছে।

তিলতিল

আমি কি ও-গুলো পরেই বেরিয়েছিলুম?

মা

বেরিয়েছিলি কি রে? কোথায় আবার গেছ্লি এর মধ্যে?

তিলতিল

কেন, সেই গেল বছর?

মা

গেল বছর কি রে?

তিলতিল

হ্যাঁ, সেই যে বড়দিনের দিন, মা। সেই যে আমি বেরিয়েছিলুম?

মা

সে কি রে! ঘর থেকে আবার বেরুলি কখন্? কাল রাত্রে ঘুমিয়েছিলি আর আজ সকালে এসে আমি এই তুল্‌ছি। সমস্ত রাত ধরে তাহলে এই সব স্বপন দেখেছিলি বুঝি?

তিলতিল

তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না মা। গেল বছর আমি আর মিতিল—পরী, আলো, রুটি, চিনি, জল, আগুন এদের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম না। আলো কিন্তু মা, বড্ড ভাল। জল, আগুন, রুটি এরা কেবলই ঝগড়া করেছে। তুমি রাগ কর নি মা? তোমার বোধ হয় বড্ড দুঃখু হয়েছিল, আমাদের দেখতে পাওনি বলে। আচ্ছা, বাবা কি বললেন? কি করি বল? তাদের কথা ঠেলতে পারলুম না।

মা

ওরে, এ সব কি বক্‌ছিস্? হয় তোর অসুখ করেছে, না হয় এখনো ঘুম ছাড়েনি। (ধীরে ধীরে নাড়া দিয়া) তিলতিল জাগো, ও তিলতিল!

তিলতিল

মা, আমি সত্যি কথাই বলছি। আমার বোধ হয় তুমিই ঘুমোচ্ছ!

মা

আমি ঘুমোচ্ছি, কি রে? ভোর ছ'টায় উঠে, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করে, উনুনে আগুন দিয়ে, তোদের জাগাতে এলুম।

তিলতিল

আচ্ছা, তবে মিতিলকে জিজ্ঞাসা কর, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে। আঃ, আমরা কি গোঁয়ার্ত্তুমি করেই সে রাত্রে বেরিয়েছিলুম।

মা

মিতিলকে জিজ্ঞাসা করবো কি রে?

তিলতিল

সেও যে আমাদের সঙ্গে গেছ্‌লো। দেখ মা, ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছিল।

মা

(আরো বেশী হতবুদ্ধি হইয়া) ঠাকুর্দ্দা ? ঠাকুমা ?

তিলতিল

হ্যাঁ ; স্মৃতির দেশে তাঁদের দেখে এলুম, মা। আমরা সেই পথ দিয়ে গেছলুম কি না ! তাঁরা মরে গেছেন বটে, কিন্তু খুব ভাল আছেন। ঠাকুমা আমাদের চমৎকার কুলের চাট্‌নি খেতে দিলেন। ভাই-বোনদের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। রবার্ট্‌, জিম্‌, মাদ্‌লিন, পিরোট্‌, পলিন, রিকেট্‌,—সকলেই সেখানে রয়েছে।

মিতিল

রিকেট্‌ এখনো চার পায়ে হেঁটে চলে, মা।

তিলতিল

পলিনের নাকের উপর এখনো সেই মাংসের ঢিবিটা আছে।

মা

আচ্ছা, তোরা উঠে দাঁড়া তো। আমার সামনে হেঁটে বেড়া দেখি।

[তিলতিল ও মিতিল তাহাই করিল]

নাঃ, তা তো নয়! তবে কি হবে গো! হা ভগবান! তাদের মতো এদেরো শেষে হারাবো না কি ?

[মা ভীত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া তিলতিলের পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন]

ওগো, শীগ্‌গির এদিকে এস, ছেলেদের অসুখ করেছে!

[তিলতিলের পিতা কুড়ালি হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন]

পিতা

কি? কি হয়েছে?

[তিলতিল ও মিতিল পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল]

তিলতিল ও মিতিল

এই যে বাবা! আমরা এসেছি। বাবা, তোমার হাতে এ বছর কি খুব বেশী কাজ ছিল?

পিতা

ব্যাপার কি? ওদের অসুখ করেছে বলে তো বোধ হচ্ছে না! বেশ তো সুস্থই দেখ্‌ছি!

মা

(কাঁদিতে লাগিলেন) তুমি ওদের চোখ দেখে বুঝ্‌তে পারবে না। তারাও তো এমনি ভাল ছিল; শেষে কি যে হোল, আর বাছারা আমার পালিয়ে গেল। কাল রাত্রে যখন শুইয়ে রাখি, তখন বেশ ভালই ছিল। আজ সকালে গিয়ে দেখলুম, সব গোলমেলে। ওরা বল্‌ছে, কোথাকার কোন্ আলো-কে সঙ্গে করে রাত্রে বেড়াতে গেছ্‌লো। বল্‌ছে—ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমাকে দেখেছি—তারা মরে গেছে, কিন্তু বেশ ভাল আছে। এ সব কি আবোল-তাবোল বকা, বাপু!

তিলতিল

ঠাকুর্দ্দার কিন্তু আজো সেই কাঠের পা আছে।

মিতিল

ঠাকুমা এখনো বাতে ভুগ্‌চেন।

মা

শুন্‌চ? দৌড়ে যাও, শীগ্‌গির ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

পিতা

না, না ; কিছুই হয় নি ; তোরা এদিকে আয় তো !

(বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল)

কে ? ভেতরে এস।

[প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা প্রবেশ করিল। সে দেখিতে ... বকল পরী বেরীলুনের মত ; লাঠিতে ভর দিয়া সে হাঁটিতেছিল]

বৃদ্ধা

সুপ্রভাত। আজ তোমাদের সকলকে বড়দিনের অভিবাদন জানাতে এসেছি।

তিলতিল

এই তো পরী বেরীলুন !

বৃদ্ধা

বড়দিনে একটু ভাল করে রাঁধবো কিনা, তাই একটু আগুন চাইতে এসেছি। আজ বড্ড ঠাণ্ডা। ওঃ, হাড় যেন কন্‌কনিয়ে দিচ্ছে ! সুপ্রভাত তিলতিল ; সুপ্রভাত মিতিল ; কেমন আছ তোমরা ?

তিলতিল

পরী বেরীলুন, নমস্কার। আমরা তোমার নীল পাখীর কোনই সন্ধান পেলুম না।

বৃদ্ধা

কি বল্‌ছে গা, এরা ?

মা

আমায় বাছা আর জিজ্ঞাসা ক'রো না। ওরা নিজেরাই জানে না, কি বল্‌ছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে অবধি এই রকম বক্‌ছে। কিছু কুপথ্যি করে এমন হয়েছে আর কি !

বৃদ্ধা

তিলতিল, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি যে তোমার বারুণী পিসি,—চিন্‌তে পার্‌ছ না?

তিলতিল

হ্যাঁ, পেরেছি চিনতে—আপনি পরী বেরীলুন। আপনি কি আমাদের উপর রাগ করেছেন?

বৃদ্ধা

আমি বে—রী,—কি বল্‌লে?

তিলতিল

বেরীলুন।

বৃদ্ধা

বেরীলুন নয়,—বারুণী।

তিলতিল

যা খুসি তোমার বল, কিন্তু মিতিলও জানে।

মা

মিতিলটারও এই দশা!

পিতা

থাম, থাম; ভয় নেই। একটা কি দুটো চড় কসালেই সেরে যাবে।

বৃদ্ধা

না, না; এ সময় ও রকম ক'রো না। আমি জানি, কিসে অমন হোল। চাঁদের আলোয় ঘুমিয়েছিল আর কি। তাই ও রকম হয়েছে। আমার ছোট মেয়েটা গো, যেটা অসুখে ভুগ্‌চে, তারো ও রকম হয়।

মা

ভাল কথা; তোমার মেয়েটি এখন কেমন আছে?

বৃদ্ধা

অমনি আর কি। উঠতে পারে না, ডাক্তার বলে, মাথার ব্যামো। কিন্তু আমি জানি, কিসে তার রোগ সারবে। আজ সকালেও সে আমায় বল্‌ছিল, তার ধারণা—

মা

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তা জানি। তিলতিলের ঐ পাখীটি সে চায়। তিলতিল, দাও না বেচারিকে তোমার সে পাখীটি!

তিলতিল

কি মা?

মা

তোমার সেই পাখীটি! কোন কাজেই তো সেটা আসে না! তার দিকে একবার চেয়েও তো দেখ না! আর সে বেচারি ওটির জন্যে অস্থির। দাও ওটি, তাকে।

তিলতিল

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমার পাখীটি! আচ্ছা কোথায় সেটা? এই তো এখানে! এইটেই তো? এর ভেতর তো দেখ্‌ছি, কেবল একটা পাখীই আছে। বাঃ রে, এ তো দেখ্‌ছি নীল রঙের! কিন্তু এটা তো আমারই সেই ঘুঘু। আগেকার চেয়ে আরো নীল হয়েছে। আমরা এই নীল পাখীই তো চাই! এত দূরে-দূরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, অথচ বাড়ীতেই রয়েছে! কি আশ্চয্যি! মিতিল, দেখ্‌চ? আলো কি ভাব্‌বে বল দেখি?

[চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া খাঁচাটা নামাইয়া আনিল এবং বৃদ্ধার হাতে দিল]

এই নাও, তোমায় দিলুম। এটা তত নীল না হলেও এতেই চলবে। তোমার ছোট্ট মেয়েটিকে শীগ্‌গির দাও গিয়ে।

বৃদ্ধা

সত্যি? সত্যি আমায় এটা দিলে তাহলে? আহা, বেচারি কত সুখী হবে এখন। বেঁচে থাকো, বাছারা। (তিলতিলের মুখ-চুম্বন করিল) তবে আমি যাই, শীগ্‌গির তাকে দিই গে।

তিলতিল

হ্যাঁ, শীগ্‌গির যাও। না হলে ওটাও হয়তো আবার রঙ বদ্‌লে ফেলবে।

[বৃদ্ধা পাখীটি লইয়া চলিয়া গেল]

তিলতিল

(চারিদিক দেখিয়া) বাবা, মা, বাড়ীটাকে তোমরা কি সুন্দর করেই সাজিয়েছ। জিনিষ-পত্তর সব তেমনি আছে, কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

পিতা

সুন্দর দেখাচ্ছে? তার মানে কি?

তিলতিল

গেল বছরে যখন বাড়ী ছেড়ে যাই, তখন তো এমন ছিল না। এখন ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে।

পিতা

গেল বছরে?—যখন বাড়ী ছেড়ে যাস্?

তিলতিল

(জানলার কাছে গিয়া) ঐ দেখ জঙ্গল, কত বড়, আর কেমন সুন্দর। সব যেন নতুন আর চমৎকার।

[রুটির সিন্দুকের কাছে গিয়া]

ও রুটি, কোথায় তুমি? মিতিল, দেখ্‌চ, এখন কেমন চুপ্ করে রয়েছে। এই যে টাইলো। বাহবা। ও টাইলো, কি রকম লড়াই বেধেছিল মনে আছে? সেই জঙ্গলের মধ্যে?—

মিতিল

টাইলেট্ কোথায়? সে আমায় চেনে। কিন্তু আর কথা কইতে পারবে না।

তিলতিল

রুটি-মশাই, বলি ও রুটি-মশাই!

[মাথায় হাত দিয়া]

তাইতো। সে হীরেটিও নেই, সে টুপীও নেই। যাক্ গে, কি আর হবে। এই যে আগুন। ভারি মজার লোক, এ। জলকে ঠাট্টা কোরে কেবলই রাগাতো।

[জলের কাছে গিয়া]

জল-মশাই, সুপ্রভাত। এখনো কথা কইছে, কিন্তু আগের মতো ওর কথা বুঝতে পারছি নে।

মিতিল

চিনিকে দেখতে পাচ্ছি না তো?

তিলতিল

হাঃ হাঃ, কি মজা। আজ আমি কি সুখী। কি সুখী! কি সুখী।

মিতিল

আমিও। আমিও।

মা

পাগলের মত তোরা আবোল-তাবোল ও কি বক্‌ছিস্?

পিতা

বক্‌তে দাও, বক্‌তে দাও—ওদের কথায় কান দিয়ো না। ওরা দুজন খুসির খেলা খেলছে।

[দরজায় ঘা পড়িল

কে ? এস, ভেতরে এস।

[প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা পুনরায় প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার ছোট মেয়েটি—সে অপূর্ব্ব সুন্দরী। তিলতিলের পাখীটি তার হাতে ছিল]

বৃদ্ধা

আশ্চয্যি ব্যাপার দেখলে ?

মা

এ কি ? ও হাঁটতে পারে ?

বৃদ্ধা

শুধু হাঁটতে পারা ? ও এখন ছুটতে পারে, লাফাতে পারে, নাচতে পারে। আমার হাতে পাখীটিকে দেখেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো। সত্যি এটি তিলতিলেরই পাখী কি না, দেখবার জন্যে জানলার কাছে আলোয় ছুটে এল। আর তার পর ? তারপর একেবারে রাস্তায়। যেন পরীর মতো উড়ে এল, আমি কি ওর সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারি ?

তিলতিল

(মেয়েটির কাছে গিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া) ওহো, এ যে আলোর মতোই অবিকল দেখতে।

মিতিল

কিন্তু অনেক ছোট।

তিলতিল

তা বটে।

বৃদ্ধা

কি বলছে ওরা ? এখনো কি ঘোর কাটে নি ?

মা

অনেকটা ভাল। কিছু খেলে-দেলেই সেরে যাবে।

বৃদ্ধা

(মেয়েটিকে তিলতিলের কাছে আনিয়া) এস, তিলতিলের সঙ্গে কথা কও। সোনার চাঁদ ছেলে—পাখীটিকে এক কথায় তোমায় দিয়ে দিলে! বেঁচে থাকো বাবা—রাজ্যেশ্বর হও।

[তিলতিল চমকিয়া পিছন হটিয়া গেল]

মা

ও আবার কি? ভয় কিসের? এস, ওকে চুমো দাও। তোমার আবার অত লজ্জা হোল কবে থেকে?—আর একবার! আর একবার! তোমার হোল কি? দেখে মনে হচ্ছে, তোমার কান্না আস্‌চে!

[তিলতিল বালিকাটিকে চুম্বন করিয়া জড়সড় ভাবে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দুইজনে নির্ব্বাক্ হইয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পর সে পাখীটার মাথায় আস্তে এক টোকা মারিল]

তিলতিল

এটি কি চমৎকার নীল?

বালিকা

হ্যাঁ, এটি পেয়ে আমি ভারি খুসি হয়েছি।

তিলতিল

আমি এর চেয়েও নীল পাখী দেখেছি। কিন্তু যেগুলো একেবারে নীল, তুমি যা-ই বল না কেন, তাদের কিন্তু ধরতে পারা যায় না,—ধরতে আমরা পারিও নি।

বালিকা

তা যাক্‌গে, এইটিই খুব ভাল।

তিলতিল

একে কিছু খাইয়েছ?

তিলতিল

যা দেবে। রুটি, গম, বালি, ফড়িং—

বালিকা

সত্যি? কি করে খায়, বল না?

তিলতিল

কেন, ঠোঁটে করে,—দেখবে? আচ্ছা দেখাচ্ছি, দাও আমায়।

[তিলতিল সরিয়া দাঁড়াইল এবং বালিকার হাত হইতে পাখীটি লইতে গেল। বালিকা তার হাতে পাখাটি দিতে যাইবে এমন সময় আলগা পাইয়া পাখীটি উড়িয়া পলাইল]

বালিকা

মা, মা; উড়ে পালিয়েছে! হায়! হায়! কি হবে!

[সে কাঁদিয়া উঠিল]

তিলতিল

ওই যাঃ! উড়ে পালালো?—যাক্! কেঁদো না, আমি আবার ওকে ধোরে এনে দেব।

যবনিকা

শ্রীযামিনীকান্ত সোম-প্রণীত

শিশুপাঠ্য দুইখানি

অপূর্ব্ব জীবনী

১। ছেলেদের বিদ্যাসাগর—মূল্য ।৵০

২। ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ—মূল্য ৵০

"ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :—

[১]

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় ছেলেমেয়েদের মাসিক-পত্র "মৌচাকে" লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত মৌচাক-সম্পাদক বরাবরেষু—

যে ছেলেমেয়েরা সারা জগতের পাকা-পাকা সাহিত্যিক, সমালোচক, নানা-তত্ত্ববিৎ, ভাষ্যকার, টীকাকার, তর্জ্জমাকার, মাসিকের সম্পাদক, বার্ষিকের চাঁদার খাতা-বাহক ও সাহিত্য-সভা সমস্তের ভূত ভবিষ্যৎ সভাপতি সভাসদ্ সেক্রেটারি ইত্যাদির ঘরে ঘরেও মধু পৌঁছে দিতে এল, তাদের জন্য আজকালের বাংলা সাহিত্যের কোঠায় কে যে কোথায় কি জমা করলেন তা জানবার উপায় নেই যতক্ষণ না সে খবর কাগজে পড়ি, তাই আমরা—যারা সাহিত্য-আকাশে চাঁদ হয়ে লণ্ঠনের মতো ঝুলে থাকতে চাইনে, শুধু ছেলে-ভোলানো গল্প-স্বল্প লিখে তেলের পিদুম ঘরের কোণে জালিয়ে দিয়ে

আমাদের কথাটা ফুরিয়ে দিতে পারলেই খুসি হই, সেই দলের একজনের লেখা 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' বলে বইখানির কথা 'মৌচাকে'র গ্রাহকদের জানাতে আপনার হুকুম চাই। দেশের সাহিত্যিকদের সভা-বৈঠক ইত্যাদি যা বসে, তার হাল-চাল দেখে বোধ হয় যে, শিশু-সাহিত্যকে তাঁরা সাহিত্যের একটা দরকারি জিনিষ বলেই ধরেন না। এই সেদিনও দিল্লীতে বাঙালী সাহিত্যিকদের মস্ত একটা সভা বসে গেল। সেখান থেকে যে সাহিত্য কেবলি বয়স্কদের মৌতাত জুগিয়ে চলেছে, কচিদের কাঁচাদের জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও নিয়ে আসছে না কেবল তারি খবরাখবর পেলেম! শিশু-সাহিত্য বলে একটা কিছু যে সাহিত্যের মধ্যে থাকা প্রয়োজন এবং তার খবর নেওয়া ও দেওয়া প্রয়োজন—একথা মনেই ওঠে না সাহিত্য-চর্চ্চার সময়ে; শিশু বলে একটা যে কেউ দাবি করছে দেশের সাহিত্যিকদের কাছে তার জন্যে লিখতে গল্প কবিতা নাটক নভেল পুরাণ ইতিহাস ভূগোল এবং নানা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বই—সে চিন্তাও নেই। কাজেই, শৈশব বলে কালটা বাদ যাচ্ছে আমাদের সাহিত্য-জগৎ থেকে এবং তার স্থান অধিকার করছে হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা যাদুকরের আম গাছ এবং কোথাও কোথাও বা পশ্চিম বাতাসে শিকড়-গাড়া আগাছা ও শূন্যে লট্‌কানো গোটাকতক সাহিত্য-ফানুস, যাকে হঠাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের সমান বলে ভুল হয় কিন্তু সত্যিকার গ্রহ-নক্ষত্র শৈশবকালকে অস্বীকার ক'রে তো বিরাজমান হয় না কোনো দিন, কেবল দেওয়ালীর ফানুস্ তারাই খানিক ধুঁয়ার ঠেলায় আকাশে উঠে ভিড় লাগিয়ে চম্‌কে দেয় লোক, হাততালিও পেয়ে যায় যথেষ্ট।

ছেলে-ভুলোনো ছড়ায় আছে—

> "তারা করে ঝিকি মিকি চাঁদ করে আলো—
> যে ঘরেতে খোকা নেই সেই ঘর কালো!"

রইলোই বা আকাশে শরতের চাঁদ আলো দিতে, ঘরে যদি পিদ্দুম না জ্বলে, চাঁদ-মুখ আলো না দেয় তো সব অন্ধকার! সাহিত্য-আকাশ জুড়তে সাহিত্যিকের ভিড় আর ঠেলাঠেলি—ঘরের প্রদীপ জ্বালাতে মনে নেই কারু, তার জন্যে চিন্তা নেই একটুও!

ছেলেবেলায় একটা খাবারওয়ালা পথ দিয়ে হেঁকে যেতো—ঘীউ আছে, চিনি আছে, সুজী আছে, ময়দা আছে, শুধু ডাল নাই কেট্‌ কেট্‌ গড়াম!

আমাদের বাংলা সাহিত্য এই অপূর্ব্ব খাবার হয়ে দাঁড়াতে চলেছে—তাঁ জাতীয়তা কাব্যাংশ বিষয়-নির্ব্বাচন, তার ভাষার মাগধী অর্দ্ধ মাগধী কাশী কোশলী সচল অচল ঠাঠ—ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে নিয়ে—শিশু-কালটাকে বাদ দিয়ে।

আমাদের সৌভাগ্য যে, শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম "ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ" বলে চমৎকার শিশুপাঠ্য বইখানি রচনা করেছেন, না হলে বাংলার আমাদের ছেলেমেয়েরা জানতেই পারতো না তাদের কবি এখনো ছেলেদের জন্যে ভাবেন ও লেখেন দরদ দিয়ে।

বইখানির বিষয় আমার আপন-জনকে নিয়ে, সুতরাং এ বই সম্বন্ধে মতামত আমার দেওয়া সাজে না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে আমি 'মৌচাকে'র সব মধুকরকে এই বইখানির রস পরখ করে নিতে বলি। এই বই পড়তে পড়তে আমার নিজের হারানো ছেলেবেলার অনেকখানি আজ অনেককাল পরে খুঁজে পেয়ে গেলেম আমি এবং আমার সঙ্গে আমার ঘরের ছেলেমেয়েরাও সেকাল ও একালের উজ্জ্বল একখানি ছবি পেয়ে ধন্য হল।

আমি পেলেম যা এবং এই 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' পড়ে দেশশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে পাবে যা, শুধু সেটুকুখানির জন্যে ভবিষ্যৎ কালের কোন এক সাহিত্য-সভায় আজকের শিশু সে সভাপতি হয়ে প্রথমেই লেখক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ দেবে নিশ্চয়, কিন্তু সেই সুদূর ভবিষ্যতে আমার পৌঁছবার উপায় নেই, আশাও নেই, তাই আমি এখনি যামিনীবাবুকে বাংলার শিশু-সাহিত্যে তাঁর এই দানের জন্যে আশীর্ব্বাদ ধন্যবাদ সবই দিলেম অন্তরের সঙ্গে।

[২]

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক মনস্বী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, মহোদয়ের অভিমত :—

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম-প্রণীত "ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ" পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি ছেলেদের জন্য যাহা করিয়াছেন, বাংলা ভাষায় বড়দের জন্য এখনও কেহ তাহা করেন নাই। কিন্তু যামিনীবাবুর বহিটি ছেলেদের জন্য লিখিত হইলেও, তাহারা যেমন ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ পাইবে, তাহাদের গুরুজনেরাও তেমনি জ্ঞান ও আনন্দ পাইবেন। বহিখানির লেখা যেমন সুন্দর,—ছবি, ছাপা এবং বাহ্য আকৃতিও তেমনি মনোজ্ঞ।

[৩]

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহোদয় প্রবাসী [ফাল্গুন, ১৩৩৩] পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

পুস্তকখানির ভিতর বাহির—এই উভয় সৌন্দর্য্যেই যে ছেলেদেরই লোভনীয় হইয়াছে এমন নহে, ইহা বড়দেরও সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয় হইয়াছে। লেখক মহাশয় এই ষোড়শাংশিত ডবল-ক্রাউন আকারের ১২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে, ছেলেমেয়েদের পাঠ্য করিয়া, যে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহার কাব্যকথা, কর্ম্মকথা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথায় এযুগের মানব-মন ও বিশ্বসাহিত্য ভরিয়া উঠিতেছে। গ্রন্থকার এই অসাধ্য সাধনায় কতটা সফলকাম হইয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রেই অনুভব করিবেন। তিনি মহাকবির নিজের লেখার ভিতর দিয়াই কবিকে ছেলেদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আশা আছে, তিনি যে প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের ছেলেমেয়েদের সরল শুভ্র চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের নবীন প্রাণগুলিকে বিকশিত করিবে, উন্নত করিবে, ধন্য করিবে। "ছেলেদের বিদ্যাসাগর" প্রভৃতির লেখক যামিনীবাবুর এ আশা করা অসঙ্গত হয় নাই। ছেলেরা এই বইয়ে যাঁহার জীবন-কথা পড়িবে তাঁহার স্পর্শও তাহারা অনুভব করিবে, আর ভিতরে ভিতরে নিজে নিজেই অনেকটা গড়িয়া উঠিবে। বইখানি ছোট হইলেও ইহা তাহাদের মনকে বড় করিয়া তুলিতে ও হৃদয় প্রশস্ত করিতে সাহায্য করিবে আর এইটুকুতেই তাহাদের কূপমণ্ডুকতার জাড্য ঘুচিয়া ঘরের বাহিরে পা দিবার, জগতের কোথায় কি আছে ও হইতেছে, তাহার তত্ত্ব পাইবার বাসনা জাগিবে। আমরা আশা করি **শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ** এই পুস্তক ছেলেদের পড়িবার অবসর দিবেন এবং আজগুবি বাজে-কথায়-ভরা বইয়ের বদলে এমন মনোহর করিয়া লেখা জীবনপ্রদ পুস্তক যাহাতে প্রত্যেক বালক বালিকার হাতে পড়ে অভিভাবকগণ তাহা করিবেন।

[৪]

বঙ্গবাণী :—

পুস্তকখানি বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার গৌরব রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রসঙ্গের আলোচনা। শিশু ও শিশুর মাতা-পিতা সকলেরই নিকট রবীন্দ্রনাথ

সুপরিচিত,—কিন্তু তাঁহার জীবন-কথা সকলে হয়ত জ্ঞাত নহেন। এই পুস্তকখানি সেই অভাব পূর্ণ করিবে। রবীন্দ্রনাথের বংশ-পরিচয়, তাঁহার বাল্য-শিক্ষা, বিলাত-ভ্রমণ, বিশ্বজয়, তাঁহার অন্তরের পরিচয়, রচনার অল্পবিস্তর আস্বাদ—অতি অল্পায়াসে সকলেই এই পুস্তক হইতে লাভ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, যামিনীবাবুর "ছেলেদের বিদ্যাসাগর" পড়িয়া আমরা যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, এই পুস্তকখানি পড়িয়া ততোধিক আনন্দ পাইয়াছি।

[৫]

কল্লোল :—

পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহার সত্তা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। কাছের অনেক ছোট জিনিষ বড় হইয়া দেখা দেয় এবং দূরের বৃহত্তর অনেক কিছুই অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

তথাপি গ্রন্থকার যে সহজ সরল কৌশলে কবিকে বিনা আড়ম্বরে শিশুদের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা সত্যই বড় মধুর, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। জননী প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে এবং পিতৃ-পিতামহের প্রভাবে শিশু রবির তেজ ও দীপ্তি ক্রমশঃ প্রস্ফুট হইয়া কেমন করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল,—মহামানবতার এই দিগ্বিজয়-যাত্রার চিত্র গ্রন্থকার শিশুদের উপযোগী এবং উপভোগ্য ভাষায় বড় সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন।

কবির বিভিন্ন বয়সের ভূমিকার কয়েকটি, তাঁর পিতা পিতামহ ও শান্তিনিকেতনের কয়েকটি এবং আরও দুই একটি ছবির সাহায্যে এই পুস্তকখানিকে যথাসম্ভব সুদৃশ্য ও সুখপাঠ্য করা হইয়াছে।

যে সুন্দরের অঙ্গের জ্যোতিতে কবির চক্ষু দুইটি মুগ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাঁর সঙ্গ পাইয়া তাঁর অঙ্গ পুণ্য এবং অন্তর ধন্য হইয়াছে, গ্রন্থকারের সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও আশা করি—সেই 'অনন্তসুন্দরের অন্তরতম প্রতিকৃতিটি আমাদের ছেলেমেয়েদের সরল শুভ্রচিত্তে প্রতিফলিত হ'য়ে তাদের নবীন প্রাণগুলিকে বিকশিত করুক্, উন্নত করুক্, ধন্য করুক্।'

বইখানির ছাপা পরিপাটী, বাঁধাই বেশ শক্ত। মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম।

উত্তর-ভারতের স্বনামপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন—মিরাট-অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

প্রিয় যামিনীবাবু,

আমরা অনেক জিনিষই ভবিষ্যতের জন্যে ফেলে রাখি—সময় হয় নি বলে। অর্থাৎ তাকে বোঝবার, তার গুণাগুণ বিচার করবার সময় আসেনি বলে। ইহাই নাকি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু 'ব্যতিরেক' না থাকলেও মানুষের চলে না;—বর্ত্তমানের আনন্দটুকুই যে তার নিজের, সে তা খোয়াতে চায় না,—পারে না। তার অন্তরের প্রেরণার মধ্যে যে-পূজা রয়েছে, তাকে প্রকাশ না করে যে তার তৃপ্তি নাই। ভবিষ্যৎ তাকে কি দিবে! তাই কর্ত্তব্য-জ্ঞানেই হউক বা চিত্তপ্রসাদের জন্যই হউক, সে তার অর্ঘ্য নিবেদন না করে পারে না।

আপনার "ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ" পড়ে বারবার আমার ওই কথাটিই মনে হয়েছে, আর ভেবেছি—আপনি বড় ভাল কাজ করেছেন। আপনি ছেলেদের আগ্রহ তৃপ্তির এই সুযোগটি করে দিয়ে নিজেও তাদের আনন্দের অংশীদার হলেন। আমি এখন ছেলেদের দাদামশাই হলেও, বইখানি তিনবার পড়েছি আর আনন্দ পেয়েছি।

বইখানি অল্পের মধ্যে এমন সহজভাবে লেখা হয়েছে যে, ছেলেদের সঙ্গে কবির পরিচয়টা আনন্দের ভিতর দিয়ে সহজেই হয়ে যাবে। এই সব বিশ্ব-বিশ্রুত মনীষীর কথা, ছেলেদের আশা আকাঙ্ক্ষায় গড়ে তুলবে, তাদের মধ্যে দেশের গৌরবের অধিকার-বোধ জাগাবে। ওই সঙ্গে আপনি তাঁর বংশ-পরিচয় দিয়ে, কবির উদ্ভবক্ষেত্র—বাঙ্গলার Culture houseটি সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য কথাগুলি এমনভাবে ছেলেদের শুনিয়ে দিয়েছেন,—ছেলেরা যা গল্পের মত উপভোগ করবে, তাকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করবে; আবার তার প্রভাবও অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে সেই সব তরল মনের উপর কম কাজ করবে না। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল বিশ্ব-বরেণ্য কবিই নন, সে আভাস দিতেও আপনি ভোলেন নি। বাঙ্গলার এত বড় গৌরবের

জিনিষের সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করে দেবার চেষ্টা পেয়ে, আপনি দেশের কাজ করেছেন।

বইখানির ভাষা যেমন সরল, ব্যঞ্জনাও তেমনি সহজ ও সুন্দর। চিত্র, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ সবই উল্লেখযোগ্য। এ বই ছেলেদের হাতে-হাতে আর বিদ্যালয়ের পাঠ্য হতে দেখলে সুখী হব।

এর হিন্দি সংস্করণ কি সম্ভব নয়?

"ছেলেদের বিদ্যাসাগর" সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :—

[১]

বঙ্গবাণী :—

এই সুলিখিত পুস্তকখানি সত্যই ছেলেদের উপযুক্ত করিয়া লিখিত হইয়াছে। অতি সহজেই ছেলেরা ইহার আদ্যন্ত পড়িয়া ফেলিবে এবং যে মহাপুরুষের চরিত-কথা ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া উঠিবে। ইহার ভাষা সহজ ও মনোরম,—ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

[২]

প্রবাসী :—

পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। ঝরঝরে সরল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী গল্পের মত অতি সুন্দরভাবে লেখক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-কথা বলিয়াছেন। বইটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বইখানি ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লাগিবে, সন্দেহ নাই।

[৩]

কল্লোল :—

দূরত্বের মোহ সকলকেই অভিভূত করে, বিশেষ করিয়া সে দূরত্ব যখন ইহকাল পরকালের ব্যবধান হয়। মহামানবের জীবনেতিহাস যে মানবের সুষ্ঠু বিকাশ ভিন্ন অতিমানবতার অতিরঞ্জন নহে—বিদ্যাসাগরের জীবন-কথা বেশ সহজ সরল ভাষায় গ্রন্থকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া

লিখিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। ইহার ভাষা যেমন মিষ্ট, পরিকল্পনাও তেমনই সুন্দর এবং সুনিয়ন্ত্রিত।

'পাড়ার লোকের বাগানে ঢুকে চুপি চুপি ফল পেড়ে খাওয়া,' 'ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধানের শীষ ছিঁড়ে নষ্ট করা'—এই রকম সব দুষ্টুমির জ্বালায় পাড়ার লোক, গ্রামের লোকের অস্থির হয়ে ওঠা ইত্যাদি বিদ্যাসাগরের মত একজন মহামানবের জীবনেও যে এই সনাতন চিরচঞ্চল শিশু-প্রকৃতির বিকাশের কোনও ব্যতিক্রম বা পক্ষপাতিত্ব ছিল না, ইহা আমাদের শিশুদিগের পক্ষে মস্ত বড় একটা সুসংবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের অনেকগুলি বিচিত্র ঘটনার এবং মানসিক সংগ্রামের নিখুঁত ছবিই এই পুস্তকখানির বিশেষত্ব। মুখের একটি কথা, ছোট একটি কাজ, সামান্য একটি ঘটনার মধ্য দিয়া শিশু ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে ধীরে কেমন করিয়া বড় হইয়াছিলেন, ছেলেমেয়েদের প্রতি আন্তরিক দরদ এবং সেই মহাপুরুষের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা লইয়া এই বইখানি লিখিত।

শিশু-মহলে, এমন কি তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছেও ইহার যথেষ্ট সমাদর হইবে। বাংলা ভাষায় এইরূপ জীবন-কথা আরও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইহাতে মোট সাতখানি ছবি আছে। বাঁধাই বেশ মজবুত এবং দামও কম।

[৪]

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের অভিমত :—

যামিনীবাবু ছেলেদের জন্য কয়েকখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করি[illegible] শিশুসাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। এবার তিনি ছেলেদের জন্য বঙ্গের বিরাট্ পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের কাহিনী অতি সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বালক-বালিকাগণের পক্ষে যাহা উপলব্ধি করা সহজ এবং যাহা অতি সহজে তাহাদের হৃদয় আকৃষ্ট করে, গ্রন্থকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের সেই গুণগুলি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রাতঃ-স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কষ্টসহিষ্ণুতা, বিদ্যানুরাগ, দয়া-দাক্ষিণ্য,

তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণগুলি যে সকল সরল ও মধুর গল্পে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বালকবালিকাগণকে সেই সকল মহৎগুণে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে গ্রন্থকার মহাশয়ের পরিশ্রম সফল হইবে। * * * সর্ব্বজন-বরেণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র জীবন-কাহিনী দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা-ভরসা আমাদের বালকবালিকাদিগের জন্য রচনা করিয়া যামিনীকান্ত বাবু যে বাঙ্গালী জাতির পরম উপকার সাধন করিয়াছেন—এ বিষয়ে আশা করি মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট; ইহাতে অনেকগুলি ছবি থাকায় পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইবে। ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দেওয়ার উপযুক্ত এরূপ সুন্দর পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে অধিক প্রকাশিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। * * *

[৫]

ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর এই পুস্তকের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন :—

এই 'ছেলেদের বিদ্যাসাগরের' গ্রন্থের লেখক মহাশয় আমাকে তাঁহার এই গ্রন্থের একটু ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এমন সুলিখিত সুন্দর গ্রন্থের ভূমিকার কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে মহাপুরুষের জীবন-কথা লেখক মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেও লোকে, বিশেষতঃ বালকেরা পড়িত; বর্ত্তমান গ্রন্থকার যেমন-তেমন করিয়া লেখেন নাই; তিনি অতি সরল ও মনোরম ভাষায়, সুনিপুণ চিত্রকরের মত এবং সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অধিক প্রয়োজন—পরম ভক্তিভরে ছেলেদের জন্য এই "বিদ্যাসাগর" লিখিয়াছেন; সুতরাং ইহা যে আমাদের দেশের বালক-বালিকাগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবে, তাহাতে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।